



२१२



১৩৬ পৃষ্ঠার ২৭ লাইনে অত্র রেখতা গজল অশুদ্ধ হওয়াতে  
পুনর্বার শুদ্ধ করিয়া লিখিলাম।

গান হিন্দি বাঙ্গাল। ঝিলাল রেখতা।

যায়ে হেতুগার যেরে দেখাদেরে দেখাদেরে। হেতু-  
জারিমে তেরে বাঁচিনারে বাঁচিনারে ॥ সামদেহে হুবহে তলিক,  
বিচ্ছেদেতে কেঁদে মরি। ছবহেতো সামকিয়া, আশা করে  
আশা করে ॥ আসওয়াপরি তুজ্জমে জোহ্যায় আমি কি তা  
টসতে পারি। ছাড়দে এহ্‌কো ডানা, কহিতেছি গারে  
গারে ॥ চেহরএ গোলকায় তেরি, দর্পণেতে দেখে প্রাণ।  
তলিছে মল্ল হুয়া খুজি মার ঘরে ঘরে, হিন্দি কি মল্ল হোকর,  
খাক্‌দি বদি কিছুদিন। ছয়ের কর দেল্কি জরি, পাবি তারে  
পাবি তারে ॥



জিহিব

বাহ্য

ভারতীয় গুরুত্বান নামের পুথি  
নানাবিধ রস এবং রসের গীত ও ছড়া  
পরমেশ্বরের ভাষায় গীত নানাবিধ হুশ  
বর্তমান বিশ্বে জগৎমহাদিন হিহিকি খোনকার কৃত

## ছাপাখানা মোকাম কলিকাতা।

চিৎপুররোড আছে সর্বলোকে জানে। দুই শত ছয়চল্লিশ মঘর  
ভবনে ॥ তার সঙ্গে বিদ্যারত্ন যন্ত্র পরিষ্কার। গোলাম হুদুর  
যার প্রাণী জমালার ॥ সেই প্রসে এই পুথি সংশোধন  
ছারে। মুদ্রাক্ষিত হৈল পুনঃ উত্তম অক্ষরে ॥  
আবশ্যক হবে যার আনিবে হেথায়। লয়ে  
যাবে ভক্তিভাবে মজ্জিবে মজ্জায় ॥

## বিজ্ঞাপন।

সর্ব সাধারণ জনগণ সন্নিধানে জ্ঞাত করিতেছি অত্র  
ভারতীয় গুরুত্বানের পুস্তক বাহা বহু পরিচয় ও কায়  
বাহ্য্য দ্বারা বর্ণনা করিয়াছি এক্ষণে এই পুস্তক মুদ্রিত  
কোর্টের বেঞ্চম আইন মতাবলম্বিত ইংরাজী ১৮৪৭ সালের  
চলিত আইনানুসারে রেজিস্ট্রী করিলাম এই পুস্তক  
যতপি কেহ ছাপেন তবে উক্ত আইনমতে অপরাধ হইতে  
হইবেক, এবং যিনি মোহরে যে কেহ প্রচার করিবে সে ব্যক্তি  
আইনমতে আসাধের দাবী দিতে হইবেক।

মুরব্বাহা মন্ত্রিকে মারিবার জন্য বিবাহিত মিষ্টান্ন রাজকুমা-  
রের হাতে পাঠায় মন্ত্রি না খাইয়া কাগকে খাওয়াইতে  
কাগের মৃত্যু দেখিয়া উভয়ে চমকিত হইল ৫৮/৫২

রাজকুমার ও মন্ত্রি পরামর্শ করিয়া মুরব্বাহাকে রাক্ষসি  
বেশ বানাইয়া উভয়ে যোগীবেশ ধারণ করিয়া মুরব্বাহাকে  
কাননে লইয়া যায় ৬২/৭১

মুরব্বাহার চেতন পাইয়া ভয়বৃত্ত হয় ও ইহার যোগীবেশ  
ভাগ করিয়া সান্তনার গান গায় ৭১/৭৩

ভিনজনে পাথে যাইতে ঐ বনে এক বৃক্ষে পক্ষি বাজা  
করিয়া বাজাগণকে যে কথা বলে সেই কথা মন্ত্রি শুনিয়া  
আপন বন্ধুর স্থানে ছুই অসম্ভব কন্ঠের ভিঙ্কা লইয়া অশ্বপদ  
কাটা ও রাজবাটীর সদরদ্বার ভাঙ্গা ও রাজা আপন পুত্র  
বধূকে বাটী লৈয়া যায় ও রাজকুমার ছুরার ভাঙ্গা দেখিয়া  
মন্ত্রিকে কাটিতে উদ্যত হওয়ার সকল বিবরণ প্রকাশ করি-  
বাতে পাষণ্ড হয় ও মুরব্বাহা আপন পুত্রকে বলিদান করায়  
মন্ত্রী জীবতমান হইয়া ঐ কাটা ছেলে লইয়া অরণ্যে আরা-  
ধনা করে ৭৩/৮৯

এক পরী সহিত মন্ত্রির বিবাহ হওয়া ও জ্ঞানমতি নাম  
এক সতী ভাঙ্গনবের বিবাহ হওয়া সম্ভানকে মুরব্বাহার  
কোলে দেওয়া ও আপনি ছুই সতীকে বিবাহ করিয়া আপন  
ঘরে আনা ইত্যাদিতে সমাপ্ত ৮০/৯০

ভাবলাভের ভাবের গান ও গুরতজানের হাকদা নাচ  
ভঙ্গন প্রভৃতি ৯০/৯২

ইরান সহরের রাজার সম্ভান হওয়া ঐ সম্ভান শিকারে যা-  
ইতে গুরতজানের প্রতি আসক হওয়াতে বিবাহ ও খেজুরের  
টুপি পাইয়া ইজ্রায়েল যার ও উভয়ে মিলন ইত্যাদি ৯৯/১১৩

গুরতজান তম্ব ও দেলারামের খেদ মোসাহেব সকলে  
দেলারামকে বৃদ্ধার ও পুনর্বার গুরতজানের সহিত দেলা-  
রামের মিলন ও গীত পুস্তক সমাপ্ত ১১৩/১৪৪

হের খেদ ও রাজকুমারকে বাজ লইয়া দিবার তাহাদের  
উত্তরে আবির্ভাব হইবার কথা। ২২।২৫

নুরঘাঁহা নারীবেশ ভাগ করিয়া ছুই হাজার পাঁচশও  
দায়ীকে সঙ্গে লইয়া পুরন্দরের বেশে মন্দির তল্লাসে কান্দিরে  
পৌছিয়া। সন্ধ্যাকরের খাটের বসিবাতে তখাকার রমণীগণ  
নুরঘাঁহাকে দেখিয়া পাগল হইবার কথা। ২৫।৩২

ছইদ আহাঙ্গদ শুনিয়া নুরঘাঁহাকে নিজালয় আনিবার  
অন্য নুরমহাঙ্গদকে পাঠায় নুরঘাঁহা মন্দিকে চিনিয়া প্রকাশ  
না করিয়া রাজবাড়ি আসিয়া তিনজনে অধিক ভাব করিয়া  
রাজযোগে শয়ন করিবাতে উহাদের দ্বারে একঝারি তাহার  
উপর এক নারিকল ইত্যাদি রাগিয়া নুরঘাঁহা গোপনে  
নিকেতনে গমন করে। ৩২।৩৫

রাজপুঞ্জের চেতন পাইবাতে নুরঘাঁহাকে দেখিতে না  
পাইয়া মন্দিকে তাহার বিবরণ জিজ্ঞাসিবার মন্দির কাননের  
কথা শিতি হইবাতে প্রকাশ করে রাজপুঞ্জ শুনিয়া তাহার  
প্রেমে পাগল হইয়া মন্দিকে সঙ্গে লৈয়া নুরঘাঁহার তল্লাসে  
গমন করে। ৩৫।৩৭

রাজপুঞ্জ ও মন্দির ফেরদৌছ নগরে নুরঘাঁহার সহরে  
পৌছিয়া এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিবাতে সকল কথা জ্ঞাত  
হয় আর ঐ সহরে ঝারিমালিনীর বাসে বাসা করিয়া পত্র  
লেখে তাহার মায় গান। ৩৭।৩৮

নুরঘাঁহা পত্র পাইয়া তাহার উত্তর লেখায় রাজকুমারের  
মিলন হয় কোকিল ডাকিবাতে নুরঘাঁহার নিকট হইতে  
বিদায় হইয়া মন্দিকে সংবাদ দেয় ও নুরঘাঁহা খেদান্বিত  
হইয়া গান গায়। ৪০।৪২

এক মিশি রাজকুমার পিড়িত হৈয়া না আনিবার নুরঘাঁহা  
মান করিবাতে রাজকুমারের খেদের মান ভক্তদের হড়া ও  
মান ও নুরঘাঁহা তাহাতে মান ডাকিয়া বন্ধুর করে ধরে  
উঠাইয়া আনিরহুক হড়া গান। ৪২।৪৮

## সূচী পত্র ।

আলাতালার হাক্কদ ভজন ও নবজির নাচ বন্দনা ১১৩

কাশ্মির মুল্লুকের মহাক্কদ সাহা রাজার সম্মান না থাকায়

খেদ ও মন্তির সহিত পরামর্শ করিয়া আরাধনা ৩৩

সাধনের দ্বারায় রাজরাণী ও মন্তিনারী অস্ত্রাপত্তি হইয়া

রাজার ও মন্তির ঘরে ছইজনীর সম্মান হইবায় সভা বর্ণ-

নার কথা অলি ও কোমলিনীর গান মায় বাইনাচ ও

কালোওতি গান পর্য্যন্ত ও সকলের বিদায় ৩১১

নৃপতি কুন্তারের নাম ছইদ আহাক্কদ ও মন্তির নন্দনের

নাম নুর মহাক্কদ রাখিয়া দাঁটিকে সম্মান করিয়া

পঞ্চমাহার অন্নপ্রাননের কথা ও গান ১১১৩

ছাদেশ বৎসর বয়স্কম হইবায় বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কাননে

শিকার করিতে যাইবায় ব্যাঘ্র সম্মুখে পড়িবাতে

ও তাহাকে বধ করিয়া মৃগাদি মারিবার কথা ১৩১৪

মন্তির নন্দনের কহতমত রাজার কুগার বাজ লইয়া শিকারে

যাইবাতে একটা বকের প্রতি ছাড়িবাতে বাজ তাহাকে

না ধরিয়া উড়ে যাইবায় আপন বন্ধুর প্রতি রাগান্বিত

হইবার কথা ১৪১৩

মন্তিরনন্দন খেদ করিয়া বাজের সন্মানে যাইয়া বনমধ্যে

বাজকে দেখিবাতে বাজের সহিত কথোপকথন হইয়া রাজ

যোগে শয়ন করিবাতে পরীগণ বনমধ্যে মন্তিকে দেখিয়া

আপনাদের রথে উঠাইয়া নুরঘাঁহা নামে সাহাজাদির নিকট

লইয়া রাখে এবং উক্ত সাহাজাদির কুঁজা স্বামিকে বনে

আনিবার কথা ১৩১২০

নুরঘাঁহা নুরমহাক্কদকে দেখিয়া উভয়ের কথোপকথনে

ছড়া মায় গান ২০১২২

নিশিতে নুরঘাঁহার সহিত উক্ত মন্তির প্রেম আলাপন

হইবাতে পরীগণ পুনরায় কাননে মন্তিকে রাখিয়া কুঁজাকে

নুরঘাঁহার নিকটে রাখিয়া যাইবার কথা ও তাহাদের বির-

# কছিপত্র

পৃষ্ঠা	পঙ্ক্তি	অক্ষর	শব্দ
৫	৫	যেহে	কেহে
১৩	৪	নিশী	মিশী
১০	১৫	রতন	বতন
১১	২	কিয়ায়ে	কিয়ায়ে
১১	১১	জলকে	জোলকে
১৫	১২	চেরেট পালকী	চেরেট লালকি
২১	১১	রাখি	রাখিতোনে
২২	২৩	বনে	বন
২৩	২৬	ভুংখ কহে	কহে
২৭	৫	যেন গ্রাণ	হেন গ্রাণ
২৮	১১	শুন মাগে	শুন ওগে
২৯	২০	আহর রাজন	আছে নরপতি
৩১	৩	পরানমা	পরাম
৩১	৭	বজ্রন	বজ্র
৩২	৬	করিয়া	করিয়া
৩৩	৬	বুঝিয়া	বুঝিয়া
৩৪	২৫	ধেনি	ধনি
৩৫	৫	ভুইজনে	ভুইজন
৩৬	৬	মজে করি	মজে করে
৩৭	৭	আহরে	আহর
৩৮	১৩	পায়েজর	পায়েব
৭৯	২৫	ভুজপান	ভুজপান টেকল
১০০	১০	দায়ের	দায়ের
১০৫	৪	পেউরি	ভেউরি
১০৭	৭	বাজে	নহোবত বাজে
১১৫	১০	বধুকর	মধুকর

কদম্বের রাজা জিনি, তাঁহারে সোধনে চিনি, ককিল হইল  
কত জনে । শুন তবে সমাচার, আমি কুখপুত্র তাঁর, আর  
মুই আতা আছে যারা । তাঁহার মোলুবি করে, ভক্তভাব  
ভেদাগিরে, প্রভুভাবে তারি হৈল তাঁরা ॥ উদয় ভাবের ভাব,  
পুথি করি ভাবভাত, ভাবির ভাবের জনো করে । দেহ মেল  
নয় জানে, হৈল পুথি গুরতজানে, দেখ বুকে আপন  
কঙ্করে ॥ তিন বন্ধু একসত্তরে, আদম আর পরগম্বরে, নিজে  
একু মৈরাকার যিনি । কক শিলি বায়ুগত, তিনজনে ধরে  
দীত, একটা মূর্তি দেহ হৈল শুনি ॥ তিন তিনে নম্র হৈল,  
গোপন গোপনে রৈল, ভাবি লোক করক গোপন । নয় তিন্ন  
নয় আর, নয় মধ্যে মৈরাকার, নয়ছাড়া নয় সে বিধান ॥  
যে পড়িলে তাব ভাবে, তার ভাব লাভ হবে, ভব ভাবে কুল-  
লাক যেনো । ভবভাবে মত্ত হলে, প্রভুভাব যাবে চলে, তেঁকা  
হবে রাহিবে সে জনো ॥

মৌরীশে কক্ষ বীর করিলো গোহামি । মিনিসূতে গোঁথে  
ঢাকা দিব তার আমি ॥ রক্ত কঙ্কন বেলা যহি নাগে-  
গত । রজনীর গন্ধপুষ্প মালা মনোহর ॥ দানে দাতাকর্ণ কণা  
মণীর সবদা । দারিজের প্রতি দয়া তাঁহার মর্কদা ॥ দর-  
গমে তাঁর পুণ্য দেখা জতি বাদ । দরবারে বাকুদিলে না  
রহে বিবাদ ॥ আদ হৈতে ভাগ্যবান দেখে হে বুঝিয়া । আমি  
কি করিব যশ কলমে লিখিয়া ॥ লিপিত তাহার পীত তারে  
জলি বলি । মৌলামদো তত্ত্বজানী কদম্ব কোমলি ॥

পদ্মারের চারিধার, প্রকাশিত নাম যার, বাহ্যে পুরে  
হার মন । দানে দাতাকর্ণ মত, জগময় প্রকাশিত, কেনা  
মৌরীশে নাম তাঁর ॥ সুন্দর বিদ্যার পুথি কুখপুত্র অমু-  
জ্ঞানী জ্ঞানক সেমন রচেছিলো । ভব আতা কদম্বের, তার-  
লাক পুথি কদম্ব, সেইমত ছিদিকি রচিলো ॥

পয়ার : ধর্মাবতারি রাজাধীরাজ মৃগতি । নামেতে সাহ-  
 তাবচর্য বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥ প্রতাপে দ্বিতীয় ইন্দ্র রাজার  
 প্রধান । রূপে গুণে মৃগবর রবির প্রমাণ ॥ অমল কৌরব যিনি  
 দেবী কুদিকির । দানে দাতাকর্ম মত দয়াব শরীর ॥ প্রজার  
 পালন করে পুত্রের সমান । অকাঙরে করে দান সবুজ  
 প্রমাণ ॥ অমলকুল ন্যায় ছিল এই বর্জমান । তাঁহার রূপার  
 নীরে হৈল পুষ্পকান ॥ আকিঞ্চিৎ পুরাত্তে হৈল নাহি কোন-  
 জন । অদ্যচর্য হৈল কতো দারিদ্ৰ্য দ্রাক্ষণ ॥ অধীন কাজাল  
 যত এই দেশে ছিল । তাঁহার রূপার নীরে ভাগ্যবান হৈল ॥  
 ছিদিকি তাঁহার যশ গাইছে কেমনে । সুখ্যাতি বিখ্যাত যার  
 প্রকাশ ভুজনে ॥ বাজালা হিন্দুস্থান আর কারেখান । কাকল  
 কাকার আর ইরাণ তুরাণ ॥ মেহের আরব আর মুল্লুক  
 চিনের । খোকন ও লখন হৈতে পর্যন্ত রমের ॥ এই সব  
 মুল্লুকের উজীর আরকান । বাজালায় আশা মাত্র পাইয়া  
 সন্ধান ॥ নজর ওজরার এসে হুজুরে রাজার । খেলাত লইয়া  
 যার দেশে আপনায় ॥ দেশীয় নওন আর হিন্দুস্থানি যত ।  
 দ্বারেতে পড়িয়া তাঁর প্রহরীর মত ॥ অতি কুজ প্রজা চরে  
 কি যশ গাইবো । ছোটোমুখে বড় কথা কেমনে বলিবো ॥  
 কেবল উদয় হয় ননেতে আশার । বাবৎ বাঁচিব যশ গাইব  
 রাজার ॥

এই কাদের পরিচর । অর্থাৎ নাইরির পরিচর ।

রাজধানী বর্জমান, তদন্থে বাসস্থান, বাড়ি সর্বমঙ্গলাতে  
 যারো । ছিদিকি পদ্ধতি ধরে, খোন্দকারি পোলা করে, পোলাম  
 করিব খোন্দকারো ॥ দেশ খ্যাতি নাম যার কি লিখিব গুণ  
 তাঁর কেবা নাহি জানে চেনে তাঁরে । এলোমে আলোম তিনি,  
 কাকিরের চুড়ামণি, প্রকাশিত বাজালা ভিতরে ॥ শুধু জানী  
 পায় খারা, দিবানিশি আনি জারা, সেবা করে তাঁহার চরণে ।

ভক্ত হয়ে ভক্তি কর করিরা ভ্রমণ ॥ ত্রিপদী পয়ার আর আছে  
নানামতে । বিকিট বিভাব আর তৈরবী সহিতে ॥ পাঁচালি  
আহর আর বেহাগ রাগিনী । ধাওয়াজ বাওয়াজ লুম অশুর  
কাহিনী ॥ সোংগের আছর গান বুগিয়া এহার । প্রত্যোকত্তা  
প্রত্যোমাত্র অবস্থ লাকার ॥ যত আছে যত যত যতনে  
দেখিলে । যৌতুক হইতে পারে শমনেতে দিলে ॥ ব্রজবুলি  
আছে আর কালাওতি গান । নিধু আছে মধুপোরা দিল্লী  
সকল ॥ রেখুয়া আহর আর তোরাই গজল । থেমটা আছে  
আতথেমটা কয়ালি সকল ॥ নিনা আছে মেলা হলো মানের  
সকলে । যানের ভঞ্জন গান ছড়ার উপরে ॥ সোংগ রঙ্গ  
আছে কতো কৌতুক কুশল । অজ্ঞান পাইবে জ্ঞান দেখিলে  
সকল ॥ বসিক রনিকা আর বুদ্ধি বিদ্যামান । পুস্তক দেখিলে  
মোর পাইবে সজ্ঞান ॥ চলিত ভাষায় পুণি হৈল সমাপন ।  
চাঁচল রস পাকা তার মধুর বচন ॥ গুরুতজ্ঞানের পুণি পরে  
বিরচিত । প্রমাণিক বুরিবারে উচিত উচিত ॥ যে দেখি এই  
পুণি ঐহিকের ভাবে । কোমলের মধু ত্যাগী কেতুকীতে  
গাবে ॥ রচন বচন মোর জীবন দ্বারায় । মার্জনা করিবে দোষ  
রূপার রূপায় ॥ পাঠক লোকের কাছে কাড়ুরিত অতি ।  
ছদ্মকি যাচিকা করে করিয়া মিনতি ॥

বর্জমানের শ্রীবুত মহারাজধীরাজ রাজা মহতাবচ্ছ  
বাহাদুরের বর্ণনা ।

গান মধ্যমান । ঠেকা আড়া ।

সুপদুপতির চাঁদমহারাজ । নামেতে মহতাবচ্ছ  
সুখাতি বিরাজ ॥ অগৎকর্তা অগৎপতি, তাঁরে করে  
নরপতি, সেই আত্মা কলেবরে, করিছে বিরাজ ।  
এই যে দেখ বর্জমান, সেই চাঁদে দীপ্তমান, তাহারি  
প্রতাপে খেল রাজ্যের অরাজ ॥



## ভাবলাভের শেষের গান ।

ওরে মোর মন জমর। কমলের কি মধু খাবি, কমলের  
 কি মধু খাবি, যদি কমলিনী মান, করে না দেয়  
 মধুদান, শেষে হয়ে অপমান, অলিনাম কি কুবাবি ।  
 তাই তোরে আমি বলি, কমলেতে হওয়া বলী, বলি  
 হয়ে অলি হলে তবে মধু দেখতে পাবি ॥ আপন  
 দেহে করে। বিরাজ, ছেড়ে দিয়ে লোকলাজ, বানালে  
 যোগীর সাক্ষ্যতবে মন অলি হবি । অলি হলে আপনি,  
 কত কমল কমলিনী, এনে বলবে গুণমণি, আররে  
 অলি মধু লিবি ॥

কে আছে আর মন বলোনা । সুখে চুখে দেখি তোকে  
 না দেখি আর তোমা বিনা ॥ পাপ হৈতে হয় দুক্তি, যে জন  
 করে তোমার ভক্তি, রূপা করে দেহ শক্তি, ঐ তত্ত্বভক্তি  
 তাপনা । চিত্র ধরে এসংসারে, তুলি কেন আপনারে, দিবা  
 নিশি খুজো যারে, যদি কমলে তার দেখনা ॥

ভয় কি আছেরে মন ভেবনা ভেবনা । ভব ভাব  
 মিথ্যাতাব এভাবে তুলিওনা । যে ভাবেতে পাবে  
 ভাব, সে ভাবের ভাব ভাব, হলে পরে এ ভাব লাভ,  
 ভবভাব আর রবেনা ॥

## ভাবলাভ শুরতজ্ঞানের ঘোষণাপত্র ।

ভাবলাভ নামে পুথি হয়েছে মুতন । অতাব ভাবের ভাব  
 তাহে বিরচন ॥ আরের দ্বীপে ভাবি ভব পারাবারে । ভবযুক্ত  
 ভূত হয়ে ভববৈক্য করে ॥ এতাব এমন ভাব ভাবের ভবন ।

করি তারা শশী, শশীস্থানে রবি আসি, হয় বরাবরি ।  
যদি করি মনে দম্প, তবে হয় ভূমিকম্প, পাতাল  
আকাশ লম্প, ভাঙিতে সে পারি ॥ দম্পতে করিয়ে  
দর্প, যদি আমি করি গপ্য, রবি শশী অতি অপ্য  
খেমতায় খরি ॥

পর্যায় । এইমত শত গান গাইতে লাগিল । গলে গলে  
মিলে দৌড়ে আনন্দে রহিল ॥ ভুবেগেল নিরানন্দ আনন্দ-  
নাগরে । বহিলো উভয় মিলে আদরে আদরে ॥ জগরে  
আল্লার নাম আনন্দিত মনে । মিত্তার পাইবে তবে বিচার  
বের দিনে ॥

ইতি ভাবলাভ শ্রবতজ্ঞান ছই পুস্তক সমাপ্তঃ ।



গুরতজ্ঞানের গান । হিন্দি বাকাল মিসাব ।

তাল রেখুতা ।

হরহরে নাম ছই, এখন কোথা যাওহে বঁধু । আশ-  
হো বৈঠো জারা, যাবে কেনো শুছ শুছ ॥ ওহলে কি  
রাত হের, আজ তাহে শশী দৌণমানো । কের কত  
মোঁ মারো ক্লাভু, মাতাইবো দিয়া মধু ॥

এই গান বলে ধনী আনন্দে মাতিয়ে । বধুর গলায় ধরে  
কৌতুক করিয়ে ॥ ভাঙ্গিল কোঁদল দৌহে হইল মিলন ।  
মদন মহান পেয়ে দিল দরশন ॥ বিরহের বাগ যায় নিছ  
নিকেতনে । মিলের আইল হৃগ চিত্তেরি দুবনে ॥ তুবেক  
আইল সুখ সুখনরোবরে । দহের পালায় বাজ আপন ম-  
ন্দিরে ॥ অহকারে গুরতজ্ঞান নিছ বিবরণ । বধুরে শুনার  
গানে বুঝহে এখন ॥

গুরতজ্ঞানের গান । আড়ধেম্টা ।

আমি বসিক নাগরি নাগরি । রসিক আমারে বলে  
রসমুজরি ॥ রসিকনাগর হলে, তারা কি চায় আতি  
কুলে, আমারে নাহি ভুলে, হার মরি মরি ॥ আমার  
কমতা যতো, কি করিব একাশিতো, অরসিকে র-  
সিক মতো, করিতে পারি । রসিক নাগর যারা, প্রেম  
অনলে পুড়ে তারা, নয়নে বহার ধারা, চিত্তে কি  
নারি ॥ কমল ফুটে মধু জানে, সাদি কি তার আলি  
বলে, আশি হরে যে জন এসে, আশিতো তারি ॥  
যে না জানে প্রেমরীত, তারে প্রেম শিখাই কত,  
করি যে আপন গতো, দয়া মোর ভাবি ॥ কে জানে  
আমার বেলা, কতো জানি ঠাট্টে ছলা, প্রভাতে দুপর  
বেলা ছলায় সে করি ॥ দিবসে করিয়ে নিশি উদয়

তে করিয়ে মান, করেছিলে অপমান, এখন আমার  
কথা মান, মানে মনো মজাইয়ো ॥ হুড়া ।

করেছিলে কপের মান, গুণের মান, ধনের মান, হাত  
বদনের মান, মধু বচনের মান, নিরীক্ষণের মান, চাঁটের মান,  
ছলার মান, কোড়াকের মান, আগদের মান ॥

মগন সকল মান মানিনী তোর কোথা গেলো ।  
অবশেষে এইতো দশা দাসের দানী হৈতে হলো ।  
ওমানিনী ওমানিনী তোমার কথা আর মানিনি ॥  
তোমার ঐ মানকে মানিনীলো, ওয়ালে মান, গৌ-  
ওলে মান, ছাটতলার মান, সারকুড়ের মান, জান  
করো, মানের যত উখাড়িব, মানের পাতা মোহা-  
ইব, কাটাইব কোটাইব, খণ্ড খণ্ড করাইব, প্রেম-  
তাপে শুকাইব, ইচ্ছার ঢেঁকিতে নেনে, ওঁড়ি বুটে  
লিব তোলে, কাপড়ছান করে তাত্রে, আনব আমি  
তোমার ঘরে, হৃদয়বাখে প্রেমকোটবা, তাতে আছে  
মধুপোনা, ঐ কোটিরায় কেনাইব, তোমার হস্তে সম-  
র্পিব, তোমারে করিয়ে রোগি মানের মণ্ড খাণ্ডাইব ॥

পয়ার । এই গান দেলারাম বলিয়ে আপন । মানেতে  
মগন হয়ে উঠিল তখন ॥ উঠিয়ে ভুবন হৈতে বাহিরে চলিল ।  
শুভজ্ঞান করে ধরে কহিতে লাগিল ॥ পুরুষের এক মান  
রমণীর মত । ঠাটছা এত নিলা কেন প্রাণনাথ ॥ কিকারণ  
যাও বঁধু আমারে তাজিয়ে । নির্দয় পাবাণ মত কঠিন হ-  
ইয়ে ॥ নিশি উপস্থিত হৈল বল কোথা যাবে । যাবে যদি  
প্রাণনাথ মোরমাথা ধাবে ॥ এই বলে দেলারামে বসাইয়া  
ধনী । আরম্ভ করিল গান মধু অধরিনী ॥

ধনী রাগাধিত মনে। পুনঃ আর নাহি আইসে রাজার  
 ভুবনে ॥ উত্তরে মনের দ্বারে পায় দরশন। মান হেতু নাহি  
 হয় আঁধার মিলন ॥ হৃদয়েব নরনেতে এ উহার দেখে।  
 স্বপনে সঙ্গম হয় নরনের দুখে ॥ কথা বাজা ঠাট ছলা আমদ  
 আনন্দ। হৃদয়ে হৃদয়ে হব না হয় বিনাদ ॥ বিবাদের মধ্যে  
 এই চিত্তের নরনে। কেহ নাহি চাহে যায় কাহার ভবনে ॥  
 শেষে সুরতজ্ঞান ধনী ছাড়িয়ে আসি। বন্ধুরে দেখিতে যায়  
 হইয়া কাঁঠর ॥ বন্ধুর চরণে ধরি কহিতেছে ধনী। দাসীয়ে  
 এখম কেন ভুলিলে আপনি ॥ আমার লাগিয়ে বন্ধু কত দুখে  
 পেলে। সে সকল প্রাণনাথ গেছ নাকি ভুলে ॥ কত সাধনের  
 ধন আমি শুধ প্রাণ। আর নাহি কর কেন আমারে যতন ॥  
 বুকিলাম তোর আমি রসিক নাগর। মনচোরা চোর ভূমি  
 চতুর ভ্রমর ॥ সাধন ভুলিয়ে বন্ধু অসাধক হয়ে। নিশ্চয়  
 আমার আই এখানে ভুলিয়ে ॥ কিসে হলো বল শুধ এত  
 অহঙ্কার। তাহার ভুলিয়ে বন্ধু সাধন আমার ॥ এই কথা  
 দেলারাম করিয়া অধণ। উত্তর করিল তার শুন বিবরণ ॥  
 কহ ধনী কি কারণ সাধন করিব। সাধিলে সুরতজ্ঞান আর  
 কোথা পাব ॥ এখন সাধিব কারে সাধি আপনারে। আপ-  
 নারে সেধে গিয়ে পেরেছি তোমারে ॥ চিনিতেনা পেরে  
 তোর সাধন করেছি। তার জন্যে অদ্যাবধি অপরাধি আছি ॥  
 অচিন হইয়েছি এবে আপনারে চিনে। সংসারেতে নাহি কেহ  
 আর তোমা বিনে ॥ আপে দেলারাম আর আপে সুরত-  
 জ্ঞান। লীলা বেলা প্রেম ভাস্তি বৃক্সে সকান ॥ শুন তবে  
 বলি ধনী করিছে অধণ। আমার মনের গান চিহ্নিদি  
 রচন ॥

গান মায় ছড়া। আভধেমটা।

এখন আমি জই হইয়েছি আরকি তোমার সাধিব  
 বিচ্ছেদ অনলে এবার ইচ্ছাকাক্টে আলাইব ॥ পুসে-

বিচ্ছেদের অনলের ছিল ধন্দকার। নিভালো নয়ন নীরে ধরে বারম্বার ॥ দরশন জল দেখে বিচ্ছেদ অনল। পলায়ন করিলেন হউয়া দুর্বল ॥ মদন সন্ধান পেয়ে বলবান হয়ে। হানিতে লাগিল বাণ বুকেতে বাইরে ॥ লাজের আছিল যুগ ঐবাণ আলায়। চুঃখিত হইলে মনে বনেতে পলায় ॥ মদনের দূত ভুত অলাজ আসিয়ে। উলঙ্গ করিল দৌহে পাগল করিয়ে ॥ প্রথমেতে করে ধরি করয়ে মিলন। তার পরে বদনেতে করিল চুম্বন ॥ ছিল ছুই কলি তার বুকের উপরে। সোণার কণস প্রায় মধুর সাগরে। লোভের আইল অলি প্রেমমদ খেয়ে। মেসার নিঃশ্বাস ছাড়ি চলিয়ে চলিয়ে ॥ ছুই কলি ছুই করে ধরিয়ে আপন। দেলারাম নিজ মধু করয় গ্রহণ ॥ মাতিয়া নেকর মদে পাগলের প্রায়। অধরে অধর ধরি চুসে চুসে খায় ॥ লাজের কপাট ছিল পিরিতের দ্বারে। মদনের কাটি লয়ে খুলিল জাহারে ॥ একি রীতি রিপরীতি উপস্থিত হৈল। উভয়ে প্রেমের মদে চলিতে লাগিল ॥ কণেক বিলম্ব পরে নিতম্ব দোলায়। ধীরে ধীরে স্থির হয়ে নেক মধু খায় ॥ এই রীতে দেলারাম করিয়া বিহার। মির্কাম লইয়া দৌহে করেন আহার ॥ চুঃখ নিবারণ হৈল আমদ আইল। এমন প্রত্যহ সুখ করিতে লাগিল ॥ উভয়ে মিলন হৈল সন্তিল আনন্দে। বিরচিত সমছদ্দিন পয়ার প্রবন্দে ॥

পয়ার। দেলারাম বর্ষাবধি গুরতজানে লয়ে। আমদ করে আনন্দে মাতিয়ে ॥ সুতন সুতন রসে প্রত্যহ রজনী। নিশিরে দিবস করে লইয়ে কামিনী ॥ পরে তার শুন সবে অন্য সমাচার। উভয়ে হইল কিছু বিবাদ লকার ॥ ছন্দুর বিরাল আসি উপনীত হৈলো। মিলের আছিল ভোতা দেখে পলাইল ॥ দিনের আধন দিল একি দিন হার। আনন্দেতে নিরানন্দ হইল উদয় ॥ গুরতজান ছন্দ করে বৎসরের পরে। বিরস বদনে ধরি কাষারের মরে ॥ সেই স্থানে থাকে

নাহি ভুলি'যারে, সে কেম ভুলেনো মোরে, এ ছুঃখ  
কহিব কারে, কুবে ছুঃখ উপজিস । আমি ধার করি  
আশা, আশার করে সে নৈরাশা, অবশেষে এইকি  
মথ্য, প্রাণ মোর যটাইল ॥ কৃপাকর ও কৃন্দরী,  
বিচ্ছেদ খালা সৈতে নারি, প্রেম জননে গুড়ে মরি,  
মলে কি তোর হবে ভাল ॥

পরার । হেতাকার শুন আব শুরতজান বনী । হরমাগ  
ভুঃখহয়েছিল গুণমণি ॥ মেসাদ হইল পূর্ণ তাহার যখন ।  
ইন্দ্রেঃ আলরে যেয়ে দিল দরশন ॥ দেখিয়ে শুরতজানে  
ইন্দ্রেঃর ভূপতি । আদর করিল আর করিল ভক্তি ॥ কহিতে  
লাগিল তারে মধুর বচনে : দিলাম তোমারে শাস্তি তব রীতি  
গুণে ॥ মানিব ইন্দ্রেঃে পতি শুনেছি তোমার । না পাবে  
খাফিতে আর সভার আদার ॥ আশাব সভার ছিলে নৃত্যকী  
কামিনী । মানবের নিকটেতে যাও যাহুগণি ॥ এখানেতে  
কদাচিত্ত আব না রাখিব । ফিরে যদি আইন হেতা যমালয়  
দিব ॥ এই বলে মুরপতি খেদাঘিঃ মনে । শুরতজানে  
কেলে দেয় এতখ ভুবনে ॥ ইন্দ্রেঃ হৈতে ভূমণ্ডলে পতিল যখন ।  
না ছিল নগণে বেলা ভুলিল রূপন ॥ শুরতজান আন পায়  
জীবন যৌবন । যেমন আহিল পূর্বে হইল তেমন ॥ দিবা  
নিশি রবি শশী পাটাল আকাশ । যাহার আচ্ছাতে হৈল  
এসব প্রকাশ ॥ তাহার বর্ণিমা বনী করিয়ে তিস্তর । ধীরে  
ধীরে চলে ফিরে বখা ছিল বর ॥ দেলারাম আছে হোতা  
নিক নিকতমে ॥ শুরতজানের খাণে মলিন বসনে ॥ ছেন  
কালে রসবতী শুরতজান বনী । রসরাজ নিকটেতে গেল বাছ  
মণি ॥ বহুর পল্লার ধরে কান্দে উত্তরার । আদি বিবরণ বত  
সকল আদার ॥ উত্তরে খসিয়ে কান্দে মিলে গলে গলে ।  
দেলারাম এই বলে ত্রিরা কোথা ছিলো ॥ ছুতান নিঃশ্বাস  
বত হাফিতে নাথিল । ভূমণ্ডল হৈতে শব্দ বর্ণণে উঠিল ॥

ভুবিতেছি বিচ্ছেদের সাগরে পড়ে, মিনতি করি  
পারে ধরি করছে নিস্তার ॥

স্বপ্ননেতে এই গান করিয়ে অবগ। উত্তর করিল বনী  
হিদি কি রচন ॥

গান বাজালা খেনটা ।

ওরে ঘোর প্রাণনাথ তুমি কেন ভাব মনে । নিকটে  
তব আমি থাকি দেখে রাত্র দিনে ॥ যখন থাক হাস্য  
মুখে, অতি সুখী হই দেখে, তুলে ঘাই নিজ হৃৎখে,  
তব রূপ দরশনে ॥ লীলা খেলা করি বহু, কেমনে  
জানিবি তত, যে হবে আপন গত, তারে জানাইব  
চিনে ॥ সুখ দুঃখ মুক্তি করে, কত লীলা করি জারে,  
বলব না যারে তারে, এক থাকে জেনে শুনে ॥ আপ-  
নারে আপনি জানি, আপন কথা আপনি মানি  
আপনারে আপনি চিনি, চিন্তে পারে কে অচিনে ॥  
চিন্তে চার যে আমারে, অচিন হলে চিন্তে পীরে,  
দিবা নিশি চিন্তা করে, অচিন হয়ে চেননা কেনে ॥

পরায় । শুরতজান এই গান বলিয়ে স্বপ্ননে । প্রাণনাথ  
লুকাইল দেহের ভুবনে ॥ নিজায় আকুল ছিল দেহারায়  
ওরে । ভাকিয়ে নিজায় ঘোর উত্তিল বসিয়ে ॥ চেতনেতে  
শুরতজানে দেখিতে না পায় । হার একি হলো বলে মারিল  
মাথায় ॥ শিরে করাঘাত হানি গান আরভিল । কবিকর  
সমহদিন হিদি কি রচিল ॥

দেলারায়ের গান । বাজনা তাল জখ ।

কি হলো কি হলো নখী হৃদয়নে প্রাণ মেল ।  
পাখানে গুণিয়ে মন কুলেতে কলঙ্ক হল ॥ আমি



ঝারিমে তেরা, বাঁচিনারে বাঁচিনারে ॥ সামছে  
 হবহে তলক, বিচ্ছেদেতে কেঁদে মরি । হবহেকো  
 মানকিয়া, আমি কি তা নৈতে পারি ॥ ছোড়দে  
 এহকো ভাল, কহিতেছি বারে বারে । চেহরএ গোল  
 কাম তেরি, দর্পণেতে দেখে প্রাণ ॥ ভজিছে মস্ত ভূপা  
 বুজে মরি ঘরে ঘরে, হিন্দিকি মস্ত হোকর, থাববি  
 যদি কিছু দিন । হমের কর দেলকি জার, পাবি  
 তারে পাবি তারে ॥

ছুইমান গত হৈল বিচ্ছেদ সাগরে । এক নিশি শ্রমে আছে  
 পালঙ্ক উপরে ॥ নিদ্রা খরা মাত্র দেখে এমন স্বপন । শরত-  
 জান প্রিয়া তার দিল দরশন ॥ মধুর বচনে বনী দেলারামে  
 বলে । কেননে আহহে নাথ মোরে ভূমি ভুলে ॥ আমি আছি  
 দায়ে পড়ে ইন্দের ভুবনে । আর অন্য চারি দাস রহিব  
 এখানে ॥ পতন হয়েছে দেহ মূতন হইব । তবে বেয়ে সঙ্গে  
 তোর সাক্ষাৎ করিব ॥ আরকি দিব হে প্রাণ নিজ পরিচয় ।  
 পুন দরশন হলে কব মহাশয় ॥ দেলারাম কপণেতে উত্তরে  
 জানায় । কি কহিলে প্রাণ আমি ভুলেছি কোমরে ॥ তোমারে  
 নাহিক ভুলি দিবস রজনী । তোমার সন্তান কথা আমার  
 কাহিনী ॥ দুঃখিত মনের মোর যত আছে গান । মন দিয়ে  
 শুন প্রিয়ে পাইবে সন্ধান ॥

দেলারামের বিরহের গান । রেখতা ।

মদন বাণে প্রাণ হানে কাঁচা হলো তার । প্রেম  
 অনলে পুড়ে মরি বিচ্ছেদে তোমার ॥ শশী তব রূপ  
 হেরি লুকাইতে চার । তপন নিরীক্ষণ করি করে নম-  
 স্কার ॥ চিকুর চাঁচর তব কিণ্ণ জানে, দেখিলে  
 তোরার তেছে ভুলক প্রকার ॥ হান কেন নরন বাণ  
 কোণেহে বুকে, ঐ জানে পুড়ে পুড়ে হরেছি আকার ।

হাসিলে কি পাবে তারে বল মহাশয় ॥ আসিবে তোমার  
প্রিয়া আইয় বাঁচিয়া । আমরা দেখিছু সব কেতাব খুলিয়া ॥  
দ্বিজর মন ধন উতলা না কর । নিশ্চয় করিছু প্রিয়া আসিবে  
তামার ॥ যত বুকাইতে চায় তত বাড়ে আর । অনন্তে  
হানি দিলে উঠে ধন্দকার ॥ দ্বিগুন আশ্রম বাড়ে ভৎসনা  
হিলে । বিচ্ছেদ অনলে পড়ে দিবা নিশি অলে ॥ রুক্ক  
করা তারা কত বুকাইল । ছিদ্দিকি রচিয়া গান উত্তর  
করিল ॥

দেলাবামের বিরহের গান । বিখিটে ।

কি আলা বিচ্ছেদ আলা যে অলে সে অলে অলে ।  
অনলে পবনে অলে তটে অলে অলে অলে ॥ দিন-  
মানে রবি অলে, নিশিযোগে শশী অলে, বদনে  
মনন অলে, জীবনে গোবন অলে ॥ নিতালে দ্বিগুন  
অলে, সমুদ্রে ডুবিলে অলে, মাটি চাপা দিলে অলে,  
বিনা কার্কে তৈলে অলে ॥

লঘুত্রিপদী । পরে আর শুন, রাজার মঙ্গল, অস্থির  
হইল মনে । আহা বিহার, সকল তাহার, গত হইল মনে  
দিনে ॥ বিচ্ছেদের হৃদয়ে, নিতাই নাহি চক্ষে ধারা দিয়ে মীর-  
করে । বদন রতন, হইল মলিন, প্রেমের প্রতাপ অরে ॥ পাগ  
লের মত, হইল প্রকৃত, কণে হালে কণে কাঁদে । কণে মুখে  
বলে, প্রিয়া কোথা গেলে, কণে দেখে চোখে চাঁদে ॥ সুসাজ  
সজ্জায়, কখন লজ্জায়, কখন উলঙ্গ হয় । কখন আসনে, কখন  
শয়নে, কখন দৌড়িতে চায় ॥ উদাসী হইয়া, গালে হাত  
দিয়া, কখন ভাবেন মনে ॥ ছিদ্দিকি ভাসায়, সকলে জানায়,  
মধুর মধুর গানে ॥

গান । ছিন্দি ও বাফালা মিশাল । তাল রেখতা ।  
এশহেত মগার মেরা, দেখা দেখে দেখাওবেরে ॥ এশে

কণা ধরে । অহির হইয়া প্রাণ, নিরে ঘরাঘাত হানে, কমল  
নয়নে নীর করে ॥ কি বসিলে কর্ণকার, প্রাণে বাঁচ হবে  
তার, না যেমিলে সে কিছুকরনে । আমি কলেবর মত, শ্বেত  
মোর প্রাণনাথ, চিত্র নাহি থাকে প্রাণবিনে ॥ এতাহ সজ্জার  
পরে, আইসে ধনী মোর ঘরে, আমদ প্রসন্ন করে কত । অদ্য  
যদি নাহি এনে, তবে আমি অবশেষে, রাখিব না এপ্রাণ  
নিশ্চিত ॥ গেল দিবা এই ধ্যানে, রবি যার নিকেতনে, শশী  
আসি দিল দরশন । এহর বাজিল প্রাণ, তবু নাহি দেখা  
পায়, নাহি আইলো সে কিছুকরনে ॥ আশার নৈরাশ হলো,  
আশ্বাসে বিশ্বাস গেলো, দীর্ঘ দীর্ঘ ছাড়িয়ে নিশ্বাস । রজনী  
বিকলে যার, প্রাণে বাঁচ হলো দার, ইকি মোর টেঁহল সর্ব-  
নাশ ॥ হার হার হার কলে, মাথে শিলমারে তুলে, দেলারাম  
হলো উচাটন । বিবাদ সাধিল বাদ, প্রাণে বাঁচা বিনম্বাদ,  
কোথা গেল মোর প্রাণধন ॥ হার হার গুরতজান, তোমা  
বিনে যার জান, কোথা ঘেরে লুকাইলে বল । খেদাঘিত  
হরে মনে, আরম্ভ করিল থানে, জীবুত সমহুদি বিরলিল ॥

দেলারামের বিরহের গান । রেখতা ।

রসবতী গুলো মতী কেন বহন দেখাইলো । দেখা-  
ইলে যদি মোরে কিরে কেন লুকাইলে ॥ বিচ্ছেদ  
হিল যদি মনে, তবে দেখা মিলি কেনে, বুকে দেব  
বনে বনে, বিদ্যে প্রেমে মতাইলো ॥

পরায় । শশী মিলি লুকাইল উদর তপন । উঠিলেন দেলা-  
রাম বিরল বহন ॥ নয়ন কমল ভালে নয়নের নীরে । বদনে  
রতন মত কারা দিরে করে ॥ হৃদাস নিশ্বাস ছাড়ি পাগলের  
প্রাণ । কেঁদে রক্ত গলে গলে দিতে যার ॥ নৃপতি পুঞ্জের  
সর্ব অবগত হরে । স্বরার ঘরেতে যার আসন ত্যজিয়ে ॥  
পুঞ্জের জ্ঞানদেহি কান্ডিতে লাপিল । ভাল ভাল মোসা-  
বেব রূপে ভাব দিবা ॥ রক্তক হইয়া যার দেলারামের কর ।

মানায় মর্শ্ব করিয়া চাকুবি ॥ মহীপাল শুন্ম তবে করি নিবে-  
দন । শুরতজ্ঞানের আমি হয়েছি এখন ॥ মানবে বিবাহ করে  
চকুর রমণী । প্রত্যয় তথায় যায় নৃত্যকী কামিনী ॥ তার সঙ্গে  
প্রতিমিশ্রি করিয়ে বিহার । নাচিবায়ে আইসে খনী সভায়  
তোমার ॥ দৌছে মিলে গলে গলে প্রত্যহ রক্ষণী । রস নিলা  
ঠাট হসা করে বিরহিণী ॥ এই কথা শুনে নৃপ রাগান্বিত  
মনে । শুরতজ্ঞানে শাপ দেয় নির্ভুর বচনে ॥ আমার সভার  
তুমি নৃত্যকী কামিনী । মানবে বিবাহ কৈলে আমি নাই  
জানি ॥ বিবাহ করিলে তুমি যিনে অনুমতি । তাহার উচিত  
কল পাইবে যুবতী ॥ বিবাহ করিতে যদি জিজ্ঞাসে আমার ।  
ইন্দ্রেয় আলয় আমি দিগাম তোমার ॥ যে কর্ম করেই তুমি  
লুকায় গোপনে । কাটিয়ে পুড়াই তোর ইচ্ছা হয় মনে ॥  
ভালবাসি তোর আমি প্রাণের সমান । তেঞী সে হইল  
রক্ষা দিলাম সন্ধান ॥ হইত অধিক দণ্ড কিস্তিত করিব । হয়-  
মাত্র জনো তোর যনাগর দিব ॥ এই বলে নরপতি শাপেন  
রাগীয়ে । শুরতজ্ঞান ভঙ্ঘ হয়ে গেলেন উড়িয়ে ॥ নিদান  
নাহিক মেলে বিনিম্যান হলো । কি জানি কি হয়ে খনী কোথা  
উড়ে গেল ॥ বিরচিত সমুদ্রদিন পয়ার প্রবন্ধে । পুন শুন্ম  
অন্যকথা ত্রিপদীর ছন্দে ॥

কর্মকার শুরতজ্ঞানকে দেখিতে না পাইয়া আপন

আমতাকে সৎবাদ দেন; দেলারাম পানিল

হইবার কথা ॥

দীর্ঘত্রিপদী । লুকাইল শনী নিশি, উপন তাপিত আশি,  
প্রকাশিল বদন রতন । শুরতজ্ঞান ভঙ্ঘ হয়ে, উড়ে গেল যনা-  
গরে, হেতাকার শুন নিবরণ ॥ কর্মকার উঠে ঘরে, শুরত-  
জ্ঞানে ভঙ্ঘ করে, বুঝে বুঝে দেখিতে না পায় । হতান নিম্নাস  
হাড়ি, ভূমে দিয়ৈ গড়াগড়ি, দেলারামে সৎবাদ জানায় ॥  
দেলারাম কথা শুনে, ভাবিয়ে আকুল মনে, পাগলের মত

করিয়ে আদর । ফুরালে তাহার মধু, আর নাহি থাকে বঁধু, ইকি রীত গুণনিধি গুণের নাগর ॥

পয়ার । এই গান বলে ধনী হরিষ অন্তরে । বন্ধুর চরণ ধরে ডকতি আদরে ॥ কেমাকর রসরাজ রসিক নাগর । যত দোষ করিয়াহি সকলি আমার ॥ দেলারাম শুনে কথা উত্তর করিল । কোতুকে কুসুম বাণ হানিতে লাগিল ॥

গান । রাগিণী সিন্ধু । তাল খেমটা ।

কি দিব তোমার দোষ ওহে নাগরি । অলস্তু অনল প্রেমে পুড়িয়ে নারি ॥ কলঙ্ক কপালে ছিল, তাইতো নিধি ঘটাইল, নহিলে বিচ্ছেদ কেন হৈতো সুন্দরী । মজে বিপরীত কাজে, এখন দেখ মনে বুকে, তুমি মোর প্রাণধন আমি তোমারি ॥

পয়ার । এমত উত্তরে গান বলিয়ে ছুজনে । মিলন হইল দৌহে আতিল মদনে ॥ লোক লজ্জা দূরে গেল রজ উপনীত । ঠাট্টা ছল রস নিলা হৈল প্রকাশিত ॥ প্রেম মদে মেতে দৌহে হইল পাগোল । সহচরী ছিল যত পলায় সকেল ॥ পিরিতের প্রদীপেতে রসপুরা বাতি । মদনের তৈল লয়ে আলায় যুবতী ॥ আঁধার আছিল মন পিরিতের গুণে । উজ্জ্বল করিল তার দিপ দীপ্তমানে ॥ এইমত হৈল তথা বাতার বিহার । মিথিলে সকল কথা পুথি বাড়ে আর ॥ রহিল শ্রুতিত কথা এস্থান পর্যন্ত । পুন আর শুন সবে শ্রুতন তদন্ত ॥ গুরতজান উঠে ধনী আহ্লাদিত মনে । বিহারের পরে আইল আপন ভুবনে ॥ স্নান করিয়ে ধনী হরিষ অন্তরে । ইচ্ছের আলয় গেল নৃত্য করিবারে ॥ পিরিতের আলাপনে দেরি হুসৈছিল । হেতু তার তথাকার নৃপ জিজ্ঞাসিল ॥ না করে উত্তর তার গুরতজান ধনী । কাঁপিতে লাগিল জ্ঞানে কুলের কান্দিনী ॥ ইতি মধ্যে আমি এক বিজ্ঞাধরী পরী । নৃপরে

গান । রাগিণী কানড় । তাল আড়াশ্রমটী ।

অথ কথা শুনি, আরা বুদ্ধি হত হৈলো ধনী । যেমন  
পেয়ে নেসা পানি হৈল ধনী পাণলিনী ॥ হারকি  
বিপরীত খেলা, করিলেন রাজবালা, আমারে ঘটল  
আলা, ইকি ছলা, কহিতেছে আদরিয়ে আদরিণী ।  
শেষে প্রেমে ভাব মজে, ছেড়ে দিয়ে লোক লাজে,  
মজে বিপরীত কাজে, ভাল সাজে, তাজিয়ে গরব  
আপন গরবিণী ॥

গম্ভীর ! হৃদয়ের কথা যত বুঝিলাম আমি । রসরাজ সজ্জে  
মোর গিয়েছিলে তুমি ॥ সত্যকরে বলে। বন্ধু কি প্রকারে  
গেলে । ইন্দ্রের আলয় হস্তে চড়ে কিসে এলে ॥ দেলারাম  
শ্রুনে কথা হরিষ অনুরে । প্রকাশিল বিনয়ণ আপন উত্তরে ॥  
শুনহে নিরুদয় ধনি নধু অবরিণী । আমার দুঃখের বর্ত অপূৰ্ব  
কাহিনী ॥ বিবাহের পরে তুমি না কহ বচন । ইহাতে হইল  
মন বড় উচাটন ॥ এই দুঃখে হয়ে দুঃখি খেদান্বিত মনে ।  
তাজিতে পরাণ যাই দুর্গম গহনে ॥ খঞ্জর লইয়া হস্তে দিলান  
গলায় । খেজর সহায় হরে বাঁচার আশায় ॥ ইন্দ্রের সভার  
তুমি নৃত্যঙ্গী কামিনী । বিদ্যাধরী তুমি পরী তারমুখে শুনি ॥  
ইন্দ্রের ভুবনে যাই তাহার রূপায় । নৌবাহার দেখিলাস  
দেখিলু ভোমায় ॥ শ্বেত হস্তি উপরেতে হয়ে আরোহণ ।  
ভোমার সজ্জেতে আর্শি করে নিকেতন ॥ বিবরণ বিস্তারিত  
রমণী শুনিল । পতির নিকটে সতী লজ্জিত হইল ॥ ঘোমটা  
খুলিয়া ধনী কৈবদ হাঁসিয়ে । বন্ধুরে শুনায়ে গান আদর  
করিয়ে ॥

গান । জানিহে জানিহে আমি তোমারে নাগর ॥  
মনচোরা চোর তুমি চতুর ভ্রমর ॥ যেখানে সেখানে  
যেয়ে, কমল দেখিতে পেয়ে, নধু খাও অলি হয়ে-

স্বপনে তাহার পরে, কি দেখিলে বল মোরে, সত্য কট  
 বলো রসময় ॥ এবে কথা কবো আমি, বলহে সন্ধান তুমি  
 তারপরে গেলে কোথা কোথা । মিলিলে সন্দেশে তার, বি  
 রহ দেখিলে আর, বল দেখি শুনি সৰ্ব্ব কথা ॥ মিনতি প্রণয়  
 করি, চরণে তোমার ধরি, ঠাট্টা ছলা করোনা ক মোরে  
 চাতুরি যদিহে কবে, তবে মোর মাথা থাকে, রসরাজ কি কব  
 তোমারে ॥ দেলারাম শুনে কয়, স্বপ্ন কথা মিথ্যা হয়, প্রত্যয়  
 না করে বুদ্ধি মান । ভাঙ্গিরা ভাঙ্গেতে থাকে, চেতনে স্বপন  
 দেখে, সেইমত আমার সন্ধান ॥ উত্তর শুনিয়া ধনী, কহি-  
 তেছে গুণমা ॥ পুন ঠাট্টা ছলা করো কেন । বনিক নাগর তুমি,  
 নিতান্ত বুঝেছি আমি, বিশেষিলে বল বিবরণ ॥ এবেশে  
 নাহিক রবো, নহিলে গরল খাবো, যেহে দিব আপনার  
 প্রাণ । নৃপতিনন্দন ধনে, হরষিত হয়ে মনে, মনে মনে হইল  
 কহিন ॥ দেলারাম শুনে কথা, করিলেন ঠাট্টা মাথা, কহিতে  
 লাগিল তারপরে । বিশেষিয়া বিবরণ, কহিলে এখন শুন,  
 পরস্থানে গেলেম আদবে ॥ নৌদাহার নাহে কন্যা, কপে  
 গুণে মহীধন্য, অতিশয় সুন্দর শোভিত । এক স্থানে দৌহে  
 বসি, প্রকাশিল রবি শশী, তাপিত তনয়া তরু ভার । কপের  
 কিরণে ঘেরে, হরে লীল অঙ্গকারে, পরস্থান হৈল আলো-  
 নয় ॥ একত্রে মিলিয়ে শেনে, আশ্বিনে ভোজনে বৈসে,  
 নানামত মিষ্টান্ন আনিরে । ঘুংধার পীড়ার দাম, আমি অগী  
 হৈলু তার, আনোদেতে খাইলু বসিরে ॥ গজপৃষ্ঠে আরহিয়ে,  
 ইন্দের আলয়ে যেরে, কতশত দেখি বিদ্যাধরী । অহা ইকি  
 দেখি আর, সত্যতে থাকেন যার, যত পরী হয়ে নৃত্যকারী ॥  
 মাতিয়ে আমোদ রঙ্গে, নানামত রাগ সঙ্গে, নাচে গায় সকলে  
 আনন্দে । স্বপনের কথা যতো, ছিদ্দিকি রছিল ততো, শুন  
 যদি ত্রিপদীর হইল ॥

পর্যায় । গোপনেতে দেলারাম করে নিরীক্ষণ । এইমত  
শত শত আরতিল গান ॥ পরেতে উদয় হৈল তপন গগনে ।  
সভা তেছে গেল নৃপ আপন ভুবনে ॥ সেই খেতবর্ণ হাতি  
আইল তখন । গুরতজান নৌবাহার হৈল আরোহণ ॥ নিজ  
নিজ জম্মস্থানে উপনীত হলো । দেলারাম গোপনেতে সঙ্গে  
এসেছিল ॥ বিরচিত সমুদ্রদিন পর্যায় প্রবন্ধে । পরে শুন  
অন্যকথা ত্রিগদীর হৃদয়ে ॥

দীর্ঘত্রিপদী । রবি নিজ নিকেতনে, চমিল আনন্দ মনে,  
নিশি আদি দশী দেখা দিল । গোপনেতে দেলারাম, সঙ্গে  
এসে নিজধাম, টুপি মাথে হাতে নাবাইল ॥ পালঙ্কে আপন  
ঘোরে, সন্ধ্যাবাদে বৈল শুর, হরনিত হয়ে নিজ গনে । ঠাট  
হলা করিবাদে, মিছা নিদ্রা যায় ঘোরে, দীর্ঘদীর্ঘ নিশ্বাস  
পাবনে ॥ গুরতজান দেখে নিশি, রাজার আগারে আসি,  
উপনীত হইলেন ধনী । পূর্বের চরিত্র পরি, বলিলেন ক্রোধ  
করি, মৌনভাবে কুলের কাহিনী ॥ মহতরী তারপরে, কুমা-  
রের পায়ে ধরে, উঠাইতে লাগিল আদরে । আহা ইকি হলো  
বলে, দেলারাম মাথা ভুলে, ক্রোধভরে স্তম্ভার দাসীরে ॥  
হিলাম নিদ্রার ঘোরে, কেন উঠাইলি মোরে, স্বপন দেখিতে  
হিনু আমি । আহা আহা মরি মরি, সুন্দরী এক বিদ্যাধরী,  
নারী হলো মোর আমি স্বাগি ॥ সেই পত্নী বিদ্যাধরী,  
গোলাবে স্মিতান করি, বসন ভূষণ পরে কতো । পরে এক  
মহতরী, এনেদিল খালপুরি, খাল জব্বা তাহুল প্রভুতো ॥  
আমি তার সঙ্গে বসে, খাদ্য জব্বা খাই শেষে, অর্জাজর্জি  
বক্টন করিয়া । পাণ ছিল জলখিলি, তিনখিলি লৈলু ভুলি,  
অর্ধেক তাহার ভাগ দিয়া ॥ এমন স্বপন দেখি, কেনো উঠা-  
ইলি মরি, দাগাদিলি কেবল আনারে । গুরতজান বিদ্যা-  
ধরী, বিশেষ শ্রবণ করি, করাস্তা নিজমাথে মাঝে ॥ কাতর  
বিস্তর হসে, কুমারের ধরে পারে, গড়াগড়ি ধনী দিনে কয়



নৃত্যকারী, সেখানে সকলে নাকি করয়ে নাচন ॥  
 খেজর স্বহায়ে যার, ভাবনা কি জিতে তার, অভাবের  
 ভাব তিনি ভাবেরি বাহন ॥ স্বহায়ে থাক গুরু মোর,  
 চরণ সেবা করি তোর, ভক্ত হয়ে ভক্তি করি তোমার  
 যেমন ॥ দেখে দেখে ভুলোনা ক, পাপিপ্রতি দয়া  
 রেখে, স্বর্গবাসী করে মোরে না জানি সাধন ॥

পয়ার । ভগীরে আপন লয়ে নৌবাহার ধনী । ইশ্বের  
 ভুবনে আইল দুই বিরহী ॥ তথাকার নৃপতিরে প্রণাম  
 করিয়ে । নাচিতে লাগিল দৌড়ে প্রকুল হইয়ে ॥ গোপনেতে  
 দেলারাম সঙ্গে এসেছিল । ইশ্বের সভায় নাচ দেখিতে  
 লাগিল ॥ হায় হায় ইকিনাচ নাচে শুরতজান । বদনে ক্রন্দ  
 হাঁসি ঠারিয়ে নয়ান ॥ চরণেতে ছিল পড়ে গুজরি যগুলো ।  
 তারপর তালি দিয়ে নাচয় সুন্দরো ॥ ঘুরে ঘুরে কিরে কিরে  
 নাচয় সুন্দরী ॥ আহা আহা বেশ বলে যত বিদ্যাপরী ॥ ইশ্বের  
 নৃপতি নাচ দেখিয়ে মহিত । আহাহের আহাহের মুখে বল  
 কত ॥ যেমন ইশ্বের সভা নৃপতি তেমন । নৃত্যকী সুন্দর  
 তাহে সুন্দর নাচন ॥ বিদ্যাপরী যত পরী সভায় আছিল ।  
 মহিত হইয়া তারা নাচিতে লাগিল ॥ তারপরে শত শত  
 নৃত্যকী কামিনী । ললে ললে আইল মিলে মধু অধরিণী ॥  
 নামানত নাচে গার ইশ্বের ভুবনে । সে নাচ দেখিতে আইল  
 তপন গগনে ॥

গান হিন্দি । রাগিণী কিকিট । তাল ছপলি ।

গোকুল মাঝে পিয়া হামারি আওতহো । শুবজমুখি  
 শুরতজান আরে আরে নাচতহো ॥ বাজমে মোরারি  
 বাজেরে বাঁধরি, আরে আরে মোরি, মদন তাহে  
 পাওতহো । যুমতো যুমতো নাচতহো । কসত কসত  
 তান লাগানে, আরে আরে মোরারি  
 বাজতহো ॥

মিনী ॥ দেলারাম উত্তরিল গোপনে যতনে । নিরীক্ষণ করে  
 দৌহে প্রকুল বদনে ॥ যেখানে বসিল দৌহে করিয়ে মিলন ।  
 সেইখানে বসিলেন রাজার নন্দন ॥ নৌবাহার বিদ্যাধরী  
 দাসীরে ডাকিয়া । মিষ্টান্ন চাহিল ধনী গ্রহণ লাগিয়া ॥  
 আচ্ছামাত্র দানী ঘেয়ে মগ্না মনোহর । গণ্ডা গণ্ডা ছেনাবড়া  
 জাব রসকরা ॥ রসভবা পানতণ্ডা জেলাবিসিহিত । বাদামেব  
 তক্তি আর গোলা নানামত ॥ এই মত শত শত মিষ্টান্ন জা-  
 নিয়ে । সহচরী সঙ্গে আইল খালা দাড়াইয়ে ॥ ভুই ভাগ  
 এক থালে বসিল ভোজনে । দেলাম বৈলে ভাগি হইল গো-  
 পনে ॥ উভয়ে মিলিয়ে যত করয় গ্রহণ । তাহার চৌগুণ পার  
 রাজার নন্দন ॥ নৌবাহার বলে ঠিক বিপরীত হলো । শিকি  
 ভাগ খাই নোরা আত কোথা গেল ॥ একভাগ খাই নোরা  
 চারিভাগ নাই । একি দেশি বিপরীত ধটানে গোসাঞি ॥  
 দার পরে সহচরি ষোল খিলি পান । যতনে আনিয়ে দিল  
 পুরে বিলাদান ॥ তার মধ্যে বারো খিলি উঠাইয়া পান ॥  
 রাজার কুমার করে করিলেন পান ॥ নৌবাহার ষোল পান  
 মধ্যে চারি পান । বারো খিলি আর পান দেখিতে না পান ॥  
 স্তরতজান দেখে ধনী তাবেন প্রমাদ । আমার সঙ্গেতে কেবা  
 সাধিল বিবাদ ॥ উপরোক্ত বিবরণ ভগ্নিয়ে আপন । বিস্তা-  
 রিয়ে জানাইল করিয়ে যতন ॥ ভুইজনে ভাবে মনে একি  
 দেশি দীড়ি । বিবাদ সাধিল কেবা কে হইল নাতি ॥ চোর  
 ধরিবার কত মনেতে বিচারে । মনচোরা চোবে কেহ ধরিতে  
 না পারে ॥ ভুজনেতে করে বেশ আপন আপন । গজ  
 আরোহণে যায় ইন্দ্রের ভবন ॥ গোপনেতে দেলারাম চলিল  
 আনন্দে । বিরচিত সমছদ্দিন পন্নার এবন্ধে ॥

পান । রাগিণী বিভাষ ।

বাবণো এবারে আমি ইন্দ্রের ভবন । দেখিব তাহার  
 সভা নৃপতি কেমন ॥ বিদ্যাধরী যত পারি, তুমিরাহ

নিবাস ॥ বসন্ত ভ্রমণ পরিহইল হৈয়ার । বসিলেন খাদ্যভ্রমণ  
 করিতে আহার ॥ হরনাভু হরখাজা হর পান লয়ে । সহচর  
 এনে দিল খালা সাজাইয়ে ॥ রাজার নন্দনধন রসিকনাগর ।  
 খালের নিকটে বসি করয়ে আদর ॥ বিপরীত বিবরণ করছে  
 জ্ঞান ২ একপাতে পতি নারী করয় গ্রহণ ॥ কেহ নাহি দেখে  
 তার সে দেখে সভায় । হেনে হেনে কাছে বসে খাদ্যভ্রমণ খায় ॥  
 তিন লাভু তিন খাজা সুরতজান যায় । অন্য তিন তিন হয়  
 দেখিতে না পার ॥ প্রথমে দেখিল ধনি হরখাজা পান । তার  
 মধ্যে তিন পান তিন নাহি পান ॥ কিনাবে দেখিল ধনী হয়  
 তিন নয় । কেবা নয় উঠাইয়ে কে করিল নয় ॥ একি দেখি  
 বিপরীত হলো অসম্ভব । অন্যেরে কেমনে বনি না হয় সম্ভব ॥  
 একা জামি খাই বসে সঙ্গে নাই কেহ । তবে বুঝি গেলে গেল  
 সপনের রাজ ॥ জাগ্রিত একি রীতি হলো উপস্থিত । না  
 পাই সকল তার হিতে বিপরীত ॥ এমন জুখিত হয়ে ভাবেন  
 সুবতী । ইতিমধ্যে আইল এক শ্বেতবর্ণ হাতী ॥ দেখিতে  
 সুন্দর অতি দিবা কলেবর । আমারি আছিল এক পৃষ্ঠের  
 উপর ॥ বনাতের এক বুল অমূল্য রতন । পৃষ্ঠেতে তাহার  
 ছিল শোভিত সোচন ॥ সেই হস্তী কড় পেতে ভূমে বসে  
 গেল । সুরতজান উঠে ধনী আরোহণ হৈল ॥ দেলরাম গো  
 পনেতে হয়ে আরোহণ । পতি নারী মিলে যায় ইন্দ্রের  
 ভবন ॥ উঠিয়া দাঁড়ায় হস্তী লয়ে সুরতজানে । বিনয়ে উড়িয়ে  
 যায় পবনবাহনে ॥ কিঞ্চিৎ বিনয়ে পরে গেল পরস্তানে ।  
 সুরতজানের ভগ্নি আছিল সেইখানে ॥ নৌবাহার নামে এক  
 ছিল বিদ্যাধরী ২ সেই পতি ভয়ী তার পরম সুন্দরী ॥ অপ-  
 কপ দেখি একি স্তনহে কাহিনী । আহ্নিক সে পরিমারী  
 সুন্দর বদনী ॥ সুরতজানের সত তাহার বদন । সমান  
 ভাগেতে বিধি করিল গঠন ॥ একত্রে থাকিলে দৌহে চিন্তে  
 পার । তার । কে বটে সুরতজান কেবা নৌবাহার ॥ সেইখানে  
 সুরতজান উঠিল ধনী । ভগ্নি নিকটে বৈরাগ্য কুণের কো-

কা-কহিবে ঝায়ে মোর মাথা । বল বল বল ধমি শুনি এক  
কথা ॥ গুরতজান জান মায় বাঁচিনাক আগে । তুর্কি কর গালি  
দেহ নিষ্ঠুর বচনে ॥ এই মত শত শত মিনতি করিল । রমণী  
শুনিয়ে অতি লজ্জিত হইল ॥ উদ্যত হইল ধনৌ করিতে উত্ত-  
র । ইতিমধ্যে আলি নিশি বাঁজিল প্রহর ॥ উপরোক্ত রীতি  
মত জ্বায় উঠিল । মাওকা ভিতরে বেয়ে চড়িয়ে বাসিল ॥  
লজ্জিত হইয়া ধনৌ পতির বচনে । উপনীত হৈল আগি  
আপন ভবনে ॥ খেজরের টুপি মাথে দেলারাম দিল । আ-  
পন নাবীর রূপ দেখিতে চলিল ॥ আহ্লাদে আনোদে অতি  
চলিল আনন্দে । বিরচিত সমছদ্দিন পয়ার প্রবন্ধে ॥

গান । বাঁজালা ।

খেজরের টুপি লয়ে দেলারাম মাথে দিয়ে ।  
চলিলেন গুরতজানে দেখিবারে লুকাইয়ে ॥  
পিরিতের এই কি রীতি, থাকে নাক কুল জাতি  
অপমান হয়ে খুঁজে দেখ দেখ পতি হয়ে ।  
রমণীর ঠাট্টা ছল, সৈতে পায় বড় জালা, এত  
সব নিলে খেলা বুঝে দেখ বিচারিয়ে ॥

পয়ার । রাজার নন্দনধন রসিক বাগর । নাগরীর ঘরে  
বাস করিয়ে আদর ॥ হেথা সে গুরতজান চেজিয়া বসন ।  
উদ্যত হইয়া আছে খুলিয়ে বদন ॥ আহিল তাহার রূপ তপ-  
নের প্রায় । অন্ধকার নিশি যার রূপেতে লুকায় ॥ দেবকের  
মত স্থলে আগারে আপন । হেমকালে উপনীত রাজার  
নন্দন ॥ দেখিয়ে মায়ির রূপ হারাইল জ্ঞান । তেঁকাবত তৈল  
চেতর চিত্তের নিশ্চয় ॥ আহা একিরূপ বলে গড়াগড়ি যায় ।  
প্রদীপালিকটে যেন পতঙ্গ লাকায় ॥ চারিদিকে ঘুরে ঘুরে  
করত অঙ্গর ইচ্ছা মত দেলারাম করে মিরীকণ । পয়ার পয়ে  
তন করে উঠে গুরতজান রোগোজাবের সুন্দে । খেদে করিল

করে, টুপি লয়ে দিল পরে, নৃপতি তনয় মাথে দিল । শুনিল  
তাহার নাম, ভক্তিভাবে দেলারাম, অতিশয় মিনতি করিল ॥  
নিজ পরিচয় দিয়ে, খেজর লুকার ঘেরে, দুর্গম গহন বন  
মাঝে । ছিন্দি কি সন্ধানে যায়, খুঁজিয়ে নাহিক পায়, অদ্যা  
বধি মরে খুঁজে খুঁজে ॥

গান ভজন । ভাল রেখা ।

কতো লীলা বেলা জানে বিরাকার প্রভু মোর ।  
সফল ঘটে থাকে বটে চিত্তে পারা ভারে ভার ॥  
আপনি ভূষ্টি করে কমলে কমলে মধু । মাতিয়া আমদ  
মদে ফেরে হৈল বধুকার ॥ ইহকরণ ধরে জেলেখারে  
নাভাইল । দৈনিকপ ধরে আপন আপনি মজলু  
হয় তার ॥

পয়ার । এমতি ভজন বলে রাজার নন্দন । খেজরের  
টুপি লয়ে করিয়ে যতন ॥ আমদ প্রমোদ অতি অহলাদি  
মনে । উপনীত হৈল আসি আপন তবনে ॥ গেল দিন হৈল  
কৌণ রবির কিরণ । পবে শশী লয়ে নিশি দিল দরশন ॥ পূর  
রীতি নীতিমত গুরতজান ধনী । রাজার আগার আইল কু  
লের কাশিনী ॥ বদনে সঁচল দিলে বদন লুকার । হে  
হেসে দেলারাম জিজ্ঞাসে তাহার ॥ গুরতজান কি কারণ  
বদন লুকাও । ধর্ম মত মর্ম তার আমারে জামাও ॥ আমিহ  
তোমার আমি তুমি মম নারী । মাঝে কই সন্তে মোর তো  
মার চাতুরি ॥ আপনার রূপে যদি আপনি মজিলে । তবে  
কেন বরমালা মম গলে দিলে ॥ যদি বস দয়া করে করিয়াছি  
কর । তবেত তোমার আমি হয়েছি বাগর ॥ মনে মনে যদি  
মোরে ভাল না বাসিতে । বরমালা গলে মোর কদাচ না  
দিতে ॥ তুমি ভালবাস বলে আমি ভালবাসি । শূর্য্যোতে দি  
বাহ আশা তেজি হৈলু আমি ॥ মনে মনে ভালবাসি আমি  
তায় আমি । তুই কন কন করে নথু অবরিত ॥ কন্য যদি

ধিকারে ॥ বুদ্ধ এক ইতি মধ্যে স্বরায় আইল বুদ্ধে, পক্ষ  
 বাড়ি বদনে তাহার। গগণের শশীমত, রূপ তার প্রকাশিত,  
 সে রূপেতে হরে অন্ধকার ॥ পরিধান জামা ঘোড়া, চড়িয়ে  
 আরবি ঘোড়া, হাতে আশা কাকিরের বেশে। আকিকের  
 তহবি গলে, কলোবরে শোভা বুনে, দাঁড়াইল এসে হেঁসে  
 হেঁসে ॥ অসি কেড়ে নিল তিনি, কাঁহিতে লাগিল বাণী, কেন  
 বাছা পরাণ তেজিবে। বিস্তারিত বল তার, করি দিব প্রজ্ঞা-  
 কার। যোর স্থানে সকাল পাইবে ॥ রাজার নন্দন শুনে,  
 হরষিত হরে মনে, চরণেতে তাহার ধরিল। বোতন্ত সকল  
 কথা, প্রকাশ করিল তথা, আদি বিবরণ যত ছিল ॥ শ্রবণ  
 করিয়ে মর্শ্য, বুদ্ধ মনে জ্ঞানি মর্শ্য, দেবারামে বলে বিবরণ।  
 শ্রুতজ্ঞান নাম যার, কি জানিবে গুণ তার, ইন্দ্রের নৃত্যকি  
 তিনি শুনি ॥ পরিকুলে জন্ম তার, সাঁপে হৈল কর্মকার, বর্ধ  
 কান্তি কর্মকার নহে। সাঁপের পাদন জন্য, রামচন্দ্র নিকৈ-  
 রন, জন্ম লাগে মর্শ্য বুঝে রহে ॥ ইন্দ্রের সভায় যায়, প্রতি  
 মিলি নাচে গায়, অদ্যাপিত এই রীতি আছে। তেঞি সে  
 তোমার সঙ্গে, নাহিক আলাপে রঞ্জে, আলাপে প্রকাশ হয়  
 ॥ মানবের সঙ্গে তার, হয় যদি ব্যবহার, ইন্দ্রের সু-  
 পতি যদি শুনে। তাহার ইন্দ্রশ্রে যেতে, দিবেনাক কোনমতে,  
 কাঁহলাম তোমারে সন্ধান। যদি হবে তার অলি, উপায় তা-  
 দার বলি, টুপী এক দিবহে এখন ॥ মন্তকে তাহার দেহ,  
 ছোরে না দেখিবে কেহ, তুমি সে দেখিবে জগজ্জন। টুপী  
 মাথে দিয়া তারে, দেখগা নয়ন ভরে, সঙ্গে সঙ্গে করিয়া  
 ভ্রমণ ॥ ইন্দ্রের সভায় যাবে, নাচন দেখিতে পাবে, স্থির কর  
 আপনার মন ॥ নৃপতি কুমার শুনে, হরষিত হয়ে মনে, হুই  
 হাতে চরণ ধরিল। প্রণাম করিয়া কয়, বল বল মহাশয়, আ-  
 পনি কেহই ছোরে বল ॥ বুদ্ধ শুনি হেন কথা, উত্তর করিল  
 তথা, যেজর আমার মাম শুন। বিপাকে পড়িয়ে দেখা, বিধি  
 বামে করে দেখা, আসি রক্ষা করি সেইজন ॥ নিজ পরিচয়

স্বাধারে দিলাম প্রাণ দান। এমন তাহার মন, নাহি  
দেখি কদাচন, কৈল মৌরে উচাটন, গেল গেল গেল  
প্রাণ ॥

পরার। এমতি খেদের গান বসে বসে গায়। তপন  
কিরণ লয়ে বদন লুকায় ॥ শশী নিশি আরোহণে গগণে আ-  
ইল। গুরতজান দেখে ধনী সাজিতে লাগিল ॥ শুসাক করিয়া  
ধনী মাওলা উপরে। আরোহণ হয়ে আইল রাজার আ-  
গারে ॥ বদনে আঁচল দিবে পূর্বমত ধনী। মৌনভাবে বাস-  
লেন কুলের কামিনী ॥ বচন নাহিক মুখে না করে উত্তর।  
রাজার কুমার খন ভাবেতে কাতর ॥ পরেতে হইল আসি  
এহন একা নিশি। উঠিলেন গুরতজান হইয়া উদাসী ॥ পুন-  
র্যার পূর্বমত আপন মন্দিরে। মৌনভাবে গেল ধনী পিতার  
আগারে ॥ উপরোক্ত রীতি মত প্রভাহ যামিনী। আসাযাতা  
বসে ধনী কুলের কামিনী ॥ বিরচিত সমহুদিন পরার প্র-  
বন্ধে। পুন গান শুন নবে মাতিয়ে আনন্দে ॥

দেলারানের গান। ভাল রেখতা।

গেল প্রাণ বাঁচেনা প্রাণ কিসে বাঁচি বলগো তোরা।  
পাষাণে সঁপে মনো হলেন আমি বুদ্ধি হারা। রমণী  
গরবিনী ঠাট ছলা কত জানে ॥ সহেনা সহেনা প্রাণে  
নয়নেতে বহে ধারা। পিরিতের এহি কি রীতি কুল  
গেল মান গেল। তবু তার মন পেলেম রা ভেবে তনু  
হুল ধারা ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী। নৃপতি নন্দন ধনে, খেদান্নিত হয়ে মনে,  
অলি নয়ে চলিলেন বনে। নিজ প্রাণ বধিবারে, চলিলেন  
জোপ করে, ধারা বহে কলন নয়নে ॥ কেত নাহি শুনে  
কানে, গিতা মাতা নাহি জানে, প্রবেশিল বনের মাঝারে।  
মিহিরে স্বপ্ন করি, নিদ্রাকরে অশী মরি, মনে ধের মনের

২ খেদের গান। খাড়া। তাল একতাল।  
এই কি আমার কপালে ছিল। বিবাহ হইল যদি  
কথা না হল ॥ ওহে মধু অধরিণী, কথা কহ গরবিশী,  
তোমার গরবে মোর গৌরব গেল। আঁচল দিয়া  
চাঁদবদনে, আমায় দেখে চাঁক কেনে, তব রূপে মনো-  
মজে পাগল হল।

পয়ার। মৌনভাবে থাকে ধনী না করে উত্তর। ইতি  
মধ্যে নিশি আসি বাতিল প্রহর ॥ স্বরায় উঠিয়া ধনী পানিকর  
উপরে। আরোহণ হয়ে গেল আপন মন্দিরে ॥ নৃপতিবুঝার  
অতি খেদাঘ্নিত মনে। শত শত গায় গান বিরস বদনে ॥

রাজকুমারের গান। তাল ধেম্‌টা।

পাইব তাহার মন আমি কেমনে। শুনিলাম প্রাণ  
যার দেখে বদনে ॥ দেখাইয়ে চাঁদবদনে, মুচকি হেসে  
ঘোমটা টানে, সজেনা আমার প্রাণে, প্রাণে বাঁচিলে।  
জানে নামামত খেলা, করে কত ঠাটি হলো, এক হলো  
তালো জালা, মরি জলনে ॥

পয়ার। খেদেতে খেদিত হয়ে নৃপতিনন্দনে। প্রভাত  
করিল নিশি খেদাঘ্নিত মনে ॥ দিবসে বিরলে বসে করে হায়  
হায়। আশা একি দশা বিধি ঘটালে আমার ॥ বুদ্ধি বিদ্যা  
দূরে গেলো গেল কুলমান। এতদিনে বিধি মোরে কৈল  
অপমান ॥

রাজপুত্রের গান। ভৈরবি। তাল মধ্যমান।

এবার গেল কুলমান। হলেন অপমান ॥ প্রেমজননে  
দহে তনু হানিছে মনন বাণ। পাড়িয়া প্রেমেরি ক্ষেত্রে  
দিবা নিশি খুজি যারে, সে কেন না দেখে মোরে,



ভানুলের ঘোলে শোভা হইল অধর । হিম্মলবরণ প্রায় যথুর  
 নাগর ॥ আছিল কোমল মত বুকে ভুই কলি । হইল পাগল  
 ধার নিরক্ষিয়ে অলি ॥ কাঁচলি সুন্দর এক গোটার তৈয়ারি।  
 আঁটিয়ে বান্ধিরে বুকে দিল সহচরী ॥ মপরা কলিজার পবন  
 সুন্দর । ঢাকিলে কি ঢাকা যায় কাঁচলিভিতর ॥ অক্ষে পরে  
 জঙ্ঘিয়া ক্রোড়ি পরম সুন্দর । চারিপাশে গোটা আঁটা  
 হুজুর কালর ॥ এই মত কত শত বসন ভূষণ । পরাইল সহ-  
 চরী করিয়া যতন ॥ উটের হোঁদার পরে গুরতজান ধনি ।  
 আরোহণ হৈল আসি কুলেব কার্শিনী ॥ বাজিতে লাগিল  
 বাজা হইল তৈয়ার । চলিল গুরতজান রাজার আগার ॥  
 লক্ষর সহিত সবে হরষিত মনে । উপনীত হৈল আলি রাজার  
 ভবনে ॥ করে ধরে বরমালা ধনী উঠাইল । নৃপতিনন্দন  
 গলে পরাইয়া দিল ॥ বিবাহ হইল সাজ আনন্দে মাতিল ।  
 উভয়ে বাসর ঘরে যাইয়া বসিল ॥ দেলারাম ঠাট হল। করেন  
 বিস্তর । লাঞ্জেতে গুরতজান না করে উত্তর ॥ আঁচল মস্তকে  
 দিয়া লুকায় বদন । মুখে নাহি কথা কয় রহিত বচন ॥ নৃপতি  
 কুমার ছলা করিরে বিস্তর । আরম্ভ করিল গান খেদের উ-  
 পর ॥ বিরচিত সমুদ্দিন পরার প্রবন্ধে । শুন শুন গান ধনী  
 মাতিবে আনন্দে ॥

দেলারামের গান । জংলা ! পোস্তা ।

রূপ দেখে তোর কুসুমকানন লাঞ্জেতে মলো । বদন  
 নিরীক্ষণ আশে কমল ফুটিলো ॥  
 পুষ্পকলি বুচকি হেসে, দেখতে যখন চাইলো তোরে  
 মলয়ার পবন তার টোঁটমলে দিলো । নয়ন ঝঞ্জন  
 দেখি ঝঞ্জন ঝঞ্জনী পাখি প্রফুল্ল হইয়া তারা নৃত্যকী  
 হলো ॥ মুগ্ধ তব নয়ন দেখে মনেতে লাজুক হয়ে  
 দেলতাপী হয়ে তারা বনেতে গেলো ॥

গেল ॥ বাজনা শুনিয়া যত নৃত্যকী কামিনী । নেচে নেচে যায়  
কত মধু অধরিনী ॥ হেথাকার শুন আর কামারের ঘরে ।  
দানীর। শুরভজানে লইয়া সেজারে ॥ উপটন লাগায়ে গায়  
মলা যত ছিল । মলন মলন কোনো উঠাইয়া দিল ॥ কুস্তপুরে  
গোলানোর জল আনাইয়া । স্নান করায় পরে আনন্দে  
হাতিয়া ॥ একেত আছিল রূপ হইল প্রকাশ । তপন বদনে  
হেরে ছাড়িল নিশ্বাস ॥ চিকুর চাচর আর লোটন মাথার ।  
চুটিগাঁথি সহচরী সকলে নাজায় ॥ লোটন মোবাক দিয়া  
নান্দিতে লাগিল । চুটির আগেতে তার হিরা চুনি দিল ॥  
জোহর জড়িল এক মিতিপাটি বয়ে । সহচরী দিল তার মাথে  
নাজাইয়ে ॥ ললাটে তাহার এক পরাইল টিকা । আকাশেব  
জাবা টিকা দেখে হৈল ভেদা ॥ সিন্দূর পরায় তার ললাটি  
নাঝাবে । অলকা তিলকা কত দিল তার পবে ॥ টেঁড়ি বুঝকা  
কর্ণকল কর্ণে তার দিল । মুক্তার কুণ্ডল বালা পবে পরাইল ॥  
বোলক বেনব আব পরে আনাচাদ । শোভা পায় নাসি-  
কায় মোঁহ যায় চাঁদ ॥ কণ্ঠধনে পরাইল গজমতীমালা ।  
তার পরে গবাইল জড়াও ছন্দালা ॥ মতির মোঁহনমালা অ-  
মূল্য রতন । পাঁচনার সাতনারি শোভিত লোচন ॥ জমরদি  
এষাকুত আকিকের ছিল । একে একে ধরে ধরে গলে পরা-  
ইল ॥ ঝুকধুক পরাইল মাণিকের গলে । কলেবরে কুলিয়া  
রতন মত অলে ॥ এমনের আকিকের পাথর কাটিয়া । পরা-  
ইল করে তার চুড়ি বানাইয়া ॥ পায় পায় পাঁজরের পায়ে  
কপাল । গোলমলে ছিল যায় গজমতী লাল ॥ গুজরি যুঁগুর  
পরে শোভিত লোচন । আছিল তাহার গাঁথা রজতকাঞ্চন ॥  
নয়ন কোমল তার খঞ্জনের প্রায় । কঙ্কলি বানাসে পুন দি-  
লেক তাহার ॥ নয়নে নয়নতারা আছিল সে কালো । কালোয়  
কালোর মিলে উজ্জ্বল হইলো ॥ মুক্তার প্রকার দন্তে লাগাইল  
মিসি । রেখায় রেখায় লেগে প্রকাশিল নিশি ॥ উজ্জ্বল হইল  
দন্ত শশির প্রকার । মুচকিরে হাসে যদি হরে অঙ্গকার ॥

১২পয়ার । তার পরে বিবাহের হইল আরোহণ না জিতে  
লাগিল বর রাজার নন্দন ॥ উপটন লাগায় গায় সিনান  
করিল । পরেতে পোয়াগ লয়ে পরিতে লাগিল ॥ যখন  
পোয়াগ পরে হইল তৈয়ার । তাপিত হইল রূপ তপন  
প্রকার ॥ হরে নিল রূপতার অঙ্ককার নিশি । উদয় হইল  
প্রায় পূর্ণিমার শশী ॥ বরবেশে বসিলেন আপন আগারে ।  
রাজারনন্দন ধন হরিষ অন্তরে ॥ এখানেতে নরপতি আক্কা  
দিত মনে । বার দিয়ে বসিলেন বাহির দেওয়ানে ॥ মন্ত্রী  
আদি যতলোক সভায় আছিল । আনিতে শুরতজ্ঞানে অমু-  
মতি দিল ॥ প্রথমে চলিল যত তুরুক ছওয়ার । হয়ে অশ্ব  
আরোহণ খুলি তলয়ার ॥ ভাল ভাল হাওয়া এনে হাতি  
সাজাইয়া । মাজত সকল যায় কাতার বাঁধিয়া ॥ উটের  
উপরে যত বান্ধিয়া আনারি । সারিগান ডকা মেরে যায়  
সারি সারি ॥ পালকি চলিল যত লইয়া কাহার । যটোটোপে  
ঘোঁরা বেড়া কাতার সাঁওকার ॥ রথ গাড়ি গরু টেনে লয়ে  
যায় কত । অশ্বটেনে লয়ে যায় বগী নানামত ॥ কেরাঁড়ি হাঁকি  
য়া যায় যত কোচগাম । প্রফুল্ল মনেতে সবে ঘেরিয়ে ময়দান ॥  
করাস চলিল আর নকিব চলিলে ॥ আশাহাতে চৌবদার  
সারি সারি এলো ॥ নকর চাকর যত পশ্চাৎ আসিয়া ।  
তৈয়ার হইল তারা কোমর বাঁধিয়া ॥ আগে আগে চলি  
যায় যত পদাতিক । লইয়ে সেনান বান অধিক অধিক ॥  
মেফাই শান্তিরি যত বন্দুক লইয়া । সারি সারি চলে যায়  
কাণ্ড করিয়া ॥ নাকারা বাজিল কত আর বাজে  
টোল । নৌবত বাজিল কত আর বাজে রোল ॥ রৌসন চৌ-  
কিতে বাজে শব্দ নানামত । বাঁজ বাজে কনা কনা মন্দিরা  
প্রভৃত ॥ নাদের দের তানিনি বাজায় সারিজি । দিন দিন  
ধিতিলাজ বাজায় সুগজি ॥ বিনা বাজে নাদের দের তানা-  
ননি তম । তবলার বায়ের বোল গুমরে গুম গুম ॥ এই মত  
কত বাদ্য বাজিয়ে চলিল । ভূমণ্ডল হৈতে শব্দ আকাশেতে

পন্ন্যার। এই বলে কর্মকার নিকেতনে গেল। বিবরণ  
বিস্তারিত কন্যারে কহিল ॥ পিতার মুখেতে কন্যা আদর্শ  
ভরিয়া। উত্তর করিল ধনী নিশ্চয় ছাড়িয়া ॥ বিবাহের  
মাননা মনেতে নাহি ছিল। এবে দেখি বিধি মোরে কষ্ট  
কলাইল ॥ বিবাহ না করি যদি ঘটিবে প্রমাদ। পিতার  
শ্রুতিতে রাজ্য সাধিবে বিবাদ ॥ এই কথা মনে করে চতুর  
রমণী। পিতারে জানায় মর্ম মধু অধরিণী ॥ নৃপতির নিক-  
টেতে করে পুন যাত। আমার ভরত হৈতে সংবাদ জানাও ॥  
বল যেরে কন্যা মোর তবে বিয়া করে। দিবা নিশি থাকে  
যদি আমার আগারে ॥ সূর্য অস্ত হলেপরে এখানে আ-  
সিবে। প্রহর বাজিলে পরে যেরে করে যাবে ॥ এইমত প্রতি  
নিশি নন্দিনী আমার। আনিতে পারেন নপ আগারে  
তোমার ॥ কন্যার বচন শুনে হরিষ অস্তরে। কর্মকার চলি-  
লেন রাজার আগারে ॥ উপরোক্ত বিবরণ নূপেরে কহিল।  
নৃপতি শুনিয়া মর্ম পুঞ্জ জানাইল ॥ নৃপতিনন্দন মর্ম করিয়ে  
প্রবণ। আফ্লাদিত হয়ে অতি করে নিবেদন ॥ প্রত্যহ প্রহর  
নিশি থাকিবে এখানে। স্বীকার করিহু আমি দেখিব নরনে ॥  
যেহত কহিবে কন্যা তাহাই করিব। আজ্ঞাকারী হয়ে তার  
সদত রহিব ॥ উভয়ে হইল রাজি বিবাহ মাতিল। পন্ন্যার  
প্রবন্ধে ত্রিসমহান্নি রচিল ॥

গান হিন্দি ব্রজবলি গার বিখ্যাত । ভাল হুমরি ।  
 আনন্দ নন্দন বাজারে মুরারি রাজারি নন্দন সাজে ।  
 মন্দির। টুন্টু রুণু কাঁজরি কমকে খুঁগুর ঘন ঘন সঘন  
 বাজে ॥ ব্রজকি ছথিনি, সামবরণী ছাণ্ডরি গোঁরি রহিয়া  
 নাচত আছে, বেহ বানব, পুরমন তান তানানাটে  
 গাবে, গোকুল মাঝে, ছোড়ন লাঞ্জে ॥ পিয়া পিয়া  
 করবোলে, তি তর বোল বোল পোলমেঁ সৈল ॥  
 কোত্তর উপর, বৈঠকো ভোত্তর, সোর মচাবে দাদর  
 দাদর হারিকি রকমেঁ কিকি কিকি গাজে ॥

দ্বিতীয় চরিত্র তার, স্বজাত আমার কিছু নয় ॥ কেমনেতে  
জানাইব, বিবাহ তাহারে দিব, মোর জাতে মিশাইবে কেন ।  
বিবাহ না দিলে পরে, কুমার না থাকে ঘরে, কি করিব উপায়  
এখন ॥ যা হউক হবে পরে, ডাকি আগে কর্মকারে, বিবরণ  
বিস্তারিত বলি । কি দেয় উত্তর তার, শুনি আগে সমাচার,  
সেইমত আমি খেল খেলি ॥ এই কথা মনে করে, কর্মকারে  
ডাকিবারে, দ্রুতগণে নৃপ পাঠাইল । দুরায় তাহার। যায়,  
কামারে দেখিতে পায়, পাওরামাত্র ধরিয়ে আনিল ॥  
মহারাজ কর্মকারে, ভক্তি আদর করে, বসাইল নিকটে  
আপন । পুঞ্জের খেদের কথা, একাশ করিল তথা, রামচন্দ্র  
শুনিল তখন ॥ কি দিতে উত্তর তার, তেবে নাহি গায় আর,  
হেঁটেমাথা করিয়ে রহিল । ছিদ্দিকি আনন্দ মনে, রসের  
কবিতা ভণে, কর্মকারে স্মর্য জানাইল ॥

পরায় । কর্মকার বিবরণ করিয়ে শ্রবণ । যুগল করিয়া  
কর করে নিবেদন ॥ ক্ষুদ্রলোক আতি আমি জ্ঞেতে কর্মকার ।  
বাক্যানির রাখি পুন চরিত্র আচার ॥ গুরতজান নামে মোর  
আছে যে নন্দিনী । কপে গুণে ধন্য ধন্য বিদ্যা প্রতাপিনী ॥  
বিস্তারিত বিবরণ শুনহে রাজন । করিয়াছে কন্যা মোর  
বিবাহের পণ ॥ মনের মানুষ যারে দেখিতে পাইবে । জীবন  
যৌবন ধন তারে সমর্পিব ॥ বিবাহ করিবে বুঝে নিজ ইচ্ছা-  
নত । অন্য কথা হবেনাক কহিলু নিশ্চিত ॥

কর্মকারের গান । তাল রেখতা ।

নৃপহে তুমি শুন করি আমি নিবেদন । ঘরেতে যাই  
আগে আমি বলি তারে বিবরণ ॥ এ সকল কথা শুনে,  
তুই যদি হয় মনে, কিরে ফের ঘুরে এনে বলে যাব  
এ সজ্জাম । কথা শুনে যদি ভাবে, কিরে না আমি  
তবে, বিবাহ নাহিক হবে, কদাচন কদাচন ॥

এমনি তার কি রূপ শশী অগত হরে । তবে নারে  
নারে নারে, নাইরে নারে নারে ॥ কি বলিলি বুড়ি  
বনে, বুদ্ধি হত হেলায় শুনে, ধৈর্য্য নাহি ধরে প্রাণে,  
মন আগুনে, কোথা গেলে পাব প্রাণে বলগো  
তারে । সঁপিলাম শুনে মন, না দেখে দিলাম প্রাণ,  
যাবনা আর নিকেতন, তাহা নিম্নে মহিলো মর্কাজ  
মোর মদন করে ॥

দীর্ঘ-জিহ্বা । দেলারাম গান বলে, বনে বনে যায় চলে,  
প্রেমমদে পাগল হইল । প্রেমতে অবন্ত হৈল, মুগেয়ে কুলিয়া  
গেল, নিকেতনে কিরিয়ে চলিল ॥ চূর্ণবের পথ ছোড়ে,  
আবাদি পথ ধরে, আইল যথা ছিল সেনাগণ । তারাতো  
ভাংখিত ছিল, দেখিয়া প্রকুল হৈল, জিজ্ঞাসিল মুগ বিবরণ ॥  
নৃপতি কুমার তার, উত্তর নাহিক দেয়, বচন নাহিক তার  
মুখে । নরমে তাহার বারি, বারানিরে মারি মারি, পড়ে  
কত পিরিতের চুঃখে ॥ এমতি ভাংখিত হলে, সেনাগণে সঙ্গে  
লয়ে, নিকেতনে কিরিয়ে যাইল । চক্ষুতে বহয়ে বারি,  
পিতারে প্রণাম করি, বিবরণ কাহিতে লাগিল ॥ শুনগো  
নৃপতি তুমি, শুনেছি আশ্চর্য্য আমি, রামচাঁদ নামে কর্মকার ।  
এই সহরেতে তার, আছে শুনি স্বরদ্বার, আর আছে যত  
পরিবার ॥ তার এক আছে কন্যা, রূপে গুণে মহী ধন্যা,  
সুরতজ্ঞান বলে ডাকে কায় । দেখিলে তাহার ছবি, কিরণ  
হারায় রবি, শশী দেখে মনে লজ্জা পায় ॥ অমিত সেকপে  
মজে, ছাড়িয়াছে নোকলাজে, নিতান্ত হয়েছি চুঃখী মনে  
আপনি বুদ্ধিয়া দেখ, প্রাণেতে বাঁচিবে নাক, না দেখিলে  
সে বিধুবদনে ॥ বিবাহ করিব আমি, আনাইয়া দেহ তুমি, যে  
প্রকারে পারহে নৃপতি । নহিলে গরল খাব, আপনার প্রাণ  
দিব, শেষেতে করিব এই গতি ॥ পুত্রের বচন শুনে, নৃপতি  
ভাবেন মনে, অসম্ভব একি কথা হয় । যেতে হলো কর্মকার,

তারা যেনে পালাইল ॥ আকাশের তারা দেখে সে নয়ন  
 তারা । ভেকায়ত রৈল চেয়ে বুদ্ধি হৈয়া হারা ॥ নানিকা  
 গড়িয়া ছিল নিজে নৈরাকার । হেমের বাঁশরি মত আকার  
 প্রকার ॥ অধর তাহার প্রায় মধুর সাগর । হিঙ্গুল বরণ যার  
 ওজরে ভ্রমর ॥ বত্রিশ তাহার দন্ত মুক্তার প্রকার । বদন  
 রতন মত কবর বাহার ॥ উজ্জ্বলা তাহার দন্তে আছে যে  
 কিরণ । লজ্জিত হইল দেখে গগণে তপন ॥ পৃথক পৃথক  
 দন্তে মত রেখা ছিল । মিশি পোয়ে নিশি যেনে শরণাগত  
 হৈল ॥ কেননে করিব আসি নবের বর্ণিমা । বত্রিশ আছিল  
 দন্ত বত্রিশ চন্দ্রিমা ॥ অমূল্য রতন বন দন্তপাতি ছিল । তেঁই  
 বিধি তার মুখে দিয়ে লুকাইল ॥ পশ্চিম পূর্বেতে তার ছিল  
 ছুই কান । উদয় রবির স্থান শশীর সন্ধান ॥ পশ্চিম কর্ণেতে  
 শশী উদয় হইয়া । পূর্বদেশে নিশি লরে বাব লুকাইয়া ॥  
 উদয় হইয়া রবি পূর্বের কর্ণেতে । কিরণ নহিত যান পশ্চিমে  
 ডুবিতে ॥ দিবানিশি রবি শশী দেখে সে বদন । নিত্যর না হয়  
 ভ্রমে করয় ভ্রমণ ॥ কণ্ঠগলে পাড়ে তার গজমতি হার । হেমি  
 পঞ্চলরি তার কদম বাহার ॥ কলেবর প্রায় তার কটিকার  
 মত । তাহে ছুই কুচ তার দেখিতে শোভিত ॥ বেলোয়ারি  
 তক্রামত কলেবর বলি । তাহে ছুইকুচ তার কোমলের কনি ॥  
 শত শত আলি আসি মধুর লাগিয়ে । বসে আছে মিরবধি  
 তপস্যা করিয়ে ॥ এগুন মুদিত আছে সে কমল মধু । গ্রহণ  
 করিবে সেই হবে যেই বঁধু ॥ বিস্তারিত বিবরণ শুনিলে  
 আমার । অলি যদি হতে পারো কর প্রতিকার ॥ কোমল  
 পাইবে আর পাবে কমলিনী । পরিচয় দিনু বাছা বলিয়ে  
 কাহিনী ॥ দেলারাম বিবরণ শুনিয়া সকল । মিথ্যাস ছাড়িয়া  
 এক হইল পাগল ॥ কাতর বিস্তর হয়ে করে হারি হার ।  
 ছিদ্দিকি রচিয়া গাম সকলে জানায় ॥  
 গান । আড়থেমটা  
 বল দেখি গো মোরে, কি বলিলি কহে করে ॥

বল্লভৈল মেলা ॥ পার্কিয়ে সনের মত হৈল বত কেশ । কুরায়ে  
 বোঝন ধন নাহি থাকে বেশ । আমার সহিত ঠাট হলা কর  
 মিছে । তোমার ঠাটের যোগ্য এক নারি আছে ॥ ঠাটহলা  
 তার সনে কর যদি সাজে । উত্তমে উত্তম হয় রসে রসমজ্জে ॥  
 দেলারাম শুনে কর বল দেখি শুনি । কি নাম তাহার আর  
 কাহার নন্দিনী ॥ কেমন তাহার রূপ কোথা নিকেতন ।  
 কোন কুলে জন্ম তার সে ধনী কেমন ॥ একথা শুনিয়া বৃষ্টি  
 কাঁহল আদবে । বাড়ী তার নিকটেতে ইরান মহরে ॥ রাম-  
 চন্দ নামে এক আছে কন্দকার । শুরতজান নাম তার  
 নন্দিনী তাহার ॥ শুরতজানের রূপ করহে অবগ । পয়ার  
 প্রবন্ধে ত্রীসমহসি রচন ॥

গান । রেখতা ।

কেমন করে রূপ তার বাধানি মুখে । প্রকাশ করিতে  
 নারী কাগজে লিখে ॥ আহা ইহি রূপ তার, হরে-  
 নিল অঙ্গকার, শরদশশী লজ্জা পায় তাহারে দেখে ॥  
 খঞ্জননন্দীন ধনী, তাহে মধু অধরিনী, তুমি তারে  
 দেখলে পরে, হারাবে মুখে ॥

শুরতজানের রূপ বর্ণনা ।

পয়ার । শুরতজান নামে কন্যা পরম সুন্দরী । অপরূপ  
 রূপ তার যেন বিদ্যাধরী ॥ কুটিল কোমল কেশ মন্তকে  
 তাহার । আহিল নিশির মত অগত আন্ধার ॥ নিশি শরণা-  
 গতো হৈলে ঐ কেশ আকারে । লুকাইত শুনিয়াছি ষোর  
 অঙ্গকারে ॥ জলটি দেখিলে তার প্রকাশে আকাশ । যুদ্ধ  
 জুগধনুমত তাহার প্রকাশ ॥ নয়ন দেখিয়ে তার খঞ্জন  
 খঞ্জন । নিত্যকী হইল জরা হয়ে পাগলিনী ॥ অপর  
 নন্দনে যুগ সে নন্দনে দেখে । ছাখিত হইল নন্দে হারাইল  
 মুখে ॥ নন্দনে নয়ন তার মিলন করিল । বিচারে হারিয়া



ফুরক সওয়ার আর চাবুক সওয়ার । ঘেরিলো সকলে মিলে  
 বুলে তলোয়ার ॥ ছুথরি তেথরি করি ঘেরিয়ে তাহার । মূপ-  
 তিনন্দনখন সকলে জানায় ॥ যাঁহার নিকটইহেত যুগ পলা-  
 ইবে । মৃত্যু তার হস্তে মোর নিশ্চয় হইবে ॥ ধরিব ধরিব  
 বলে ঘেরে সবে বার । সন্তোজ হইয়া যুগ চৌকণ লাকায় ॥  
 সন্তোজ এমন লক্ষ যুগ লাকাইল । কুণ্ডারের মস্তকের পার  
 হয়ে গেল ॥ মস্তকের পার হয়ে দৌড়িল এমন । প্রবেশ হইল  
 ঘেরে দুর্গনগহন ॥ অশ্ব আরোহণ হয়ে তাহার পাশ্চাতে । রাজার  
 নন্দন যার না পারে ধরিতে ॥ দুর্গম গহনে যখন যুগ লুকা-  
 ইল । পাছু পাছু যায়ে তার খুঁজিতে লাগিল ॥ করিল অনেক  
 ভক্ত সন্ধান না পার । সনস্তাপি হয়ে বনে খুজে খুজে যায় ॥  
 ইতিমধ্যে রুদ্ধ এক কানন মাঝারে । আছে সে দাঁড়ারে এক  
 কাষ্ঠ বোকা ধরে ॥ রুদ্ধ নারী দেলারাম দেখিতে পাইল ।  
 কাতর বিস্তর হয়ে ডাকিতে লাগিল ॥ বাছাধন বাবা তুমি  
 কাহার নন্দন । কি ছুখে আইলে তুমি দুর্গম গহন ॥ আমি  
 কাঠুরের নারি নিতান্ত ছুখিনী । মোর মত পৃথিবীতে নাহি  
 কাঙ্গালিনী ॥ ঐতি দিন কাষ্ঠ ভাঙ্গি এই বনে এসে । বোকা  
 বেঁধে লয়ে বাই আপনার দেশে ॥ এই কাষ্ঠ বিক্রী করি  
 যত মূল্য পাই । বাস্যদ্রব্য সেই মূল্যে কিনে কিনে খাই ॥  
 অদ্যকার বোকা মোর হইয়াছে তারি । অঙ্গে নাহি বল মোর  
 উঠাইতে নারি ॥ তুলে দেহ বোকা মোর মস্তক উপরে ।  
 ঘাইব বেচিতে আমি ইরান সহরে ॥ দেলারাম শুনে সেই  
 বোকা উঠাইল । বুড়ির মস্তকে লয়ে শূন্যে তুলে দিল ॥  
 ফেলে দিল বোকা বুড়ি ছলনা করিয়া । দেলারাম দিল পুন  
 বোকা উঠাইয়া ॥ পুনর্বার লয়ে বোকা বুড়ি কেলাইল  
 তাহার মস্তকে পুন কের তুলে দিল ॥ চতুর্থ দকার বোকা  
 ফেলে দিয়ে নারী । কহিতে লাগিল কথা করিয়া চাতুরি ॥  
 কেন বাছা মোর সঙ্গে কর ঠাট হলা । যৌবন নাহিক মোর

গাড়ি তামজিন শত শত তায় ॥ সেনাগণ সঙ্গে লয়ে নৃপতি  
নন্দন । চলিলেন শিকারেতে জাহ্নলাদিত মন ॥ সহর ছাড়িয়া  
সবে আনন্দিত মনে । উপনীত হৈলো জামি প্রলয় গহনে ॥  
ওর ঘোর নাহি মিলে এমন কানন । হেরিলে তাহার উড়ে  
মানবের প্রাণ ॥ বাঘিনী ভালুক তায় আছিল বিস্তর । ছুগ্ন  
গহন বন তাহার উপর ॥ মেঘ মুগ উট হস্তী হাজানে হা-  
জার । শৃঙ্গি ভূমা ছিল তায় আছিল গণ্ডার ॥ শিকার দেখি  
রা ভুট্ট হৈল দেলারাম । প্রফুল হইল মনে লক্ষব ভানাম ॥  
ইতিমধ্যে মুগ এক আচম্বিত জাইল । পৃষ্ঠেতে তাহার বুল  
হেমের আছিল ॥ ষুঙ্গুর তাহার পায় হেমেরি গঠন । হেমি  
হক্ষ গলে এক শোভিত লোচন ॥ ঝালর তাহার পৃষ্ঠে ছিল  
যে পাড়িয়া । গজমতি হিরা লাল টাকা তায় দিয়া ॥ মুগ  
দেখে দেলারাম হইল পাগল । সেনাগণে আজ্ঞা দিল  
আগোল আগোল ॥ এমন হরিণী আমি না দেখি নয়নে ।  
পরিব সকলে মেলে ঘেরিয়া কাননে ॥ পরে স্বপনের কথা  
মনেতে পড়িল । পয়ার প্রবন্ধে শ্রীসমছন্দ রচিল ॥

গান । রেখতা ।

যে স্বপন দেখে এলেন তাইতে বিধি ঘটাইলো ।  
মুগত হেনি হুয়ে সম্মুখেতে দাঁড়াইল ॥ মুগেরে ধরিতে  
গেলে, হারাইব জাতি কুলে, পূর্বেতে মোরে বলে,  
স্বপনেতে জানাইল ॥ যা হবার হবে পরে, দেখবো  
ধরে আমি তারে, কিসেরি মুগ বটে কেবা তারে  
সাজাইল ॥

পয়ার । লক্ষর সকল মৌর শুনহে বচন । ঘেরিয়ে ধরিয়ে  
দেহ মুগেরে এখন ॥ ঘেরছে ঘেরছে সবে না ধেন পালায় ।  
পালাইলে মুগ তবে ধরা হবে দায় ॥ বল্য শত্রু নেপাই  
বস্ত্রি দাঁড়াইল । কাতার বাঁদিয়ে তারা মুগেরে ঘেরিল ॥

লক্ষর সেকাই আর চেলা চোপদার । সঙ্গে মোর দেহ নূপ  
বজ্রিশ হাজার ॥ পুঞ্জের বচন ভূপ অবর্ণ করিয়া । অনুমতি  
দিল বুকে আছাদিত হৈয়া ॥ যত ইচ্ছা লয়ে যাও লক্ষর  
আমার । মনে বুকে দেখে বাছা সকলি তোমার ॥ শুনিল  
পিতার বাকা নুপতি নন্দন । আছাদিত হৈল অতি মনেতে  
আপন ॥ তার পরে সাজিবারে লক্ষরে ডাকিয়া । কহিলেন  
দেলারাম আদর করিয়া ॥ সেনাগণ চলো সবে হইয়া  
তৈয়ার । যাইব বনেতে আমি করিতে শিকার ॥ আজ্ঞামাত্র  
শুবোদার লপ্টেন কপ্তান । সারি সারি দাঁড়াইল ঘেরিয়া  
ময়দান ॥ হাজার হাজার আইল চাবুক নওয়ার । সেপাই  
সন্তরি ছাপী আসাবরদার ॥ অশ্ব গজ আইল যত কে করে  
গনন । উঠের কাতার আইল কাহন কাহন ॥ নেগান লঠিয়ে  
কেড় কেড় লয়ে বাণ । পদাতিক দাঁড়াইল নিজ নিজ স্থান ॥  
এইর বাঁস নেজা লয়ে খুলি তলোয়ার । হাজার তালি হঠলো  
তৈয়ার ॥ মালসাট মারে তারা দেয় লক্ষ ভুমে । যাহাদিগে  
দেখে ভয় করে নিজে যমে ॥ দেলারাম দেখে মনে ভুঞ্চিত  
হইয়া । পোসাগ পরেন নিজে আমদ করিয়া ॥ প্রথমেতে  
পায়জামা জড়াও পরিল । এজার বন্দেতে যার গজমতি  
ছিল ॥ ছাটনি চপ্কন লয়ে প্রথমেতে পরে । মখমলি কাবা  
দিল তাহার উপরে ॥ তার পরে সাদ্রি এক তাসের শোভিত ।  
পরে তার আবা পরে জৌহর জড়িত ॥ হিরালাল মতি গাঁথা  
টুপি এক লয়ে । দেলারাম দিল মাথে প্রকুল হইয়ে ॥ হস্তে-  
তে রোমাল এক সবনামি নিল । জৌহরজড়িত জুতা চরণেতে  
দিল ॥ অশ্ব এক ভাল লয়ে হৈল আরোহণ । লক্ষর সহিত  
সবে প্রকুল বদন ॥ অশ্বেরে ছুটার লয়ে তুরুকনওয়ার । সারি  
সারি যায় হাতি বাদিয়া কাতার ॥ শুবোদার লয়ে যায়  
সেকাই সন্তরি । বন্দুক সজ্জিন লয়ে যায় সারি সারি ॥ কাও-  
লাদ করিয়া তারা যায় নান্যমতে । উড়ায় লইয়ে বাড মেঘের  
শব্দেতে ॥ কেরাচির বগি যত পিছে পিছে যায় । পালকি-

হা হিবে, অবশ্য এখনি পাবে ॥ ওস্তাদ সকল, শুনিয়ে প্রফুল্ল,  
হরিষ অন্তরে বলে । পাইলে জাগির, হইয়ে আমির, থাকি  
মারা কুতূহলে ॥ নৃপতি শুনিয়া, মস্তি্রে ডাকিয়া, ছন্দ  
জমীর দিল । শত শত গ্রান, পাইল এনাম, সবে জমীদার  
হেল ॥ জমীদার হয়ে, বিদায় পাইয়ে, সবে যায় নিজ ঘরে ।  
হতা শুন আর, অন্য সমাচার, ছিটিকি রচনসারে ॥

গান । রাগিণী মল্লাব । তাল আড়া ।

জানব এবার আমি তোমারি মহিমা কত । সেকার  
কবিত্তে বসে, হেমি মৃগ দেখতে পাবে, তা দেখিয়ে  
কুন্দলাক যাদুগন কদাচিত ॥ তাহারে ধরিতে গেলে,  
দারাইল জাতিকুলে, শুনিলে কাহিনী তার হবে  
কুবি অন্তগত ॥ আছ কুবি নিদ্রা ঘোবে, স্বপনে কছি-  
লাম কোরে, যেওনা যেওনা বাক্য শিকারেতে কোন  
মত ॥

পর্যায় । দেলারাম শুয়েছিল পালকে আপন । নিশিতে  
বগল দেখি হৈল উটান ॥ বিচার করিয়ে মনে ভাবিল  
অন্তরে । নিষেধ করিল কেবা মৃগ ধরিবারে ॥ আশ্চর্য্য মগন  
এক শিকারে যাইব । মোণার হরিণী এক দেখিতে পাইব ॥  
সেই কপালে হবে হউক আমার । একগে উচিত হলো  
কবি শিকার ॥ কেমন সে মৃগ বটে হেমের সমান । দেখি-  
বে আমার আমি বুড়াব নরান ॥ লঙ্কর সহিত যেয়ে তাহার  
ধরিব । হরিণী কিসের আর কাহার বুকিব ॥ ভ্রমণ করিব  
আমি কতক কানন । শিকারে যাইব অদ্য দুর্গম গহন ॥  
স্বপনের কথা মিথ্যা শাস্ত্রমত শুনি । সত্য নহে কদাচন  
নিশ্চয় তা জানি ॥ এই বোলে দেলারাম মনে বুঝাইল ।  
নাইতে শিকারে নিজে বাসনা করিল ॥ পিতারে আপন  
যেয়ে কহে বিবরণ । শিকারে যাইব আমি দুর্গম গহন ॥

চলিয়া যায় নিজ নিজ ঘরে ॥ সন্তানের পালনের শুন হে  
কাহিনী । আফ্লাদে পালেন তারে যত বিরহিণী ॥ শত শত  
ছিল দাই শত সহচরী । প্রথম ঘোবনী তারা পরম সুন্দরী ॥  
কেহ বা লইত কোলে কেহ রাখে বুকে । কেহ নয়নেতে রাখে  
কেহ বা মস্তকে ॥ এমতি যতনে অতি আদর করিয়া । পা-  
লিতে লাগিলো শিশু আনন্দিত হৈয়া ॥ পঞ্চম মাহার শিশু  
হইল যখন । মুখে অন্ন দিবার জন্য করে আয়োজন ॥ নানা  
গত বাদ্যজব্য নূপ আনাইল । শুভদিন দেখে অন্ন পুত্রমুখে  
দিল ॥ সহচরী যত সবে মাতিল আনন্দে । বিরচিত সমছদ্দিন  
পয়ার প্রবন্ধে ॥

### গান হিন্দী ।

বনেরা সাজেরে রাজ্যাকি নন্দন খির খায় । লৌড়ি  
বাঁদি ছবকই মেলুকে ঢোলক লে বাজায় । ফেনটা  
ওলি নাচতো আবে পুরমন তান গায় ॥

ত্রিপদী । কিছু দিন পরে, নৃপতিকুমারে, তাতে তাক  
তার দিল । মৌলবী পণ্ডিত, রাখি শত শত, তাহাদিগো সম-  
পিল ॥ তারা দিবা নিশি, পাঠশালে বসি, বিদ্যা দান করে  
মিলে । যে যত জানিত, শিখাইল কহ, কিছুদিন গত হলে ॥  
পৃথিবীর মধ্যে, আছে যত বিদ্যা, কুস্তি আদি ঘোড়া চড়া ।  
গান বাদ্য আর, বিদ্যা সূত্রপর, নিসাগরি কাঁচকড়া ॥ অঙ্গ  
নিরমেতে, বুদ্ধির তেজেতে, দেলারান শিখে তায় । ওস্তাদ  
সহিতে, বিচার করিতে, বিদ্যা শিখে নিজে যায় ॥ সকল  
ওস্তাদ, ভাবেন প্রমাদ, নিজে নিজে বিদ্যা ধরে । জিনিতে  
তাহারে, কেহ নাহি পারে, বিচারে সকলে হারে ॥ শুনে নর-  
পতি, আনন্দিত মতি, সকল ওস্তাদে কৈল । তোমরা সকলে,  
বিদ্যা দান কৈলে, খুশি হবে কিমে বল ॥ আমি সেই খন,  
দিবই এখন, অন্যথা নাহিক হবে । মনে বুকে সবে, যে যাহা

মধ্যে এক নারী, কপে গুণে বিদ্যাপরী, আচম্বিতে আইলো  
সভাতে ॥ মস্তকে তাহার বেশ, আছিল কুটিল কেশ, চিকুর  
চাঁচর তার শোভা । বদন ভপন প্রায়, চঞ্চল নয়ন তার, অধর  
মধুর রতিলোভা ॥ বদনে মধুর হাসি, দাঁততে লাগায়  
মিঙ্গি, শশী নিশি লইয়ে আইল । ইন্দুর কামিনী হয়ে বদনে  
আঁচল দিয়ে, গাইবারে ধনী দাঁড়াইল ॥ তবলচি তব্লাম  
নিয়া, বাজাইল ধিয়া ধিয়া, নাচিতে লাগিল ধনী রঞ্জে ।  
হানিয়ে নয়ন বাণে, বদনে আঁচল টানে, গান গায় রাগি-  
ণীর সঞ্জে ॥ আহা বেশ মুখে বলি, মারে সে পায়েতে তালি,  
কমকিত বাজার বাঁজরি । রুমাল অধরে ধরে, মুচকি হেসে  
ঘোমটা করে, দেখে সবে বলে আহা মরি ॥ আরম্ভ হইল  
গান, মদন সন্ধান পান, রাজা শুনে মাতল আনন্দে । ছি-  
ন্দিকি কবিতা কয়, শুনিতো উচিত হয়, শুন সবে ত্রিপদীর  
তন্দে ॥

### গান রেখতা ।

করজন্দ যে গরবন্দ তেরা সাহ মোবারক হোবে । এই  
জো হৈ মহাজমি মাহ মোবারক হোবে ॥ আঁধই-  
য়ারি ঘরকি জোখি এছমাহছে রৌলন ছুণা । এছকে  
ছুশমন কোছদা চাহ মোবারক হোবে ॥

পরায় । গান শুনে আহ্লাদিত হয়ে নরপতি । বিদায়  
করিতে সবে দিলো অনুমতি ॥ ভাণ্ডারের দ্বার খুলে বসিল  
ভাণ্ডারি । সকলে দিলেক ধন মনোবাঞ্ছা পুরি ॥ যেমত যা-  
হার মান সেই মান মতো । গজমতি হিরালাল বিলাইলো  
কতো ॥ অশ্ব গজ কেছ কেছ খেলাত পাইল । আরোহণ  
হয়ে তারা, নিকেতনে গেল ॥ দোমাল পাইলো কেহ কেহ  
পায় সাল । অধিক দায়ের কেহ পাইল কমান ॥ মুক্তি কতি-  
কারি বড় উপস্থিত ছিল । বাজপুরে টাকা তারা লইয়ে চ-  
লিল ॥ সকলে পাইয়া দান মনোবাঞ্ছা পুরে । আনন্দে

আইল শত শত । মোল্লা মোখাদেম আর আজাদ প্রভৃতি ॥  
সভা দেখে নরপতি আনন্দিত হৈল । গান বাদ্য করিবারে  
অনুমতি দিল ॥ প্রথমে নকিব শুনে সকলে জানায় । নৃত্যকী  
সকল যন্ত্র লইরে দাঁড়ায় ॥ নিজ নিজ বুদ্ধি বিদ্যা করেন প্র-  
কাশ । ছিদ্দিকি সমছদ্দি শুনে ছাড়িল নিশ্বাস ॥

### নৌবতের বাজনার গান ।

পহলাহিতো । বাজে জরু জর জর জর জব ।  
বেজর মোরদম বকারনয়ামেদ জর মেবামেদ জর ॥  
হুহি হৈ এহবাত বাঁহরি রোলে, রুপিয়া পরসা  
কৌড়ি করলে করলে, বৈকাড়িকি মতকর পেয়ারে  
ঘর ঘর ঘর ঘর ঘর । জেকা নাহি কুচ্ কৌড়ি পাতি,  
ওকা ছেকত নহি হৈজাতি, জাত হকত হব অবপর  
হৈগা জর কর জর কর জর ॥

দীর্ঘত্রিপদী । প্রথমে নহবত বাজে, নৃত্যকী সকল সাজে,  
গজপৃষ্ঠে ডঙ্কা বাজে আরো । উঠ অশ্বপরে ডঙ্কা, বাজিলো  
লাগিলো শঙ্কা, শব্দ গেলো আকাশ উপরো ॥ অপরাপ দেখি  
একি, বাজিল রোসনচৌকি, তবলা বাজে ঢোলক সারঙ্গি ।  
সহরে হইলো গোল, বাজিতে লাগিলো ঢোল, যন্ত্র তন্ত্র  
বাজে নানা রঙ্গি ॥ বাজিলো সেতার বীণা, ঝাঁজ বাজে  
খিনা খিনা, শত শত বাজে তারপুরা । ছেড়ে দিলে লোক  
লাজে, নৃত্যকী উঠিলো কাজে, সুন্দর যুবতী ছিল যারা ॥  
নৃত্যকী কামিনী বারান, মধু অধরিনী তারা, চকুর চাঁচর শোভে  
মুখে । তারা গানবাদ্য করে, রঙ্গিকে নরনে হেরে, পুড়েমরে  
পিরিজেরি চাংরে ॥ বিশেষদ্বিগ্নে বিবরণ, যদি করি বিচরণ,  
ভিন্ন ভিন্ন করিয়ে সকল । পুঁথি মেলা বাজে তার, কথা নাহি  
জানে যায়, কেই হেতা স্বগিত রহিল ॥ নৃত্যকী কামিনী যত,  
গান গার নানা মত, প্রকাশিতো রাগিণীর সাজে । তার

তমকো, রোক হসরতক ওঙ্কা বাহার রহে । মোবারক  
করে খোদা তুজে তেরে করজন্দ । লাল জোহর  
ওম্পার, আনেছার রহে ॥ মদেহ করনেকোলিয়ে মে  
সব নকিব আর । আছুজোইঁ ওছেকে ওহবে ওকার  
রহে ॥

পয়ার । শশী নিশি সন্ধ্য লয়ে গেল নিকেতন । উদয়  
হইল আসি গগনে তপন ॥ উঠিলেন নরপতি আফ্লাদিত  
মনে । বার দিগ্বে বসিলেন বাহির দেওনে ॥ ওজীর নাজির  
আর মুনসি বকসি । সারি সারি বসিলেন সকলেতে আসি ॥  
কানুগোয় কাজি আর মোলুবি মৌলানা । সভার সকলে  
বৈসে বুরিয়ে ঠিকানা ॥ চেলা চোপদার আর ছুয়ারি প্র-  
হরি । সারি সারি দাঁড়াইলো ছেকাই ছাস্তরি ॥ নকিব করাস  
আর আছাবরদার । ঘোড়হস্তে দাঁড়াইলো বাঁধিয়ে কাস্তার ॥  
ছবেদার হাওলদার জমাদার যতো । সুনাজেতে দাঁড়াইল  
দারোগা প্রভৃত ॥ নায়েব দারোগা আর লেপেটন কপ্তান ।  
কোজ সহ দাঁড়াইলো ঘেরিয়ে মরদান ॥ মাছত হাতির পৃষ্ঠে  
বান্ধিয়ে আধারি । আরোহণ হয়ে সবে আইল সারি সারি ॥  
উঠ পৃষ্ঠে সারওন হয়ে আরোহণ । কাতার কাতার আইল  
কাহন কাহন ॥ অশ্বপার আরোহণ তুরুক সওয়ার । হাজারে  
হাজার আইলো খুলি তলোয়ার ॥ শত শত আড়ানি শত  
শত সোটা । নিসান আইল যত সবে টাঙ্গা গোটা । ভাট  
ভাড়া ভাণ্ডারি যতক আছিল । ধীরে ধীরে পরে তারা স-  
কলে আইল ॥ গোসাঞি মোহন্ত আর ওক পুরোহিত ।  
আইলেন শত শত বিদেশী অতিথ ॥ শত শত আইল কতো  
ককির ভিকারি । হাজার হাজার আইলো নৃত্যকী সুন্দরী ॥  
বায়ের তরেকা তার শতক শতক । কেমটাওলি নৃত্যকারি  
আছিল অনেক ॥ শত শত আইল পরে বৈক্য ভিকারি ।  
ব্রাহ্মণ আইল কত কত ব্রাহ্মচারী ॥ জহেদ জোহোদহেতে



হুত ॥ জাতি পেনা হের নিয়ারা, দরবানি হের কাম  
মেরা, হুকুমকি ধেরে তাবে কেরে যম যমদূত ॥

গোছাকো ছাত নিয়ে ক্রোধসিং ব্যায়া । আঁখমে  
পেউরি ছড়া ছবকো ছুনায় ॥ গোচ্ছা মেরে নাম,  
হে গোচ্ছেছে ছব কাম, ছবকো দেখ গোচ্ছা নেরা ।  
কাবে বানায় ॥ জেতনে জমাদার, হোছবকামে ছর-  
দার, ছরদারি লকর দেখ মুজে রাজা দেলায়া ॥

পেটের দায় প্রাণ যায় আমি লোভি এসেছি । সর-  
কারি মসালচি আমি মসাল ধরেছি ॥ মসাল জালি  
প্রিতি নিশি, সবাই দেখে হয় খুসি, আপানি দেখ-  
তে নাহি পাই কানা হয়েছি ॥

এটকপে ছরবন্ধু রাজার সভায় । আপনার কর্ম করো  
হটল বিদায় ॥ ঝাড়ু দিয়া বিজাইয়ে করাসে করাস । ছাড়ে  
বাতি দিয়ে গেল আপনার বাস ॥

### নকিবদের গান ।

আদরদলির চাকর মোরা নকিব রাজার । হেদাভুল্লা  
রহমতুল্লা আহমত সরকার ॥ আমরা জোড়া আমা  
পরে, হাজির থাকি রাজদরবারে, অমান্য মোদের  
করে, এ শক্তি কাহার । দেওন মুচ্ছদি যত, তারা  
সকল বসীভূত, আহাবরদার নিত, থাকেদার ॥ দ্বারে  
আছে যত দ্বারি, তারা সকল আজাকারি, আমাদের  
মান্য ভারি, করে শুবেদার ॥

### ২ গান হিন্দি ।

রাজা তেরে এইরাজ বরকরার রহে । মৌকত হান্সত  
তেরে দরবার রহে ॥ করজন্দ খোদানে জোদিয়া হের

উন্মোগ করিল শয্যা রাজার সভার ॥ প্রথমেতে ভিত্তির  
নিকেতনে গেল । মদন মদন বলে ডাকিতে লাগিল ॥ কাম  
ক্রোধ লোভ মোহ আর অহঙ্কার । ছয়বন্ধু মিলে এলো  
রাজার আগার ॥

ভিত্তির গান । অর্থাৎ মদ রিপূরণ ।

মদন এলো এবার মদন এলো । কৃথ উদয় হৈলো  
ছঃখ গেলো ॥ নাদের দের তানিনি, বাখানি রাগি-  
ণী, দিতলাং দিদাকট দিন দিন বলো ॥

২ গান । আইলো মদন মাতাল হয়ে আমদপ্রেম  
মদে মেতে । মদের বোতল হাতে করে পথে পথে  
খেতে খেতে ॥ ভিত্তিগিরি কর্ম করে, পানি আনে  
মসক পুরে, প্রেমের মদে ঢুলে ঢুলে, ছড়াইল রাজ  
বাড়িতে ॥

কামুণ্ডা হাজির ভয়া বোহারনেকো । দেলকি কোঙল  
কো আজি দেখনেকো ॥ খানে না পাবে, না ছুনে  
পাবে, পাবে না কিহি জাগে জানেকো ॥ দারু পি-  
পিকে, রহতাহো ছোকে, জুরয়া আবে মুজে মার-  
নেকো ॥

কামনে কাম লিয়ে আজি ভাল দারুপিয়া । জো  
পিয়া মেঞনে পিয়া আর পিয়া পিয়া পিয়া ॥  
পিয়া হের ছাত মেরি, পিয়া হের বাতমেরি, পি-  
য়েছে জান বাঁচে পিয়াকিয়া পিয়াকিয়া ॥

মেই জাতকি রজপুত । অহঙ্কার নাম মেরা হন কে  
ভাগে ছুত ॥ খেতাব মেরা হের সিজি । মুজকো ভরে  
বনসিজি । হাতিকো গর লাখি মারোওহতো আবে

## ২ গান হিন্দি ।

মেরতোই হিলেন দাই হামনা ভুলেছি । হাতি ঘোড়া  
 লেকে বাবু তবতো জাউছি ॥ রাণী কি জব হামল  
 ভই, তবছে দেলতো সাদ ছই, আব কি মেলে ওহ  
 এনাম মুজকো জোটবঠে খাউছি ॥ ছলামত রহে  
 কুমার তোমারে । মা বাপকি গোদ ভরে । কজরকো  
 উঠকে খোদাছে আপজে এইছি মাংগোছি ॥ জোকুচ  
 এনাম জুজুরছে মেলে, জুকুমহোতো লেকে চলে, রখ-  
 কর ওছকে ঘরকে আপনে কেরকে আওছি ॥

পর্যায় । ধায়ের মুখেতে নৃপ সুসংবাদ পেয়ে । বিদায়  
 করিল তার হাতি ঘোড়া দিয়ে ॥ মাল মাতা পেয়ে দাই  
 বিদায় হইল । সম্মানে দেখিতে নৃপ মহলে চলিল ॥ হেতা  
 সহচরী যত সকলে মিলিয়া । কৌতুক করেন কত সম্মানে  
 লইয়া ॥ কেহবা বাজায় ঢোল করিয়ে আসন । কেহবা নৃত্যকী  
 হয়ে করয় নাচন ॥ মন্দিরা বাজায় কেহ কেহ করে গান ।  
 কেহবা রাগিণী গায় নাদেরদানি তান ॥ এমন সময়  
 নৃপ মহল ভিতরে । উপস্থিত হৈল আগি হরিষ অন্তরে ॥  
 নৃপেরে দেখিয়া সবে স্বরায় উঠিল । আনন্দে নন্দনে লয়ে  
 নৃপ কোলে দিল ॥ কোলেতে করিয়ে নৃপ নন্দন আপন ।  
 বদন রতন দেখি করিলো চুম্বন ॥ শিশুর শশীর রূপ করিয়ে  
 দর্শন । দেলারাম বলে নাম রাখিল রাজন ॥ রাখিয়ে শিশুর  
 নাম নিজ নিকেতনে । আমোদে আনিয়ে বৈসে বাহির  
 দেওয়ানে ॥ ওজির নাজির যত আছিল সভায় । সুসংবাদ  
 জেয়ে নৃপ সকলে জানায় ॥ আনন্দেতে নরপতি সকলে  
 কহিল । কল্য হবে বারআম অনুমতি দিল ॥ কথোপকথনে  
 দিবা হলো অবসান । ভাঙ্গিয়া কাছারি নৃপ নিকেতনে যান ॥  
 ওজির নাজির যত সভায় আছিল । সকলে মিলিয়ে তারা  
 নিকেতনে বেল ॥ আকাই প্রহর রায়ে উঠে জমাদার ।

নির দেখাদিল পেটে, চাহিতে নাপাবে হেঁটে, কণে কণে  
 হাই কৈলে মুখে ॥ দিনে দিনে বাড়ি পেটে, স্তন করে মাথা-  
 হেঁটে, অস্থির হইল রাণী দুঃখে ॥ খেতে নাহি পায় মুখ, বিদ-  
 ারিয়ে যায় বুক, সদা বলে যেথা পেটে হলো । সর্বদা আলিস  
 করে, শয্যা ফিরে সজ্জ সজ্জ, রত্ন ভজ সকল ভুলিল ॥  
 যেখানে দেখানে পায়, রাণী পড়ে নিজা যায়, আলুথালু  
 হয়ে দিবা নিশি । মহতরী ছিল যত, হরিজা মাথায় কত,  
 মনেতে হইয়ে তারা খুসি ॥ তৈল পানী পেটে দিলে, সব  
 দেখে নিরঙ্কিয়ে, বলে তারা পুত্রধন হলে । আহি যত মহ-  
 রৌ, রাখিব বুকেতে করি, দিবনাক তারে কারুকোলে ॥  
 আর শুনি তার পরে, প্রতি দাঁড় এসে ঘরে, দক্ষকরে রাণীরে  
 প্রকার । আমি সে এমন দাঁড়, পৃথিবীতে আর নাই, নিঃসঙ্গ  
 দেখাব তোমায় ॥ ভেবনা ভেবনা রাণী, আমি বড় বিদ্যা  
 জানি, মহজেতে প্রসব করিব । দুঃখ না পাইবে চিতে, ভেব-  
 নাক কোনমতে, মনোমত বিদায় লইব ॥ দশমাস গত হৈল,  
 প্রসব সময় এলো, রাণীর বাড়িল বড় দুঃখ । দাঁড় সে বিশখা  
 নামে, প্রবর্ত হইলো কামে, প্রকুল করিয়ে নিজমুখ ॥ যত  
 পেরেছিল দুঃখ, সকলি হইল মুখ, প্রসবিল রাণী পুত্রধন ।  
 যত ছিল অন্ধকার, হরে নিল রূপে তার, প্রকাশিল যেমন  
 তপন ॥ বিসখা করিয়ে গান, বিদাই আপন চান, সুসংবাদ  
 নৃপতির দিয়া । ছিদিকি ভুক্তি হৈল, বিশখার জানাইল,  
 বল গান শুনিব বসিয়া ॥

বিশখা ধায়ের গান । অর্থাৎ দুনিয়া ।

যুচলো আঁদার এবার যুচলো আঁদার । নৃপহে নন্দন  
 হৈল তোমার ॥ গগণের লগী, দেখে তার উদালী,  
 বদন রতন দত্ত তদাস নাহার ॥ অধর ঐকনি, হরোহে  
 অলি, মধু চল চল হিঙ্গল আঁকার ॥ হরিণীর মত  
 প্রকৃত নয়ন, অতিশয় চকল ধকল প্রকার ॥

হণ হৈছে ডুজঙ্গ মন্তকে ॥ কুন্তিরের পৃষ্ঠে মীন হয়ে আরো  
 হণ । সাগর সমুদ্র মাঝে করিত ভ্রমণ ॥ হস্তিরে শৃগাল ধবে  
 করে অপমান । ইন্দুরে ধরিত ঘেয়ে বিরালের কান ॥ চটুই  
 ধরিত রাজ তাহার প্রতাপে । বাসায় তাজিত প্রাণ সালকির  
 দাপে ॥ এমন মহিমা তার প্রতাপ তাপিত । বসুমতি নাম  
 শুনে হইত কল্পিত ॥ রাগান্বিত হয়ে যদি ছাড়িত নিশ্বাস ।  
 কল্পিত হইত শুনে উপরে আকাশ ॥ ছুই রাণী ছিল তার  
 পরম সুন্দরি । না ছিল কুমার ঘরে না ছিল কুমারি ॥ পুত্রের  
 কারণে নৃপ ক্রোধিত থাকিত । সদত বিরলে ঘেয়ে বসিয়ে  
 কাঁদিত ॥ আরাধন নিরাঞ্জন করিয়ে বিস্তর । এক নিশি শুনে  
 ছিল পালঙ্ক উপর ॥ মিত্রা ধরা মাত্র দেখে আশ্চর্য্য স্বপন ।  
 নবীন বালিকা এক সুন্দর বদন ॥ বদন রতন মত উজ্জ্বল  
 তাহার । দেখিলে তাহার ঘুচে মনের আঁকার ॥ নৃপের  
 সমুখে আসি দরশন দিল । মধুর বাণীতে ধনী কহিতে  
 লাগিল ॥ ভেবনাহে নরপতি মনে আপনার । শশী মত  
 পুত্র এক হইবে তোমার ॥ বিধাতা ভুক্তি হৈল তব আরা-  
 ধনে । ছোটরাণী অজ্ঞাপত্য থাকিবে একগণে ॥ বিলম্ব নাহিক  
 হবে হবে শীঘ্রগতি । আর না ভাবিও মনে ওহে নরপতি ॥  
 তোমার চুঃখের দিন কম পেয়ে গেছে । সুখের সময় আসি  
 উপস্থিত আছে ॥ স্বপন দেখিয়ে নৃপ চেতন পাইল । তাহার  
 সন্ধান পেয়ে ছিটিকি রচিল ॥

রাণীর গল্প হইবার কথা ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী :- ক্রোধ নিবারণ হৈল, সুখ আসি দেখাদিল,  
 ছোটরাণী অজ্ঞাপত্য হৈল । গত হৈল তিনমাস, গত্র হৈল  
 সুপ্রকাশ, সকলেতে তখন শুনিল ॥ অরুচি হইল রাণী, নাহি  
 খায় দানা পানী, পোড়া মাটি খেতে হয় সাদ । স্তনেতে  
 বাঁদিল ক্ষীর, দেখাদিল বক্ত শির, দেখে রাণী ভাবেন প্রমাদ ॥

## পুস্তক আরম্ভঃ ।



পয়সার । ইবান সহস্রে এক ছিল নরপতি । বাহরাম তাহার নাম দেশেতে বিখ্যাত । বনবান ধনবান কপের নাগর । বুদ্ধির পণ্ডিত ছিল বিদ্যার সাগর ॥ ষোলশ আছিল হস্তী সরকারে তাহার । আরব্বি আছিল অশ্ব বত্রিশ হাজার ॥ বত্রিশ হাজার অশ্ব কারসি মুজুকের । বত্রিশ হাজার ছিল নৃপক চিনের ॥ বত্রিশ হাজার পুন তুরকির তাজি । বত্রিশ হাজার ছিল রকম ইংরাজী ॥ কুমের সামের আর ইরানি তুরানি । সাতলক্ষ ছিল অশ্ব কাহিনীতে শুনি ॥ সভা মিথ্যা প্রভু জানে শুনেছি ধেনন । উচিত হইল মোরে করিতে রচন ॥ পঁচশত ছিল মন্ত্রী নওাব নামেতে । পঁচশত থাকিতেন প্রতাহ সভাতে ॥ শত শত কান্ধগৌর শত শত কালি । শত শত নৌরতন শত শত হাজি ॥ হাজার কাম্বেল আব হাজার মৌলানা । মুনি নকসি তার কে করে গণনা ॥ দুই-লক্ষ পদাতিক সভায় হাজির । তাহার সন্দার ছিল হাজার নাজির ॥ নারি নারি চোপদার হাজারে হাজার । দাঁড়াইরা দিবা নিশি সভায় তাহার ॥ আশাবরদার বত হেমছড়ি হাতে । দুহাজার পঁচশত থাকিত সভাতে ॥ নকিব করান তার কে করে গণন । ব্রজবাসী জমাদার কাহনে কাহন ॥ নোলাখ আছিল শুনি হওয়ার তাহার । সন্দার শুবেদার আঠার হাজার ॥ শত শত নবপতি কর দিত তারে । যুদ্ধ করে তার সনে এ শক্তি কাহারে ॥ প্রতাপ আছিল তার তাপিত এমন । বাঘ ছাগ একস্থানে করিত বন্ধন ॥ ছাগ প্রতি যদি বাঘ অনায়া করিত । অপরাধি হয়ে বাঘ ভয়েতে মরিতো ॥ তেড়ায় মারিত লাখি নাঘিনীর বুকে । তেক আরো

আলিয়ে মকবুল । দয়াকর দয়াকর দিনহিনে, ছিন্দি-  
কি অধিনে, না জানে আরাধনে করিতে তোমার ।  
কৃতান্তে একান্তে নিতান্তে আমার ভুলনা ভুলনা  
ভুলনা ॥ ভক্তি শক্তি যুক্তি আশে, অতিরিক্তি যুক্তি  
যুক্তি ভাসে, তপন তনয় ত্রাসে তন্নু হইলো আকুল ॥

মান ভজন । তাল জং ।

জানিহে জানিহে প্রভু আমি সে সজ্জন । নিজের বক্ষ  
নিজে পুষ্প নিজে গুই বাগান ॥ নিলে খেলা প্রভু  
তোরে, নয়ন নাগিকা মোর, কলেবর মধ্যে আর  
আছর পরাণ ।

শ্রোতার নিকট মনাজাত ।

লবুজিপদী । ওহে নিরাজ্ঞন, মোরে চিরদিন, কুণ্ঠেতে  
রেখেছ তুমি ! তোমার সাধন, সেবন যতন, নারিনু করিতে  
আমি ॥ মনে এই করি, দিবস শরীরি, ভক্ত হয়ে ভক্তি করি ।  
রিপু অঙ্গে সঙ্গে, করে কত রঙ্গে, শক্তি কিবা আমি পারি ॥  
রিপুরা আমার, সনত আলায়, ভুলার ভাবের কথা । তাহাদের  
বল, করহে দুর্বল, নাহি লাভে যেন মাথা ॥ মাথা লাড়াইলে,  
তাব যাব ভুলে, দাস হব নব কিলে । অভক্ত হইব, দোষেতে  
পড়িব, অপরাধি হব শেষে ॥ একে অপরাধি, আছি নিরবধি,  
পাপেতে হইরে পূর্ণ । পূর্ণ পাপী হলে, কোথা যাব চলে, তব-  
স্থান ভিন্ন অন্য ॥ পাপের বিচার, করিলে আমার, স্বর্গীও  
হইতে নারি । তবে দয়া করে, যুক্তি কর মোরে, অবশ্য হইতে  
পারি ॥ সাধন সেবন, না জানি কখন, তব দয়া ভিন্ন বিধি ।  
জানি সে সজ্জন, তুমি দয়াবান, সকলের গুণনিধি ॥ পাপের  
উদ্ধার, করিলে আমার, নিজভক্ত কর মোরে । আর না  
যেমন, না কুলি কখন, প্রভু নিরাজ্ঞন তোরে ॥

খলকা আদমার কথা, হিন্দিকি কি জাননারে । জান্তে ওঙ্কু  
অগর, গুরু চরণ সেবন করো ॥

নবিজির নাথ আরাধনার ভজন গান ।

সুরট কওয়ালি

নবি নাম ভরসা করে মেরে সার । পরকালে যে  
নামেতে হাবরে নস্তার ॥ নৈরাকার নিরাঞ্জে, বন্ধু  
করে যেইজনে, পাঠাইলো এ ভুবনে, করিতে বিচার ॥  
মিড ভূরে নৈরাকারে, নৃজন করিয়া ভারে, দিয়াছে  
বিচার ভারে, করিতে উদ্ধার ॥ সদা আত্মকারি  
হবে, ঐ নামের মালা লয়ে, যে থাকিবে গলে দিয়ে,  
ভগ্ন করে তার । নবিজি নবিজি দেখ, ক্রোধে বিচার  
করোনাক, পাপি প্রতি দয়া রেখ, ভরসা তোমার ॥  
হিন্দিকিভো আরাধনে, করিবারে নাহি জানে,  
কেবল ভরসা মনে, ঐ নাম আমার ॥

২ গান ভজন । নবিজির নাথ ।

আশ্রয় আমি বড় রাখি নবিজি তোমার । তব নাম  
বিনা গতি নাহিক আমার ॥ পাপে মুক্তি কেবা করে,  
কে আছে করিতে পারে, তুমি বিনা শক্তি কার  
করিতে উদ্ধার ॥ এ তার তোমারে বিধি, দিয়াছেন  
গুণনিধি, বিচার কালেতে তুমি করিবে বিচার ॥ যে  
দিন বিচার হবে, মাতা দিতা কৈ না রবে, সে দিন  
কাঙারি হসে, করছে নিস্তার ॥

নবিজি ও আছহাব কেবারের নিকট মনাজাত ।

রাগিণী ভৈরবী । তাল পোস্তা ।

অগবন্ধু দিননাথ মহাক্ষদ, মস্তকা আহাক্ষদ নবিরে  
রতুল হিন্দিকি আকবর খেতাব ওমোর ওঃমান হৈন্দর



নিজ সুখে, কাতর হইছি দুখে, মরি মরি মরি বলে  
বাঁচিনে প্রাণে । বন্ধি হয়ে মায়াজালে, প্রভু তোরে  
আছি ভুলে, চেতন করিয়ে দেনা, থাকি চেতনে ॥  
ভক্তি শক্তি দেনা মোরে, ভক্ত হয়ে সেবি তোরে,  
মনমাঝে তব নাম, জপি যতনে । ছিদ্রিকি কাতর  
যুক্তি, কেমনে করিবে ভক্তি, শক্তি ভক্তি মুক্তি উক্তি,  
তোমারি স্থানে ॥

## আপনার মনের সহিত কথোপকথন ।

হিন্দী বাঙ্গালা মিসাল আরাধনা গান । গজোল ।

দেখম্‌ আস্তাই মেরা, এবার সাধন করবো তারো ।  
কোনছে কিয়। জেছনে কাহাঁ, বত দেখ এ সংসারো ॥ কয়ে-  
কন বোলকে কের, রাখবে নাকো কোন প্রাণি । মেহরো  
মাহতারাগণে, আর নিশি দিবা করো ॥ আন্দেসা হবে  
কভি, কেমন করে ভজবো তারো । না মৈলে জেক্সা নেসাঁ,  
তাহার সাধন করা ভারো ॥ তাব হৈ মজম্‌ কাহাঁ, ভক্ত হয়ে  
সাধি তারে । অব পএগয়রণে কাহাঁ, সাধন হলো নাক মোর ॥  
আজ্ঞ হৈ এছম্‌ ছতি, ভরসা কেবল লাভক নন্ত । নহিতো  
তাব কাহাঁ, ছিল ভবে বাঁচিবারো ॥ মন আরকা নকছভবলে,  
যখন গিরে শিঁতি দিলো । তব ছতি দেলকি মেরা, যুচে  
গেলো অককারো ॥ দেলজোহেয় আরস খোদা, এ কথা  
জামিয়ে আমি । ছাপম্‌ উছকে কিয়া, ছেড়ে দিয় অহ-  
ঙ্কার ॥ খোল কর চন্মে একিঁ, দেখিলাম ঘটে ঘটে । কুল  
নৈয়েন হুঁহিতে, প্রকাশিলো গুণ জারো ॥ কল কনজন মুখ-  
কিয়েন, এতো বড় শক্ত কথা । মজহরে আদম করো, চিনা-  
ইলো নৈরাকাবো ॥ কেন্তরে হবে বর, আদমেরি মান্য  
মান্য । আজাজিল জেক্সে লিয়ে, সর্গ হৈতে হয় বাহিরো ॥

দেখ তখন নুতন ॥ সমুদ্রেতে নৌকামত এতব সাগরে । ইচ্ছ  
নত ভাসাইল সেই নিরাকারে ॥ তবেতে হইল সৃষ্টি পর্ব  
প্রথম । তারপরে হৈল কত কানন কুমুম ॥ যখন প্রকাশ  
হৈল যত দেব থাকি । আকাশেতে দিগুমান হৈল রবি শশী ॥  
রবির কারণে দেখে দিবস হইল । শশী দিগুমানেনিশি প্রকাশ  
পাইল ॥ জীব জন্তু পশুপক্ষি আছাতে তাহার । প্রকাশ  
হইল সবে অষ্টাদশ হাজার ॥ সকল পশ্চাতে দেখে মানব  
হইল । আনন্দকন নগ্নকান্ত খেতাব পাইল ॥ চিত্র নগর  
সাকে যত গুণ তার । প্রকাশি আইয় মন করহে বিচার ॥ অনল  
পবন বারী আর সৃষ্টিকার । বেদভাগে নিরঞ্জন মানবের  
বানায় ॥ মানবেতে সৃষ্টিকৈল আকার ঐকার । আপনি জগত  
কর্তা কিন্তু নিরাকার ॥ নখন নাশিকা কর বদন রতন ।  
লজ্জাট মস্তক কর করিল সূজন ॥ মুগ্ধকুক মচ দাড়ি মস্তকের  
কেশ । সূজন কবিল নিধি মানবের বেশ ॥ কপেবর হস্তপদ  
অঙ্গুলি নাখুন । বদনে অধদ দন্ত জিহ্বাতে বচন ॥ গলা বুক  
পেট আর নাভি সরোবর । বাহু বুক কুনা হেঁটো পাঞ্জর  
সুন্দর ॥ অস্তি চন্দ্র রণ জাঁত কৈল ধরে ধরে । হৃদি মাঝে  
রূদপদ্ম জ্বলে কলেবরে ॥ এইমত শত শত কত দ্রব্য আছে ।  
বলিছে তদন্ত তাঁর কেন সে করেছে ॥ কর্ণেতে শ্রবণ হেতু  
নয়নে দর্শন । নাশিকার শুক্রবায় বদনে বচন ॥ কলেবর  
মধ্যে প্রাণ হয়ে অধিকারী । উপরোক্ত দ্রব্য লয়ে করে জমী-  
দারি ॥ আশ্বাস বিশ্বাস যত কেবল বিশ্বাস । জুওয়ে আশ্বাস  
হয় ভাটায় নৈরাশ ॥ কত দ্রব্য সৃষ্টি কৈল এই কলেবরে ।  
বিস্তারিত কেবা তার লিখিবারে পারে ॥ ছিন্দির শক্তি কি  
বন্দনা লিখিবারে ॥ কিঞ্চিৎ লিখিলু বাহা বুদ্ধি অনুসারে ॥

গান ভজন । রাগিণী বিভাষ । তাল আড়া ।

এবার তরাও হে তারক তুমি এদিন হীনে । আরকে  
তরাইতে পারে প্রভু মোর তোমারিনে ॥ হারাইয়ে

ঐশ্বর্যবিশ্ব।

সংসার।



## স্বরাজ্যের পুস্তক আরম্ভ।



গান ভজন। রাগিণী সিন্ধু। তাল আড়া।

বন্দিব বন্দনা তার কেমনেতে পাপিমোহ। আকার  
সাহার নাই সেইতো প্রভু নিরঞ্জন॥ নিরাকার  
নাম যার, কি বন্দিব গুণ তার, যত দেখ এ সংসার,  
সেতো কৈল এ নির্মাণ। স্বর্গ মর্ত্য দিবা নিশি, সৃষ্টি  
কৈলো রবি শশী, অখণ্ড গোলকে বসি, সেতো করে  
বিরাজন। ছিদ্রিকি কাতর মনে, কি করিবে আরা-  
ধনে, তোমাবিনে অন্যজনে, নাহি জানে কদাচন॥

ধূয়া। বলো মন কি কারণ ভুলিলি তাহারে।

আজ্ঞাতে সাহার এলি ভবপারাবারে॥

পয়ার। প্রথম বন্দনা বন্দি সে নামে তাহার। সাহার  
আজ্ঞাতে হৈলো অগত সংসার॥ আজ্ঞাতে তাহার নিত্য হয়  
দিবা নিশি। আকাশে উদয় হয় দেখ রবি শশী॥ ধরে ধরে  
আকাশেতে তারা বসাইলো। মানবেরে মান্য দিবে ভূমণ্ডল  
দিলো॥ বিনাক্ষেতে রাখিয়াছে উপরে আকাশ। না খায়  
না পরে কিছু না ছাড়ে নিশ্বাস॥ নাকি পুরাতন হয় নাকি  
মলাধরে। আজ্ঞাতে তাহার কিন্তু দিবা নিশি ঘোরে॥ কখন  
ভ্রমণ হৈতে না পারি নিস্তার। শাশ্বর ঐশ্বর রূপ তপন  
তারার॥ এমনত আকাশ দেখ করিলো সৃজন। যখন তাহার

গেয়ে, কোড়ুকেতে ডাঁড় বেয়ে, তুমি তার মাজি হয়ে, থাক  
হাল ধরে । কণে যখন ঝুণ্ডার এসে, চিত্রগাঙ্গা যায় ভেসে,  
ভাটীর মরে অবশেষে এভব সাগরে ॥

এই ভাবলাভের বাকী সমস্ত গীত সুরভজ্ঞানের  
পশ্চাতে দেওয়া যাইবেক । নিবেদন ইতি ।

---

মধুর বচনে মোরে, কহিলো আমার কোরে, বিদায়  
হয়ে যাই ঘরে, নিজ নিকেতন ॥ আমারে ইহাই  
বলে, দেখা দিয়ে গেলো চলে, বিচ্ছেদ অনলে  
ফেলে, কৈলো জ্বালাতন ॥ মন মোর করে চুরি,  
লয়ে গেলো আহামরি, তার জন্যে ভেবে মরি কি  
করি এখন ॥

৭ নম্বর গান। আর কে আছে মন আমার পক্ষ মধু  
খায় বসি। প্রাণ প্রিয়ে কলেবরে সেইতো থাকে  
দিবা নিশি ॥ বিকশিত যার কলি, সেতো চিনে  
নিল অলি, মুদিত যাহার আছে, সে কি জানে দিবা  
নিশি ॥ মায়াজালে বন্ধি হয়ে, ভুলে রৈলে চিত্ত  
পেয়ে, এভাবে ভুলিয়া মন, মিথ্যা করে হাসি খুসি ॥  
ভেবে নাহি মন, চিত্ত মধ্যে কেবা প্রাণ, কেবা তার  
মহারাজা কেবা তার দাস দাসী ॥ বুঝিই এখন  
সার, তোমা বিনা নাহি আর, তোমা হৈতে এ সংসার,  
তোমা হৈতে মাসি পিসি ॥

৮ নম্বর গান। মিছে ভাবো কেন মন অকারণ। সদত  
নাহিক রবে এতব ভুবন ॥ সমুদ্রেতে নৌকামত, ভাসিতেছে  
তবরথ, প্রতিবাদি যার নিত, আছর পবন। ইতো সদা রৈবে  
নাকো, যত রক্ততরু দেখ, চিত্রদুর্গ মনতুখ, আপন সাধন ॥  
ইরণে যে বাস করে, মৃত্যুভয় হয় তারে, এ ভয়েতে যেবা মরে,  
সেত সাধুজন ॥ প্রভু আজ্ঞা হলে পরে, যেতে হবে একদিন  
তোরে, ছেড়ে নিজ ঘর দ্বারে, মা বাপ আপন ॥

৯ নম্বর গান। কৃপা করে এবারে। ভুবিতেছি পাথারেতে  
বাঁচাও আমারে ॥ তুকান হইলো তারি, হয় ঋণু গায় সারি,  
ভূমিতে কাণ্ডারি বারী, চিনেছি তোমারে ॥ রিপু যার সারি

শুনো প্রাণ, তুমিতহে সেই জন, নয়ন নাসিকা বর্ণ  
জিল্লেরি বচন ধন ॥ ক্ষেমতা তোমার যত, ওরে  
প্রাণ কবো কত, সকলেতে পরিবর্ত, তোমার কিবল  
প্রাণ ॥

৩ নম্বর গান । আমি তেনেছি তোমারে । তুমিতো  
জীবন হয়ে থাক কলেবরে ॥ তব ক্ষেমতায় চলি,  
তব বলায় আমি বলি, তব খেলাতে যে খেলি, তব  
পারবারে ॥ তোমার ক্ষেমতা যতো, কিলিখিব রীত  
নীতো, সকলেতে পরিবর্ত, আছতো অন্তরে ॥ শয়নে  
স্থপনে থাকি, গোপনে নয়নে দেখি, তুমি সে বনের  
পাখি, না থাক পিঞ্জরে ॥

৪ নম্বর গান । এ তব সাগরে প্রাণ তোমায় চেনা  
ভার । খুজিলে না পাই আমি তোমার আকার ॥  
কেহ যদি হয়ে ভক্ত, করে প্রাণ তোমার তত্ত্ব, না পায়  
খুজে স্বর্গ মত্ত, এ কোন বিচার ॥ জন্মদাতা জগতের,  
অধিকার জীবনের, তোমা হৈতে এ সংসার তুমিতো  
সংসার ॥ বুঝিহু জগত আমি, ঘটেই থাকো তুমি,  
বিচারে দেখিহু আমি তুমি নিরাকার ॥

৫ নম্বর গান । ভয় কি আছেরে মন ভেবনাং ।  
তব ভাব মিথ্যাভাব এ ভাবে ভুলিওনা ॥ যে ভা-  
বেতে পাবে ভাব, ঐ ভাবেরি ভাব ভাব, হলে পার  
এ ভাবলাভ ভবভাব আর ররে না ॥

৬ নম্বর গান । ইকি দেখিহু স্থপন, আরে কোম  
বপ-পলাতন ॥ যারে দেখে রবি শশী লক্ষ্য পারি  
দিবা নিশি, নিকটে আমার আমি, দিলো দরশন ॥

এই ভাবলাভের ভাবলাভ কারণ বিরচিত

শ্রীসমহাদ্ধিন বৈরাগীর গীত আরভ ।

১ নম্বর গান । প্রবল প্রভাপ তাপ তাপিত যাহার ।  
করো মন আরাধন সে নাম তাহার ॥ সাধুলোকে  
ডাকে বারে নলে মিরঞ্জন । জগত সংসার তার খেত  
নিষাকার ॥ জিহ্বা আসি বাকমান করে সেই জন ।  
মমনে আনিয়া দেখে জগত সংসার ॥ কণের অংশ  
ভুমি নয়নের তারা । দেখে শুনে বলো বাকা মুখে  
স্বাকার ॥ কলেবর মধ্যে আসি রুদ্র কোমলে ।  
মোসে প্রেম মধু করছে আহার ॥ ভালো মন্দ গন্ধ  
ভুমি সৃজন করিলে । নানিকায় শুভ্রে কেনো কবচে  
বিচার ॥ ভালতে তুষ্টিত যদি মন্দ কি কবিলো ।  
উত্তম তোমার যদি অধম কাহার ॥ উত্তম অধম  
যদি তোমারি সে নিলে । তবে কেনো দরশন না পাই  
তোমার ॥ ঘটেছে আহো বটে গোপিনে যতনে ।  
এ অধমে দেখে দেহ হরো অন্ধকার ॥ অধমে উত্তম  
ভুমি পারছে করিতে । না করিলে অধমের গতি  
নাহি আর ॥ দেখে দেহ প্রসু হোর এহে নিরঞ্জন ।  
না দেখিলে তব রূপ না হব মিত্তার ॥

২ নম্বর গান । আপনার রজ ভুলে কি রঞ্জে মাড়িলে  
প্রাণ । নিজরূপ সজে করো অতে ঠেকলে আলাপন ॥  
আপনার ধরে কাঁরা, ভুলে কেনো পেয়ে মায়া,  
মায়াতো আপন হারা, আনিয়া না জান কেন ॥  
প্রাণেরি সাগরে প্রাণ, ছিলে ভুমি দীপ্তদান, বিম্ব  
হলে আইলে কেনো, চিত্ত মধ্যে কিকারণ ॥ প্রাণ  
যদি কিছু হরো ভুলে রৈলে চিত্ত পেয়ে, দেখেতে  
বাগরে ধরে, কেনোে খিনায়ে পদ ॥ বলি দেখি

আছিল রতন । ঘোর অন্ধকার হরে যাহার কিরণ ॥ সে  
রতন মণি ধরি যতন করিয়া । রেখেছিলো মল্লিহস্তে দিলেক  
আনিয়া ॥ সে রতন ধন আর গজমতি লয়ে । বন্ধুর নিকটে  
যায় হাঁসিয়ে হাঁসিয়ে ॥ বন্ধুর নিকটে যেয়ে দিলো দরশন ।  
হাতে ধরে বগাইলো রাজার নন্দন ॥ কীৰ্ত্তি দোষ যতরোষ  
পূর্বে করে ছিলো । সার্জন করিতে দোষ ভিক্ষা চেয়ে  
নিলো ॥ পূর্বেতে যেমন ভাব উভয়েতে ছিলো তাহার  
উপর ভাব দ্বিগুণ হইলো ॥ নিরানন্দ নিরানন্দে কৈল  
পলায়ন । আনন্দ আনন্দে আসি দিল দরশন ॥ দুঃখ গেল  
দূর হয়ে দায়দর পারে । সুখের আইল সুখ সুখ সরোবরে ॥  
কেলেশের লেশ যতো কেলেশে পালায় । আশ্রয় প্রমদ মদ  
হইলো উদয় ॥ সকলেতে রহিলেন আমদে নাতিয়া ।  
হিন্দিকী গুনায় গান ভজন গাইয়া ॥

হিন্দিকির গান ॥ ভজন ॥ হিন্দি ॥

অপনে নাম নিরঞ্জন যন্ত্রি । ছোড়লে আপন মন  
কি আশি ॥ কাণ্ডন আশ্রয় তপন কিরণ তাহে ঘন  
ঘন মলয়া বসন্তি ॥ গুরুকি ভজন তপন যতন করণে  
মন ভজনহে সাধনহে সিদ্ধান্তি ॥ হিন্দিকী গাবে  
হবকো ছুনাবে, জান লাগাবে, জানু মর তাড়াই ॥

ভাবলাভ সুরচিত গ্রন্থ কৈলু সায় । যথা বিদ্যা বুজি যোর  
কমরে আছর ॥ গুণিগণ কাছে আমি অতি সুখ জন । জ্ঞান  
হীন দিনহীর অতি অকিরন ॥ মনজমে যদি কোন আশি  
ভুল কর । অসুখের করিয়া শুধিরে মহাশয় ॥ আর নিবেদন  
করি গুন মহাশয় । গুণি হৈলে দোষ তাহার সুরক একর ॥  
যেমন মরাল পুক ময়ূর গুণ । নীরকিরে নীর রাধি কীরের  
ভজন ॥ সমাপ্ত হইলু যোর ভাবলাভ হুঁমি । পাঠকে  
প্রণাম মোর নিবেদন ইতি ॥

ইতি ভাবলাভ পুস্তক সমাপ্ত ॥



মস্তুর গান ॥ হিন্দি ॥ তাল-রেখতা ॥  
 জিয়া চাহেজো মেরি। নৈনাঁমে বঠলা রাখো। তুজকো  
 মের প্যারি ॥ তেরে নয়নাকি তারা, মুজে ইস  
 কেমে মারা, দেলকো মেরে পারা কিয়া, প্রেম  
 কুঙারি ॥ নিশাতরদার, লদেমেরে গোলর, পিঞ-  
 বেদো পিয়ারি। মের হাত জোমারি ॥ তুভি আগর-  
 জাবে, আর মুজকো পিলারে, ক্যাহি মজা দেবে তব  
 আগ হানারি ॥

পর্যায়। রাজপুত্র লুকাইয়ে রেখেছিলো পরি। পশ্চাতে  
 তাহারে যেরে আনিল সুন্দরি ॥ রাজপুত্র পরি নারি এই  
 দুইজনে। বাহু করো আনমতি নিজানির আনে ॥ পতির  
 হাতেতে সতী সতী পরিনারি। সমর্পণ করো দিলো সাবাস  
 সুন্দরি ॥ দুই সতী পতি লয়ে প্রতাহ রজনী। আমদ প্রমদ  
 মদে পোছার যামনী ॥ সতি সত সতী হৈলে হিংসা নাহি  
 হয়। পতি লয়ে সতিগণ রজনী বধর ॥ কিছুদিন সেইখানে  
 সকলে মিলিয়ে। কোতুক কুশল করে আমদে আতিয়ে ॥  
 মস্তি বহুপুত্র তার করিয়ে যতন। পুত্রমত লয়ে তারে করয়  
 পালন ॥ আমদ প্রমদ করে আনন্দিত মনে। গমন করিল  
 মস্তি আপন সত্বনে ॥ পরি নারি আনমতি দুই সতী লয়ে।  
 বহুপুত্র কোলে করো তুরঙ্গে চড়িয়ে ॥ প্রকুল বদনে সব  
 কিছু দিন পরে। পোছল ভবনে আলি হরিষ অন্তরে ॥  
 পিতা ও মাতার পায় প্রণাম করিলো। কাননের বিবরণ  
 সকল कहিলো ॥ মস্তি পিতা পুত্রবধু করি রক্ষন। আহলা-  
 দিতে হৈল অতিপ্রকুল বদন ॥ তার পরে মস্তি ঘেরে রাজার  
 নন্দনে। সুরমাহীর কোলে দিলো আনন্দিত মনে ॥ সুর-  
 বাহী পুত্র পেরে হরিষ অন্তরে ॥ মস্তিপুত্রে বহু আনে অতি  
 ভক্তি করে ॥ গজমতি হার তার গলে পরেছিলো। সেই  
 হার লয়ে ধর্মি মস্তি গলে দিলো ॥ কোকির তক্তার এক

পয়ার । হেতাকার শুনো পুন জানমতি ধনী । আরম্ভ করিলো জ্ঞান যাছু গুণমণি ॥ কতশত অশ্ব হৈলো যাছুতে তাহার । ভেলকীতে হইলো কতো চাখুক সওয়ার ॥ ছাদশ হাজার ভূত হাজির হইলো । জানমতি সম্মুখেতে নাচিতে লাগিলো ॥ খেই খেই করি নাচে দূত ভূতগণ । কড়মড় করে দাঁত ঘুণীত লোচন ॥ পরে জানমতী কৈলো ভূত দূতগণে । পরস্তান স্নাও সবে আমার বচনে ॥ পরস্তানে পরিমারী যে যেখানে আছে । সকলে ধরিয়া আনি দেহ মোর কাছে ॥ আক্রামাত্র দূতগণ পরস্তানে গেল । বিদ্যাধরি যত পরি ধরিয়া আনিল ॥ জানমতি সম্মুখেতে পরিগণ আনি । দাঁড়াইলো নারি দারি যেম পুণশশী ॥ জানমতি প্রতাপেতে যত পরিগণ । যোড় করি কর সবে দাঁড়াগ তখন ॥ কি কারণ ডাকিয়াছ আমাদিগে ধনী । বিবরণ বিস্তারিত বলো দেখি শুনি ॥ প্রতাপে তোমার মোরা পাই বড় ভ্রাস । ভূত দূতগণ দেখি হৈল সর্বনাশ ॥ জাহি জাহি কাঁপে প্রাণ রক্ষা করো ধনী । আর যাছু করনাক ও বিধবদনী ॥ যাছুতে জীবন যায় বাঁচা ভার হলো । কেন রাগিয়াছ ধনী সত্য করে বলো ॥ শেষে জানমতি নিজপতি হাতে ধোরে । দেখাইলো পরিগণে ভক্তির আদরে ॥ ইহার মধ্যেতে কেবা তব মারী প্রাণ । চেনাইরে কেহ মোরে ধরি সেইঅম ॥ মন্ত্রী নিজনারী পরি চেনাইয়ে দিলো । জানমতি যাছু করে জাহারে ধরিলো ॥ অন্য অন্য পরিগণে মন্ত্রী বিবরণ । জানাইলো বিস্তারিত कहিয়ে বচন ॥ আছি বিবরণ শুনি যত বিদ্যাধরি । ছেড়ে দিলো সকলেতে মন্ত্রীনারিপরি ॥ মন্ত্রীপ্রিয়া পরিমারী জাহারে পরিগণ । মন্ত্রিরহস্তেতে লয়ে কৈল সমর্পণ ॥ হাতে হাতে সমর্পিয়া সন্ত পরিগণ । বিনয় হইয়া যার নিজ নিকেতন ॥ মন্ত্রী নিজ পরিমারী যাছুতে পাইল । অক্লান্ত হইয়া অতি গাইতে লাগিল ॥

চক্ষে মোন বহে বারি, নয়নজলে ভাসে মোর ভগত  
সংসার । যতো ছিলো রস রক্ত, সে সকলি হলো ভক্ত,  
বিশেষিয়ে বলো বন্ধু রোদন কাহাব । সে চেষ্ঠাতে  
আমি ফিরি, ঘাহা বলো তাহা করি, তোমাঝিনে  
এ সংসার দিবসে আধার ॥

পর্যায় । একথা শুনিয়া মন্ত্রী আত্মলাদিত মনে । রমণী  
সাক্ষাতে কহে মধুর বচনে ॥ পরিনারী রাজপুত্র জন্য প্রিয়-  
সিমী । উচাটন মন তেঁই কাঁদি গুণমণি ॥ এনে দেহ পরিনারী  
তুমি রসবতী । না হলে আপন গলে দিবো আমি কাতি ॥  
জামলতি সতী শুনে পতিপ্রতি কয় । এনে দিবো পরি আমি  
করেছি নিশ্চয় ॥ কথায় আমার মুক্তি না হলো বিশ্বাস । তেঁই  
তুমি কাঁদ বন্ধু এত সর্বনাশ ॥ হেথাকার শুনো সবে নুতন  
বচন । পরিনারী রাজপুত্র চুখ বিবরণ ॥ পরস্তানে  
পরিনারী মন্ত্রির লাগিয়া । অন্ন জল নাহি খায় কান্দি-  
য়া কান্দিয়া ॥ কিন্তু পরি রেখেছিলো রাজার মন্দনে ।  
গোপনে যতনে আর আপন ভবনে ॥ কর্ণের মধ্যেতে ছিলো  
পালন তাহার । ভাবনারে করে ছিলো চিত্র অলঙ্কার ॥  
বিবরণ বিস্তারিত বদি লিখি তার । পুণি বেড়ে যায় আর  
দ্বিগুণ ইহার ॥ কখন কখন পরি হৈছে উচাটন । গাইতো  
হিন্দির গান হিঙ্গিকি রচন ॥

গান হিন্দি । রাগিণী কিরীট তাল হলকী ।  
দিন রাত হুজ্জে নিদ না আবেরে । জালায়ে লাগি  
মেরে যৌবন গুনারে ॥ যৌবন হাঁমারী বিকহা তেঁই,  
আজি তলে তলে ভিসে লাগি হাতিয়ারে । হোনেকি  
পালক পর হাউনি ভকিলা, আজ কিহয়নই তোমক  
মখমলিরে । হাঁউরিয়া সুন্দর বদন মেরি, তেরে  
কারণ জিন্না যাবে ॥

সম্বন্ধি কহে মন্ত্রী ভাগ্য ভানু বটে । যেখানে সেখানে যাও  
বিভা আগে ঘটে ॥

মন্ত্রির গান । তান খেমটা ।

হায়কি কপাল ভালো । মৈলে কেনে বিধি মোরে  
এখানে আনিলো ॥ কপালে আছিলো মোর, সে-  
বিবো চরণ তোয়, তেঁই বিধি সদয় হয়ে এখানে  
আনিলো । এমন ভাগ্য হবে কবে, তুমি মোর নারী  
হবে, শুভ মাত্র মন ধন প্রেনেতে মজিলো ॥

পরার । মন্ত্রীগণ অরণ করিয়া জানমতি । বাসনা করিলো  
দলী করিবারে পতি ॥ শুভ কর্ত্ত বিবাহের আয়োজন কৈল ।  
বরমালা ধনী লয়ে মন্ত্রী গলে দিলো ॥ বিবাহ হইলো সাক্ষ  
রক্ষমেতে গেলো । মদন সদয় হয়ে উপস্থিত হৈলো ॥ বনেতে  
লুকায় লজ্জা মদন আলস্য । স্নেহ আসি নিজরূপ উভয়ে  
দেখায় ॥ মাতিয়ে উভয়ে রঙ্গে পালঙ্গনে যায় । অধরে  
অধর ধরে স্নেহ মধুখার ॥ এইরূপে কিছুকাল রজনী বঞ্জন ।  
করিলেন আমদেতে মিলি দুইজন ॥ মন্ত্রী নিজে নারী লয়ে  
লামদে রহিলো । পরার প্রবন্ধে শ্রীসম্বন্ধি রচিলো ॥

পরার । এক দিন মন্ত্রীদ্বন্দ্ব উঠিয়া প্রভাতে । কান্দিতে  
গাগিল অতি রমণী লাক্ষ্মীতে ॥ রজনী রাজকন্যা জানমতি  
নী । পতির ক্রন্দন শুনি কহে প্রিয়সিনী ॥ কি কারণ কান্দি-  
তহো ওহে প্রাণ বন্ধা বলহে তদন্ত তার শুনি গুণনিধু ॥  
তামার রোদন হেরি উচাটন মন । হইতেছে প্রাণবন্ত  
সামার এখন ॥

জানমতির গান । রাগিণী কিবীট ভানু আকা ।

সহোদা সহোদা প্রাণে রোদন তোমার । আশ্রিত  
কৈল কান্দে বহুদে আশ্রয় । প্রাণের রোদন হেরি

শুনিয়া বচন ॥ সদয় হইয়া বিধি যদি দিলো এনে । থাকহে  
 কিঞ্চিৎকাল মোর নিকেতনে ॥ ভবনে আমার যদি কিছুদিন  
 রবে । পরিনারী রাজপুত্র সকলে পাইবে ॥ হেন বাক্য শুনি  
 মন্ত্রী চরণে ধরিলো । আপনি কেবট বলে জিজ্ঞাসা করিলো ॥  
 উত্তর করিলো ধনী মধু অধরিণী । জানমতি নাম মোর যাতি  
 বড় জানি ॥ পরিনারী যেতা আছে যদি মনে করি । যাতি  
 করে সকলেরে এনেদিতে পারি ॥ ঘর দ্বার সরোবর যতেক  
 আমার । দেখিতেছো মন্ত্রীকৃত সকল জাতি ॥ পূর্বদেশে  
 বাড়ি মোর তপস্যা জাগিয়া । আসিয়াছি ঘর ছাড়ি উদাসি  
 হইয়া ॥ কামিন্যার মহারাজ রাজা রাজেশ্বর । ঠাকুর  
 আমার তিনি আমি কন্যা তাঁর ॥ আবাল কালেতে মন  
 হলো উচাটন । তে কারণ আসিয়াছি ছাড়ি নিকেতন ॥ দ্বাদশ  
 বৎসর মোর বয়েস হইলো । বিবাহ করিব বলে মনে সাধ  
 ছিলো ॥ বিধি বর বানহিয়া আনিব তোমারে । আপন  
 দাসির মত জানিবে আমারে ॥ বিবাহ আখারে যদি তুমিহে  
 করিবে । পরিনারী রাজপুত্রে অবশ্য পাইবে ॥ এমতি বলিয়া  
 ধনী গান আরম্ভিলো । পরার প্রবন্ধে ক্রীসমহদি রচিলো ॥

জানমতির গান । ভাল খেমটা ।

আমি যৌবনেরি ভরে । নিতান্ত হয়েছি দুখি আছি  
 হে কাতরে ॥ সদয় হইয়ে বিধি, আমারে দিলেক  
 যদি, যতন করে রুদ্রমাকে রাখিবো তোমারে ।  
 দিবহে ভৌমারে প্রাণ, যৌবন অমূল্য মন, দাসী যদি  
 করো তুমি বন্ধুহে আমারে ॥

পরার । এমতি ভাবেরি গান শ্রবণ করিয়া । উত্তর করিলো  
 মন্ত্রী আশ্বাসিত হৈয়া ॥ কি বলিলে শুনিমণি মধু অধরিণী  
 যৌবন করিবো দান রাজার নন্দিনী ॥ বড় তাপ্য দেখি প্রা  
 তুমি মোর হবে । রাজপুত্র পরিনারী মোহর এনে দিবে ॥

শূন্যের মধ্যে গণিবে আমার ॥ পরির মধুর রাণী করিয়ে  
 বরণ । লঙ্কিত হইয়া মন্ত্রী করিছে তখন ॥ ভক্তি এত কেন  
 মোরে প্রিয়া বিনদিনী । তব আজ্ঞা ছাড়া নহে জানিবে  
 লক্ষ্মণ ॥ উত্তর শুনিয়া পরি আশ্চর্যমিত হৈল । মন্ত্রীকর বন্ধু  
 পুত্র রথেতে লইল ॥ পরস্তান চলিলেন রথেতে চড়িয়া ।  
 শস্ত্রে লইয়া কোলে আসন করিয়া ॥ পরস্তানে উত্তরিল  
 রাজ নিকেতনে । রাখিলো মন্ত্রীকে লৈয়া গোপনে যতনে ॥  
 এন শূন্য রসে উত্তরে বিহার । কবিতেন বিদ্রুপাল আনন্দ  
 লপার ॥ একরাত্রি পাবিনারী মন্ত্রীকে লইয়া । কৌতুক করিছে  
 মোকে মাতনে মাতিয়া ॥ ইতোমধ্যে নাতা ভার আসিয়া  
 পড়িলো । বেটি গুণাগুণ মতো দেখিতে পাইলো ॥  
 জাধেবে অমল হয়ে বহুরে পরিচো । পবনের বাহনেতে  
 চড়িয়ে ফেলিলো ॥ কুসুম কানন এক দেখিতে সুন্দর । তার  
 মধ্যে ছিল এক ভাল সরোবর ॥ চাননি ফটেতে এক আছিন  
 চাহার । যাহাতে আছিলো শুনি কটরি হাজার ॥ পরদা  
 তার পাড়েছিলো জোহর জড়িত । বিছানা তাহার ছিলো  
 চামের শোভিত ॥ সেই শয্যা বিছাইয়ে এক বিনদিনী ।  
 বিদ্যাবরি লক্ষ্যমতো গুণের কামিনী ॥ প্রথম সৌন্দর্য বনী  
 বলন্ত আকুনি । দেখিতে সুন্দর অতি যেমন মোহিনী ॥  
 গুণাকর করিয়ে ধনী সহচরী সয়ে । বসিয়াছে সরোবরে ধ্যান  
 সাগাইয়ে ॥ পরিচারী মন্ত্রীরে যে ছুড়ে বেলেছিলো । সেই  
 সরোবর মধ্যে আসিয়া পড়িলো ॥ কি পড়িলো । বলি ধনী  
 ধবায় উঠিলো । সুন্দর বদন এক মানব দেখিলো ॥ দাসী-  
 লগ্নে সরোবরে দিলো নাবাইয়া । উঠাইলো মন্ত্রীকুতে আজ্ঞা  
 নাত্র গিয়া ॥ সুন্দর বদন হেরি মন সজাটিলো । কে তুমি  
 বলিয়া বনী ভিজ্ঞাসা করিলো ॥ মধুর বর্ণীতে মন্ত্রী উত্তর  
 দিলো । যেতিম সকল কথা প্রকাশ পাইলো ॥ শুনি ধনী  
 মনমনি করিছে তখন । কদাচনা কর মন্ত্রি মন উচাটন ॥  
 বিলাসি তুমি বড় বসিক সুন্দর । বুড়াইলো প্রাণ মোর

পয়ার । পরি নিজ পল্লিচঙ্গ মস্তুরনন্দনে । বিস্তারিত বিবরণ জানাইলো গানে ॥ শুনিয়া মস্তুরকুত আত্মাদিত হৈলো । পয়ার প্রবন্ধে গ্রীসমছন্দ রচিলো ॥

মস্তুর গান । ভাল খেমটা ।

ইতো বড়ো দয়া দেখি । মধুবাণী শুনে ধনী হই-  
লাম সুখি ॥ নরন শোভা দেখে হলো, কথাতে মোর  
প্রাণ যুড়ালো, চলো প্রাণ এখন তোরে নরনে বসায়  
রাখি । হোনার বদন ধনী, সেনো নিরমল মণি,  
দেখি বুড়াইলো প্রাণ, উজ্জল হইলো আঁখি ॥

পয়ার । পরি নারী মস্তুরগান খেদের শুনিল । ভাবে  
উপর ভাব দ্বিগুণ বাড়িল ॥ প্রেমের ভাবেতে মস্তুর নিজ ভা-  
ষা মিলো । এ ভাব কেমন ভাব লজ্জা পলাইলো ॥ মদনে  
মাতোয়ারা হৈয়া ছুইজনে । শৃঙ্গারের পথে গেলো রন  
আত্মদানে ॥ পিরিতেরি রীতি লেখা যে দল্লরে ছিলো  
মুনসি হইয়া মস্তুর তাহারে খুলিলো ॥ পুতুল আছিলো য  
প্রেমের তাহাতে । সকল খুলিয়ে পড়ে আত্মাদিত মতে ।  
কথ আদি বিবরণ ইচ্ছির পার্শ্বস্থ । সকল পড়িয়া মস্তুর  
বুলিলো তদন্ত ॥ হিসাবের লেখা পড়া সকল করিয়া । কলা  
করিলো বন্দ কান্তর হইয়া ॥ নিজবহি পরিনারী রাখে নিজ  
স্থানে । এ রীতে বিহার হৈলো নিশিতে কাননে ॥ পরিনারী  
নিকটেতে ঘির্কায় আছিলো । উভয়ে গ্রহণ করি জলপান  
কৈলো ॥ পরে তারে পরিনারী জিজ্ঞাসা করিলো । এই  
শিশু নিকটেতে ডব কেবা বলো ॥ বিস্তারিত বিবরণ মস্তুর  
নন্দন । সকল বিস্তার কথা কহিলো তখন ॥ মস্তুর সাহ  
শুনি আত্মাদিত হৈল । মধুর বাণীতে ধনী কহিতে লাগিল ।  
শুন ওহে প্রাণনাথ রসিক সুজন । দয়া করি চলো প্রাণ মোর  
নিকেতন ॥ আনি দানিমতো হরে সেবিব তোমায় । আপন

কি জন্যে আইলে । মিলরূপ দেখাইয়া মোরে মাতাইলে ॥  
আমার মাথার কিরা হোমারে নাগরি । যথার্থ আমারে  
বলো ছাড়িয়ে চাতুরি ॥ বুঢ়কি হাঁসিয়া পরি ঘোমটা টা-  
নিলো । মন্ত্রীরে রসিক বৃষ্টি উত্তর করিলো ॥ অনো ওহে  
প্রাণনাথ রসিক সুজন । সদত আনিছে আমি ভ্রমিতে  
কানন ॥ তোমার কপেতে যন মজিল আমার । অতএব চুষন  
কৈনু বদনে তোমার ॥ শরনে তোমারে দেখে কৌতুক  
করেছি । কৌতুকে তোমার মন আনিতে হরেছি ॥ পরন্তান  
বার্তা মোর আমি পরি নারী । বুকে দেখো প্রাণনাথ আমি  
দে চান্নারি ॥ ভুলে গেলে প্রাণ মোর দেখহে বৃষ্টিয়া । এক  
নিশি পড়েছিলে অরণো বাইয়া ॥ অশ এক ছিল সঙ্গে বাজ  
পাক্ষ মরে । শ্রিন বিছাইয়ে ছিলে শয়ন করিয়ে ॥ পাঁচশত  
পরি মোরা করিয়ে মিলন । ভ্রমণ করিতে যাই কৌতুকে  
কানন ॥ বনেকে তোমারে দেখি যত পরিগণে । কৌতুক  
করিলো কতো বুকে দেখ মনে ॥ সুর্য্যোদয় কোলে ভুমি  
কেমনেতে গেলে । নিশি মধ্যে আলাপিয়া কেমনে আইলে ॥  
পুনর্বার কাননেতে কেমনেতে এলে । এমন সুন্দরী নারী  
কেমনে ভুলিলে ॥

গান । রাগিণী ঝিকিট । তাল আড়া ।

কৌতুক কেবা করিলো । সুর্য্যোদয় কোলে এনে  
তোমার কে দিলো ॥ বুকে দেখো প্রাণ ভুমি, কৌতুক  
কানিনা আমি, নহিলে কেমনে তারে পাইতে বলো ।  
নিশিতে তথায় গেলে, তার সঙ্গে আলাপিলে, এমন  
পিরিতে কেনো বিচ্ছেদ হলো । দেখহে তোমার  
সঙ্গে, করিয়াছি কতো রঙ্গে, তদবধি প্রাণ মোর  
থেকে মজিল ॥



কাননে শুভিয়ে, নিদ্রাগত হয়ে আছে । আহা মরি মরি,  
এমন নাগরি, ডাঁড়াইল তার কাছে ॥ রূপ তার হেরি, কহি-  
তেছে পরি, এবা কোনজন এল । দেখি মনোহর দিবা কলে-  
বর, হেরি মন মজাইল ॥ কহিতেছে পরি, আহা মরি মরি,  
এমন মানব হুস । দেখিয়া নয়ন, প্রবেশে কানন, মুগ যদি  
দেখে তার ॥ প্রেমে তার মজে, ছেড়ে দিয়ে লাঞ্জে, মঞ্জুর  
নিকটে গেল । নিকটেতে গেল, আসন করিল, বদন চুম্বন  
কৈল ॥ পাঁইল চৈতন, মস্তুর নন্দন, নিদ্রা ভঙ্গ তার হয় । পরি  
রূপ হেরি, মস্তুর জ্ঞান হরি, নিরক্ষণ করে তার ॥ দেখিয়া  
বদন, চক্ষেরি কিরণ, চিত্তেরি নিশ্চয় হৈল । ক্রপণী রচনে,  
ছিন্দি কি যতনে, কোতুকেতে বিরচিল ॥

গান । ভাল খেমটা ।

আহা কিবা নয়ন কাণ, মুগ যদি দেখে তার খঞ্জন  
নয়ন । মানে মন মজাইয়ে, লাঞ্জেতে লাজিত হয়ে,  
প্রেবেশে কানন ঘেরে, করে নিরীক্ষণ ॥ বদন নির-  
মল শশী, তাহে পুন মধুর হাঁসি, দেখলে পরে হয়  
উদাসি, রসিক সুমন । একেতো রূপসী নারী, তাহে  
ধনী ছিল পরি, যৌবনেতে হয়ে তারি, মজাইল মন ॥

পয়ার । নিদ্রাভঙ্গ হৈল মস্তুর পাঁইল চৈতন । কোলেতে  
দেখিল পরি সুন্দর বদন ॥ অকস্মাৎ পরি দেখি ভাবিত  
হইল । শেষেতে সাক্ষ্য করি জিজ্ঞাসা করিল ॥ তুমি কে  
প্রিয়সি শশী কামার নন্দিনী । হেথা কেন আইলে তুমি নধু  
অধরিনী ॥ তোমার নয়নবাণ খঞ্জন যেমন ॥ তুর তব ধনুঃ  
নত শোভিত বদন ॥ চাঁচর তোমার মুখে আছে যে পড়িয়া ।  
বসিয়াছে কণী ঘন মণি উগারিকা ॥ এমন উত্তম রূপনা হেরি  
কখন । তব রূপ হেরি প্রাণ বুজায় নয়ন ॥ সত্য করি বল পরি

অধিক করিল । শিশুরে লইয়ে কোলে পুনঃ নিজা গেল ॥  
বিধি নাম যেই জন শরণ করিবে । অবশ্য তাহার পাপ  
মোচন হইবে ॥ ইতোমধ্যে পরি এক আচরিতে আইল ।  
পন্নীর প্রবন্ধে ক্রীদনচন্দ্রিরিল ॥

লগ্নুপ্রিপদী । এক পরিমারী, পরমা সুন্দরী, উক্ত অরুণোত্তে  
এলো । রূপ মনোহর, কি নব তাহার, চন্দ্রের উপমা  
ছিল ॥ কেশ বেশ তার, নিশির প্রকাশ, বদনে উদয়  
শশী । ভুরুধনু বেশ, কামান সমান, মুখেতে মধুর হাসি ॥  
ফুল নয়ান, খেলন ঘেমন, মুগ্ধ দেখি লজ্জা পায় ।  
অপর মধুর, নোণিতে বিবুর, বন গুরা ছিল তার ॥  
নাসিকা বাঁশরি, কানে বেলগায়ে, মস্তা গাথা মনুতার ।  
কমেরি প্রমাণ, চিত্তের নিয়ম, গড়ে ছিল বিধি যাব ॥  
কুচ ছিল তারি, কলম বোলোনি, মলকার প্রায় হয়ে ।  
শিশুরে কদম বিবরে সাজি, নিজ চক্ষু নিরক্ষিয়ে ॥  
জৌবন তাহার, প্রথম বাহার, অলস অমল পায় ।  
দেখিলে বদন, ঘন উচাটন, সকলেরি প্রায় হয় ॥  
গঠিত বেলুন, সুন্দর যেমন, বাহুপ্রায় আবহিল । তাহার  
অঙ্গুলি, চম্পকের কলি, করে শোভে ছিল তার ॥ নাতিতে  
সুন্দর, শোভে কলবর, বরবর মত তার । উক্ত হেমি মত,  
দেখিতে শোভিত, চরন ঈমত প্রায় ॥ পরিধান তার,  
আছিল সুন্দর, পায়জামা ছাটনের । কুনাতি পায় তার, ছিল  
ছাটনের, মুস্তা গাথা ছিল তার ॥ পেসগাজ তালো, দেখিতে  
উজ্জলো, তাহাতে নয়ন হয় । জৌহর অড়িত, ছিল তার কত,  
পোরেছিল পরি তার ॥ কণ্ঠেতেকুণ্ডল, মুকুতা প্রবাল, আকা-  
শেরি তার মত । গজমতি গলে, শোভিতেছে বলে, তার মত  
প্রকাশিত ॥ রূপ বিদ্যাবরি, তাহে বনী পরি, কি করি বর্ণনা  
তার । চন্দ্রে আছে মল, সেত নিরমল, হেন দেখা পাওয়া  
তার ॥ অরণ্য ভিতরে, তৃতীয় প্রহরে, নিশিতে শশী যেমন ।  
উদয় হইল, উজ্জল করিল, দুর্গম গহন বন ॥ মন্ত্রী শিশু লয়ে,

বুঝি বিবরণ, সকলে কান্দন, সবে করে হার হার ॥ রাজার  
ভবন, উঠিল কন্দন, হাহাকার শব্দ হৈল । মাতা পিতা  
কান্দে, ত্রিপদীর ছন্দে, সমচন্দ্রি বিরচিল ॥

পরায় । হেতাকার শুন বাণী মন্ত্রির নন্দন । মরাদিশ  
কোলে লয়ে প্রবেশে কানন ॥ আরাধন আরম্ভিল কান্দিয়া  
কান্দিয়া । যোগী ইত যোগ কৈল অরণ্যে বসিয়া ॥

গান আরাধন ।

রাগিণী খাম্বাজ লুম । তাল আড়া ।

এবার তার হে তারণ্য । দয়াময় দাতা তুমি প্রভু  
নিরঞ্জন ॥ তুমি না তরালে পরে, কোথা যাব অন্য-  
ন্তরে, যথা যাই তথা তুমি কর বিরাজন । মীনা খেলা  
তোমার ঘড়, কে বুঝিতে পারে তত, সকল ঘটে জানি  
আমি তুমি সে জীবন ॥ দয়া কর দয়াবান, ওহে প্রভু  
নিরঞ্জন, করি পাপ বিমোচন বাঁচাও পুঞ্জধন ॥

পরায় । এমতি করিয়া ধ্যান ধ্যান আরম্ভিল । দিনমান  
গতো হৈল রজনী আইল ॥ দ্বিতীয় প্রহর নিশি হইল যখন ।  
বৃক্ষে শিশু রাখি মন্ত্রী কবিল শয়ন ॥ নিধাতা সদয় হৈল  
আরাধন শুনে । তুষ্ট হয়ে বাঁচাইল রাজার নন্দনে ॥ রাজার  
নন্দনধন জীবন পাইল । ক্ষুধার পীড়িত হয়ে কাঁদিতে  
লাগিল ॥ মিত্রাগত ছিল মন্ত্রী শুনিয়া রোদন । আহ্লাদিত  
হৈল অতি পাইয়া চেষ্টন ॥ আমোদ আহ্লাদ পরে ছুকের  
লাগিয়া । সভ্যদের অন্য মন্ত্রী ডাবিছে বসিয়া ॥ মৃগ এক  
আপনার বাচ্চা নড়ে করে । শিশুর রোদন শুনে আইল  
দীরে ধীরে ॥ আপনার ছুখ লয়ে শিশু মুখে মিলে । ক্ষুধার  
আছিল শিশু ছুখ পান ॥ তার পরে মৃগ গেল কানন ভিতরে  
মন্ত্রী বনে বনে দেখে হরিয় অস্তরে ॥ বিধির বর্ণনা তবে

লবুত্রিপদী । মন্ত্রীর নন্দন, হইয়া পাষণ, কুরারে পড়িয়া  
 থাকে । কুরঘাই ধনী, আসিয়ে আপনি, কান্দে কত দেখে  
 তাকে ॥ পুন শুন বাণী, কুরঘাই ধনী, গল্পবতী হয়েছিল ।  
 দশমাস পূর্ণ, হইল যখন, পুজ্বধন প্রসাবিল ॥ উজ্জল ভুবন,  
 চক্রেরি কিরণ, কপেব নাগর যেন । হইল উদয়, সুভাল রুদয়,  
 দেখি সেই পুজ্বধন ॥ মহারাজ দেখি, হইলেন সুখি, মন্ত্রিরে  
 জুলিয়ে গেল । পাষণেতে ঘেরে, পুজ্বেরে লইয়ে, কাটিতে  
 আর নারিল ॥ কহিছে তখন, যদি পুজ্বধন, কিছু দিন বেঁচে  
 রবে : গুয়ারিস হৈবে, বাবাজি বলিবে, মন্ত্রী লয়ে লভ্য  
 হৈবে ॥ রাণী শুনি বাণী, কহিছে তখনি, রাজার নন্দন শুন ।  
 তোমার রুদয়, যেমন নিদয়, নাহি দেখি কদাচন ॥ মন্ত্রি তব  
 জনা, হইল পাষণ, বুকে দেখ প্রাণ মনে । নেত কৈল ধর্ম,  
 জানাইল ধর্ম, ধর্ম করি দিল প্রাণে ॥ ধর্মঘট করে, জুলিলে  
 তাহারে, একি দেখি তব রীত । সন্তান লইয়া, কেটে কেল  
 গিয়া, বিধি দিলে পাব কত ॥ রাজার নন্দন, শুনিবে বচন  
 কহিছে তখন ভেবে । সন্তানে কাটিয়া, মন্ত্রী বাঁচাইয়া কিবা  
 লভ্য মোর হবে ॥ শুনি হেন বাণী, রাণী পাগলিনী, জ্ঞোপেতে  
 অনল হৈয়া । হেলে কোলে লিয়া, আপনি উঠিয়া, পাষণ  
 নিকটে গিয়া ॥ লইয়ে সন্তানে, রাখিয়ে পাষণে, ছুরি হাতে  
 ধনী নিল । বিধি নাম লিয়া, নিদয় হইয়া, নিজহাতে বলি  
 দিল ॥ মন্ত্রী নিজপ্রাণ, পাইল তখন, যেমন শয়নে ছিল ।  
 বদায় উঠিয়া, অতি ব্যস্ত হৈয়া, কাটাছেলে কোলে নিল ॥  
 পুজ্ব কোলে করে, রাজাররাণীরে, মন্ত্রী বলে ধিরি ধিরি ।  
 মড়াছেলে লিয়ে, অরণ্যে যাইয়ে, বাঁচাইতে যদি পারি ॥  
 তবেত কিরিব, ঘরেতে আসিব, প্রভিজ্ঞা থাকিয়ে মোর ।  
 মন্ত্রী এই বোলে, ছেলে লয়ে কোলে, ঘরে নাহি গেল আর ॥  
 হাড়ী নিকেতনে, চলিল কামনে, অরণ্যে অবশেষে গিয়া ।  
 হেথা রাজরাণী, পুজ্বশোকে ধনী, নিতান্ত কাতর হৈয়া ॥  
 কান্দে ঘরে বেয়ে, মাধার মারিয়ে, সকলে শুনিতে পার ।

রূপ বিস্তারিত সকল শুনিব ॥ হেন কথা শুনে মন্ত্রী কান্দিতে  
লাগিল । পরার প্রবন্ধে শ্রীমহম্মদ রচিত ॥

গান । আড়খেমটা । নাড়ার সুর ।

এমনি কি পাষণ হৈলো আমার রাজার মন । কিছু  
বুদ্ধিমান কারণ, এত ধর্ম বিচক্ষণ, আচরিতে শুনতে  
চাহে আদি বিবরণ ॥ ইতো ভাল জানা হৈলো উপায়  
করি কি এখন । মোর কথা শুনিলেনা, কিছু দয়া কর-  
লেনা, নিদ্র বড় দেখি আমি রাজার নন্দন । জানি  
নৈলে ভাল হবে, একি ধর্ম আচরণ ॥

পরার । কান্দিয়া অস্থির হৈল মন্ত্রীর নন্দন । কহিতে  
উদ্যত হৈল আদি বিবরণ ॥ শুনহে নিদ্র রাজা মোর মিত-  
দন । পাষণ হইব আমি কহিলে বচন ॥ মরে যাব পাড়ে বব  
জোয়ার ছুরারে । বাঁচাইতে চাহ যদি পুনর্বার মোরে ॥  
কুরখাঁহা খনী যবে পুত্র প্রসরিবে । সেই পুত্র লয়ে মোর  
উপরে হাটিলে ॥ কাটা মাত্র নিজ প্রাণ পাইবহে আমি ।  
আদাস আমার এই রেখ যেন তুমি ॥ আরও করিল পরে  
আদি বিবরণ । চরণ পাষণ হৈল বন্ধুর তখন ॥ যখন সকল  
কথা নিবেদন কৈল । পাষণ হইয়া মন্ত্রী ছুরারে পড়িল ॥  
পাষণ হৈল মন্ত্রী দেখে রাজরাণী । কান্দিয়া আকুল হৈল  
কুলের কামিনী ॥ মন্ত্রী পিতা হেন কথা করিয়া অবণ । শিরে  
করাঘাত হানি করয়ে ক্রন্দন ॥ হায় হায় বলে মন্ত্রী যার নিজ  
মরে । পাষণ হৈয়া পুত্র হৈল বলে সখাকারে ॥ শুনিয়া  
সকলে কান্দে সাধাশ মারিয়ে । শিল লয়ে বুকু মারে জননী  
শুনিয়া ॥ কেন্দে কেন্দে রক্ত লয়ে গলে দিতে যার । সহচরী  
হাতে ধরি রাখিল, তাহার ॥ মন্ত্রী ঘর পুত্র বিনে দুর্ভাগ্য  
হৈল ॥ পরার প্রবন্ধে শ্রীমহম্মদ রচিত ॥

লক্ষ্য লইয়া । পুজ্ঞ আনিবারে জান আমদ করিয়া ॥ কিঞ্চিৎ  
বিলম্ব পরে তথায় পৌছিল । পুজ্ঞ বধু দুই জনে বাইয়া  
দেখিল ॥ পুজ্ঞ আসি পিতা পায় প্রণাম করিলো । মতনেতে  
নরপতি কোলেতে লইল ॥ তুষ্ট মনে নরপতি আনন্দিত  
হয়ে । নিকেতনে চলিলেন পুজ্ঞ বধু লয়ে ॥ বাকুর ঢলিল নক্সে  
ডঙ্কা মেরে বায় । নকিব ফুকারির ব সকলে জানায় ॥ শশী  
আসি গগনেতে উদয় হইল । নিজ নিকেতনে রাজা আসিয়া  
পৌছিল ॥ বাজির প্রবেশকালে নৃপতি নন্দন । সদর দুয়ার  
ভাঙা দেখিল তখন ॥ নৃপতি নন্দন ভূপে জিজ্ঞাসা করিল ।  
সদর দুয়ার মোর কেমনে ভাঙিল ॥ মন্ত্রী কথা নরপতি পুজ্ঞে  
আনাইল । নৃপতি নন্দন শুনে অনল হইয়া ॥ জিজ্ঞাসিল  
বিবরণ কেন মন্ত্রীসুত । ভাঙিলে দুয়ার মোর কহিবে নি-  
শ্চিত ॥ মতাকথা না কহিলে তোমাতে কাটিব । তব পিতা  
মাতা আদি সকলে গাঁড়িব ॥ মন্ত্রী কহে শুন রাজা মোর  
নিবেদন । চাহিয়া ছিলাম তিফা ইহার কারণ ॥ মার্জনা  
করহে দোষ আমায়ে এখন । তোমাতে উচিত নহে শুনিতে  
বচন ॥ একথা শুনিয়া অতি রাগান্বিত হৈল । অসি লয়ে  
মন্ত্রীসুতে কাটিতে উঠিল ॥ বুরখা না নারী তবে কহিল রা-  
জ্যে । বকুরে আপন ভূমি কাটিবে কেমনে ॥ নির্দিয় এমন  
কেন তোমার ক্ষম । তব ভাল কত কৈল মন্ত্রির তনয় ॥ হেন  
কথা কেমনেতে করিবেহে প্রাণ । তোমার চরিত্র দেখি মাভাল  
সমান ॥ মনেতে আপন কিছু ভাল বুঝিয়াছে । তেকারণ  
মন্ত্রীসুত দুয়ার ভেঙ্গেছে ॥ এইমত কত শত শত সন্য করিল ।  
মধুর বচনে ধনী কত বুকাইল ॥ তবু নাহি বুকে রাজা রাগিল  
দ্বিগুণ । সতেজ হইল যেন অলস্ত আগুন ॥ মন্ত্রির নন্দনধন  
কহিল তখন । বিবরণ বিস্তারিছ নৃপসুত শুন ॥ যদি আমি  
বিবরণ সকল কহিব । কলেবর পায়ণ হবে পরাণ জেজব ॥  
রাজসুত হেন কথা কহিতেছে শুন । আমি এমন চাতুরির  
কথা কত জানি ॥ তব চাতুরিতে আমি নাহিক ছুনিব । বিব-

মহারাজ মন্দিরে কহিল । মহারাজ সার দিল, মন্দির আছন্দ-  
হিত হলো, বিস্তারিত সমুদ্রি রচিল ॥

পরায় । মহারাজ রাণী গরে নিজ নিকেতন । চড়িয়ে  
তুরঙ্গে রঞ্জে করিলো গমন ॥ গাঁড়া হাতে করি মন্ত্রী পশ্চাতে  
চলিলো । জাদশ দিবস পরে কানন ছাড়িলো ॥ দেশ অশ্বে-  
ষণ কিছু পাইরে রাজন । রাজরাণী করে দরি দেখার তখন ॥  
আমমে আছন্দ করি হেঁসে হেঁসে যায় । হেনকালে এক  
লালা দেখিবারে পার ॥ লালা দেখে অশ্ব চার যায় লক্ষ  
দিয়া । খাড়া গয়ে কাটে মন্ত্রী পেছু পা ঘাইয়া ॥ চরণ ছেদন  
হৈল অশ্ব পড়ে গেলো । কোষিত হইয়া রাজা জিজ্ঞাসা  
করিল ॥ শুন ওহে মন্ত্রী তুমি কি কর্ম করিলে । আজি লরে  
অশ্বপদ কেনহে কাটিলে ॥ উত্তর করিল তার শুন বিবরণ ।  
পূর্কোণ্ডে ইহার আমি করি নিবেদন ॥ অসম্ভব দুই কর্ম  
আমি যে করিব । বিবরণ কদাচন তার না কহিব ॥ সেট কর্ম  
করিয়াছি শুন নরপতি । না কহিব কদাচন কখন প্রগতি ॥  
নরপতি শুনি কথা হইল হস্তিত । অশ্ব কেলে পার যায় সজে  
মন্ত্রীহুত ॥ অশ্ব আরোহণে রাণী চলিলেন রঞ্জে । পেছু পেছু  
রাজা মন্ত্রী পদাতিক সজে ॥ একদিনের পথ আছে নিকে-  
তনে বেতে । বিদার হইল মন্ত্রী বলে নৃপনুতে ॥ এখানে  
থাকহে রাজা আমি ঘাই ঘরে । সুসংবাদ দিব গিন্না তোমার  
পিতারে ॥ লক্ষর লঠীয়া সজে রঞ্জে লরে যাব । ছরায় ঘাইয়া  
আমি কিরিয়া আসিব ॥ এই বলি মন্ত্রীহুত বিদার হইল ।  
রঞ্জেতে তরঞ্জে চড়ে নিকেতনে গেলো । তথায় পৌছিল গিন্না  
রাজার সাক্ষাতে । সাক্ষাতি করিল যেহে আছন্দাশিত মতে ॥  
সহিতার বিবরণ তার কহিল । নরপতি শুনি অতি আন-  
ন্দিত হৈল ॥ পরেতে কহিল মন্ত্রী শুনহে রাজন । সদর ছরায়  
তাক আছে প্রয়োজন ॥ হুকুম করিল রাজা সাক্ষিতে ছরার ।  
আজ্ঞামান তাকে লবে বত বেলহার ॥ মহারাজ মন্ত্রী সজে

জিজ্ঞাসিল, সত্যকরি মাতাবল, রাজা তবে বাঁচিবে কেমনে ?  
মনেতে হইয়া ছুখি, উত্তর করিল পাণি, শুন তবে কহি বিব-  
রণ । কোন লোক হেন হয়, অশ্ব পিছে নিজে যার, খাঁড়া  
লিয়ে করিয়ে গোপন ॥ উক্ত লান্দা অশ্ব দেখি, মনেতে হইয়ে  
কুটি, লক্ষ দিতে চাহিলে যেমন । অশ্বপদ খাঁড়া লয়ে, কেটে  
ফেলে পেছু যোয়ে, তবে বুঝি বাঁচিবে রাজন ॥ ইহাই উপায়  
আছে, পুন খাঁড়া আছে পাছে, মুক্তি হয়ে যারেতে বাইবে ।  
সমর দুয়ার ভেঙ্গে, যতকে পাড়িলে রকে, পুন রাজা তাহাতে  
যরিবে ॥ হেন কোন জন হয়, আগে রাজবাটি যার, সমাচার  
রাজ্যারে কহিলে । দুয়ার ভাঙ্গিলে গিয়া, পশ্চাতে কুমারে  
লিয়া, মহল ভিতরে জেতে দিলে ॥ এই ছই খাঁড়া গেলে,  
নশা হবে কুতুহলে, রাণী লয়ে আমদে থাকিবে । পুন শুন  
অন্যকথা, আনান্দেব হেন কথা, যদি শুনে থাকে কোন জন ।  
রাজ্যারে কহিলে পরে, দুখ বড় হবে তারে, নশাশত্রু হইবে  
পাষণ ॥ উপায় আচর্য তার, পুনরার বাঁচিবার, নবযাই  
পুত্র প্রদানিলে । প্রসব হইয়া মাত্র, পিতা মাতা লয়ে পুত্র,  
পাশান্নেতে যদি কেটে ফেলে ॥ তরায় বাঁচিবে তবে, আপ-  
নার কামা পাবে, কিছুদিন আনন্দে রহিলে । জেগেছিল  
মহীমুখ, শুনিবে সকল কথ, তের কিছু পায় নাক ভেবে ॥  
এই সব বিবরণ, শুনিমেক বাঁচাগণ, মন্ত্রী নিজে শুনিতে  
পাইল । ভাবিতে লাগিল বসি, পোহাইয়ে গেল নিশি, মহা-  
রাজ চেতন পাইল ॥ মন্ত্রির মলিন বপ, নিরক্ষণ করি ভূপ,  
কেম হলো বলে জিজ্ঞাসিল । মন্ত্রী কহে শুন শুন, আচরিত  
মোর মন, উচাটন কেমনে হইল ॥ নৃপমুখ দেখো দেখো,  
ছুটি কথা মোর রেখো, অসম্ভব চুকর্ম করিবে । কারণ তাহার  
যদি, জিজ্ঞাসিবে নরপতি, ডিকা দেহ তাহা না কহিব ॥ তবে  
অনুমতি ভিক্ষা, না করিব কর্ম অন্য, এবে চাই কর্ম ডিকা  
দিলে । ভুলিবে সকল কথ, চিরকাল হবে কুখ, রাজবালা লয়ে  
কুতুহলে ॥ করিবে বাহাই ভুগি, নাহি জিজ্ঞাসিব আমি ।



লয়ে করবে বিরাজন-॥ পিরিতি বিসম আলা, ইতো  
নহে ছেনে খেলা, যত দেখ লীলেখেলা, করিতেছে  
সেই জন ।

দীর্ঘ-ত্রিপদী । কথোপকথনে নিশি, উপস্থিত হৈল আসি,  
মহারাজ রাজবালা লয়ে ॥ অখজিন বিছাইয়ে, শয়ন কৈল  
প্রিয়া লয়ে, অতিশয় আদর করিয়ে ॥ এইরূপ করি মস্ত্রী,  
ভিন্ন শয্যা করি রাতি, ভিন্ন ঘরে শয়ন করিল । শোবাশাত্ত  
ঘুমাইল, নিদ্রায় রজনী গেল, বিভাববি প্রভাত হইল ॥  
প্রভাত হইল দেখি, মহারাজ উঠে সুখি, ঘরে চল মস্ত্রীরে  
কহিল । তুই অখ ছিল সঙ্গে, তিন বাঁদিলেন সঙ্গে, রাজ অশ  
রাজবালা নিল ॥ মস্ত্রী নিজ অখ লয়ে, মহারাজ দিল গিয়ে,  
রাজালয়ে আরোহণ হৈল । তুই অখ আরোহণে, চলিলেন  
তুইজনে, মস্ত্রী নিজ পদেতে চলিল ॥ আমদ প্রমদ বড়,  
লিখিব তাহার কতো, যত কৈল মিলে তিনজনে । কৌতুক  
করিয়া যায়, বিজ্ঞান নাহিক তার, একাদশ দিব্য বনে বনে ॥  
এক নিশি সেই বনে, শয্যা করি তিনজনে, পুনর্ব্বার আমদে  
রহিল । রাজা রাজবালা লয়ে, কাপড়ে কাণ্ডার দিলে, ভিন্ন  
ঘরে শুইয়া রহিল ॥ অন্য এক রক্ষতলে, মস্ত্রীকৃত কুতুহলে,  
এক ঘেয়ে শয়ন করিল । মস্ত্রী নিজে জেগে রহে, রাজা রাজ  
বালা দৌড়ে, আহ্লাদিত হয়ে ঘুমাইল ॥ উপরোক্ত রক্ষপর,  
কোন পক্ষি বাসাঘর, বানাইয়া বাচ্চা করেছিল । নিশি তুই  
প্রহরেতে, সেই পক্ষি আদরেতে, বাচ্চা গণে কহিতে লাগিল ॥  
বাচ্চা সোন বাচ্চাধন, অঙ্গা কুতন বিবরণ, এসেছে যে রাজা  
রক্ষতলে । তাহার কপাল মন্দ, দেখিতেছি হবে মন্দ, তুই  
কাঁড়া আছস কপালে ॥ অখ চড়ি ঘরে জাবে, পঞ্চ মথো  
লালা পাবে, লক্ষ দ্বিগুণ অখ পার হবে ॥ গুন কাঁড়াধন হবে,  
তখন পরাণ যাবে, মহারাজ পড়িয়া মরিবে ॥ এখন সুন্দরি  
নারী, রাত্রি হবে ওৎঘড়ি, এইরূপ ভাবি নিজমনে । বাচ্চা গণ

রাজার গান । ভাল রেখতা ।

চলরে চল রাজবালা প্রাণপ্রিয়। বিধুযুখী । তব হৃৎখে  
হৃৎখে ঘটে তব সুরে হই সুখি ॥ আশা মোর যাহা  
ছিলো, সে আশাতে পূর্ণ হলো, পুনশ্চ এই আছে  
কদম্বমাকে লয়ে রাখি ॥ আমি যে সে কালকরে, তুমি  
প্রিয়া প্রাণমোর, নয়ান তারা জানে তোরে নয়ানে  
বসাবে রাখি ॥

পরার । রমবতী সতী প্রিয় এইগান শুনে । উত্তর করিলো  
যনী মনসে বচনে ॥

রাজনন্দিনীর গান । ভাল বেছাণ ।

দেখে দেখো প্রাণনাথ বসিল দুজন । হেন দয়। চির-  
দিন থাকে হে যেনন ॥ দেখো বৈলো মোরমাতা  
কোথা বৈলো মোর পিতা, এখন কেনন ভরসা করি  
তোমারি চরণ ॥ দাসী হয়ে যাই আমি, দয়। রেখো  
প্রাণ তুমি, দেখে দেন জুগোনাথ মোরে কদাচন ॥  
নিজ ঘরে তোর বসে, আছিলাম যেই বসে, সেই  
রূপে রক্ত কাঁপ থাকিবো দুজন । ছিঁচিকির শুন বাণী  
ওলো রাজনন্দিনী, বিদায় কর বদুলয়ে আনন্দে  
গমন ॥

পরার । উভয়ের গান শুণী করিয়া শ্রবণ । আক্লানিত  
হরে অতি গার নিজ গান ॥

মস্তুর গান । রাগিণী আভনা ভাল যৎ ।

এমন শিরিতি রীতি সদা রাঁখে নিরীক্সম । কিবা  
শোভা পায় তবে যদি থাকে চিরদিন ॥ রসিক যো  
জন হবে, প্রেমে মন মজাইবে, তবেত এমন হবে,

মতলব তুজকো দিয়া, এইছি দেতা হৈগা ছবকো  
জেকা জোইহ ভাগী ॥

পর্যায় । রাজার নন্দিনী লয়ে ভজন গাইয়ে । উপস্থিত  
হৈল সবে অবণ্যে যাইয়া ॥ অরণ্যের মধ্যস্থানে পালকী  
রাখিলো । পশ্চাতে কাহার গণে বিদ্যার করিল ॥ প্রাণভয়ে  
বেহারাগণ কানন ছাড়িয়া । পালকী রাখিয়া সবে গেলো  
পলাইয়া ॥ যোগী চেলা ছুইজনে করিয়া মিলিল । ধনী মুখে  
পানি দিয়া করায় চেতন ॥ কণেক বিলম্বপরে চেতন পাই-  
লো । যোগী চেলা রূপ হেরি ভাবিতে লাগিলো ॥ নিজ ঘর  
নাহি দেখি হৈলো উচাটন । যে দিগে চাহিয়া দেখে সেউ  
দিগে বন ॥ আসিত হইয়া প্রাণে কাঁপে ধর ধর । উদাশ্য  
হইয়া ধনী কান্দেন বিস্তর ॥ উদাশ্য দেখিয়া প্রাণে ভাবি  
ছুইজন । চেলা বেশ গুরুবেশ ছাড়িলো তখন ॥ বাহার যেমত  
রূপ তাহাই হইলো । রাজারনন্দিনী ধনী দেখিয়া চিনিলো ॥  
বিবরণ বিস্তারিত সকল कहিলো । রমণী শুনিয়া অতি লজ্জিত  
হইলো ॥ মস্তুরনন্দন খনে कहিলো তখন । এ সকল কিন্তু  
করা কেবল অপমান ॥ তোমারে যেমন জামি দিয়াছি হে  
কাঁকি । কাঁকির উপরে কাঁকি দিয়াছ হে কাঁকি ॥ হনু আ-  
মার দেশে রটাইয়ে এলো ॥ এবড় অধর্ম কর্ম অন্যায়  
করিলে ॥ কপালেতে ছিলো মোর কলঙ্ক হইলো । এখন  
আপন দেশে লয়ে মোরে চলো ॥ দেখে হে মস্তুর কুত রসিক  
সুজন । না করিও যেন মোর আর অপমান ॥ মস্তুর হেনকথা  
শুনে कहিছে তাহার । সদা মোরে আত্মাকারী জামিবে  
নিশ্চয় ॥ তুমি মোর মাতা তুল্য জামি মে চাকর । সেবিব  
চরণ সদা এই আশা মোর ॥ তব বুদ্ধি বিদ্যা দেখি কৌতুক  
করেছি । প্রকারান্ত করে তোরে জ্বালায়ে এনেছি ॥ এমতি  
ভাবের কথা উপস্থিত হৈলো । তিনজনে একি ভাব আগিয়া  
জন্মিলো ॥ পরেতে যখনে মিলে গান আরভিলো । পর্যায়  
প্রবন্ধে শ্রীমহাদি রচিলো ॥

যোগী ঘরবন্ধ করে । কাঁপিতে কাঁপিতে রাসে আইলো  
বাহিরে ॥ যোগী কহে শুন রাজা আমার বচন । রাক্ষসীকে  
কাটা ভাল নহে কমাচন ॥ ইহারে কাটিলে পরে জঞ্জাল  
ঘটিবে । ইহা হৈতে শত শত রাক্ষসী হইবে ॥ একটা কাটিলে  
পর এক শত হয় । বিধানেন্তে দেখিরাছি শাস্ত্র মত কয় ॥  
গত রাক্ষসীর ভয় আছে যে আমারে । চেতন হইলে পর ধরে  
থাবে মোরে ॥ এখন নিস্তার আছে আকুল হইয়া । রাক্ষ-  
সীকে ইচ্ছা করি শিকলে বান্ধিয়া ॥ পালকী আনিয়া তার  
ভিতরেতে পুরে । বন্ধ করে লয়ে বাই অরণ্য ভিতরে ॥ মো-  
দের যোগের স্থান আছে তথায় । সেইখানে লয়ে যাব  
কাটির ইহার ॥ তদভিন্ন অন্য কোন উপায় না পাই । যা  
বিলম্বে মহারাজ করিব তাহাটি ॥ যোগীর বুকেতে শূনি  
সভাসদগণ । শায় দিল নবে মিলে মিলে ক রাজন ॥ শিকল  
আনিয়া পরে যোগী হাতে দিল । রাক্ষসীকে কেঁপে কেঁপে  
বান্ধিতে লাগিল ॥ পালকী আনিয়া তার ভিতরেতে পুরে ।  
কাহারের সঙ্গে দিল উঠায়ে তাহারে ॥ অন্যর মহল হৈতে  
বাহির করিলো । মহা ঘোর বনমধ্য লইয়া চলিলো ॥ মহা-  
বাক দুইজনে দুই খোতা দিলো । তুরঙ্গে চড়িয়া দৌঁছে  
রঙ্গেতে চলিলো ॥ পালকী আগেতে যায় কাহার লইয়া ।  
দুইজনে পাছে যায় ভজন গাইয়া ॥ রাজরানী মহারাজ  
কাঁদিতে লাগিলো । ভায়াতার ঘরে কন্যা বিদায় করিলো ॥  
পয়ার প্রবন্ধে শ্রীসমহাদি রচন । সকলেতে শুন শুনঃ যোগীর  
ভজন ॥

গান ভজন ।

হরদম বোলরে মন মনমাকে নাম নিরাঞ্জন, আরে  
যোগি । ওহি হৈগা জমিন জমানি, ওড়িছে হৈ এহ  
আহমান, টাঁদশুঙ্কজ ওহকি হৈগা, জাহেরকিম্বদরম  
কি লাগি ॥ জেহনে ভুজে এহাঁতক নারী, তেরা

মারনেকো কোন ছেগে ॥ কালজো মুখে পাতি  
 ঐহি নেগল জাতি, কেকা দোঠো মাথা হের ওহাকি  
 গাছ জাগা ॥ হামছে আদোঙাতি হের, রাতকিতো  
 বাত হের, পাঁজের করলিয়াহেঁ য়েই মুজকো চিনে  
 না বহুত দেখা রাখছনি, বহুত দেখা সুকছনি, মগর  
 এয়ছা না দেখা বাবা পকড় খাবেগা ॥ অব হিদ্দিক  
 কহেগা, তব হোবি ছকেগা, নহিতো মুজমেঁ কা তাব  
 বাবু মৈ না ছকগা ॥

হিদ্দিকির আজ্ঞা গান ।

রাগিণী ঝিঝিট । তাল আড়া ।

যাওহে যোগী যাও যাও ধরে আন রাজবালা ।  
 চাতুরী করেছে যেমন তেমনি হয়েছে ছলা ॥  
 হার জনো যোগী হলে, তারে যদি বিধি দিলে, যতন  
 করে ধরে তারে, ওরে যোগী লয়ে পালা ॥ হিদ্দি-  
 কির কথা শুন, স্তরার গিরে তারে আন, সঙ্গে করে  
 লয়ে চরে পথে পথে করে খেলা ॥

পর্যায় । হিদ্দিকির আজ্ঞা হৈলো রাজা হৈতে তারি ।  
 অন্দরে চলিলো যোগী শুনি ধীরি ধীরি ॥ চেলারে লইয়া  
 সঙ্গে রঞ্জেতে চলিলো । রাক্ষসীরে সকলেতে দেখিতে আ-  
 ইল ॥ যোগীজির পাছু পাছু চলিল রাজন । উপনীত হৈলো  
 আসি নন্দিনী সদন ॥ হাত বাড়াইয়া রাজা দেখাইয়া দিল ।  
 মহাভিতরে ভূপ ভয়ে নাহি গেলো ॥ বাটীর ভিতরে যোগী  
 প্রবেশ হইয়া । কাপড়েতে ছিলো ঢাকা খুলিল যাইয়া ॥  
 মন্ত্রী আদি যত লোক সঙ্গে এসেছিল । রাক্ষসীরে মড়া খেতে  
 প্রত্যক্ষ দেখিল ॥ ভ্রাসিত হইয়া সব কাঁপিতে লাগিলো ।  
 যোগিকী বাসনা তথা জান আরম্ভিলো ॥ তত্ত্ব মন্ত পড়ি

বাণী ॥ অতি ব্যস্ত হয়ে, রাণীরে উঠায়ে, জিজ্ঞাসিলো মহী-  
পাল । কেন ছেন হলে, জ্ঞান হারাইলে, নবিশেষ মোরে  
বল ॥ রাণী কহে শুন, বলিহে রাজন, খোণী কথা মিথ্যা নয় ।  
দেখি যে আকার, অতি ভয়ঙ্কর, কন্যা মড়া লবে ধার ॥ মড়া  
বুকে লৈয়া, মুখেতে ধরিয়া, খাইতেছে রাজবালা । রাজার  
নন্দিনী, টেকলো রাক্ষসিনী, এত হলো ভালো জাল ॥ শুনিয়া  
রাজন, দেখিবাবে যান, আপন নন্দিনী গণ । থতাক্কে দে-  
খিলো, রাক্ষসী বুঝিলো, তরে খাইবইল জ্ঞান ॥ কিছুই  
উপায় ভাবিয়া না পায়, তরায় ভাঙিরে দেহ ॥ কন্যা গণ-  
গণ, রাক্ষসী প্রমাণ, সকলেরে নৃপ টেকলো ॥ শুনে সভামনে,  
বুঝিলো প্রমাণে, বলে ভালদায় হলো । রাজা সকলেরে,  
জিজ্ঞাসিলো পরে, কি উপায় করি বলো ॥ রাখিলে এজনে,  
থাবে কোন দিনে, মৃত্যু নাহো সকল । মহর ভাঙিবে,  
সকলে খাইবে, এ কন্যায় কিবা ফল ॥ আগারে খাইবে,  
সকলে মারিবে, রাখিবে না কোন প্রাণি । হায় হায় বলে,  
মাথে মারে তুলে, শিল লবে রাজবাণী ॥ আনার নন্দিনী,  
টেকল রাক্ষসিনী, কোনদিন মোবে থাকে । রাক্ষসী হয়েছে,  
রাখা নাহে কাছে, মনে মনে রাণী ভাবে ॥ মন্ত্রী আসি কয়,  
শুনো মহাশয়, রাজা পক্ষ অবতার । মহল ভিতরে, রাক্ষসী  
কন্যারে, কোনমতে পারি দার ॥ অন্যদেশে গিয়া, মানব  
ধরিয়া, একগে জানিয়া যায় । ঘুরালে সে দেশ, খাইবে এ  
দেশ, পরে থাকে রূপ মাঝ ॥ একগে উপায়, শুনো মহাশয়,  
কোনমতে মেরে ফেলো । কারসাপ্য ছেন, যোগিজি আছেন,  
এহারে কাটিতে বলো ॥ নৃপ শুনি বাণী, কাটিতে নন্দিনী,  
যোগিরে আজ্ঞা করিল । ছিদ্রিকি রচিলো, যোগিজি শুনিলো,  
নৃপতির জানাইল ॥

হিন্দু পানে যোগীর উত্তর । ভাল রেবতা ।

হামছে না হোণা বাবা হামছে না হোণা । রাখিনি

লয়ে খায় কড়মড় করিয়া ॥ কড়মড় করি দন্ত ভয় দেখা-  
ইয়া । ঢেলারে আমার চাহে যায় ধরে গিয়া ॥ হাতেতে  
আছিলো চিমটা মারিছু তাহার । বাপ বাপ করিয়া সে  
রাক্ষসী পলায় ॥ চরণে তাহার এই পাঁজের ছিলো ।  
পালাইবার কালে এক খসিয়া পড়িলো ॥ ভাল জ্বা দেখি  
আমি লয়ে রাত্রিকালে । রাক্ষসীর স্থানে লৈয়া রাখি কুতু-  
হলে ॥ বিক্রয় করিবো বলে বাসনা করিয়া । ঢেলারে আপন  
ডাকি প্রভাতে উঠিয়া ॥ এই জ্বা লয়ে আমি দিয়াছি বে-  
চিতে । চোর বলি ধরাপড়ে তোমার সাক্ষাতে ॥ বিস্তারিত  
বিবরণ कहিছু এখন । বুঝিয়া বিচার করে উচিত যেমন ॥  
চোর মোরা নহি বার শুন বুবরাজ । আরাধন জন্ম মোবা  
করি যোগি সাজ ॥ বিস্তারিত বিবরণ শুনিষা রাজন । ভাবিত  
হইল অতি মনেতে আপন ॥ মন্ত্রী আদি সকলেরে জিজ্ঞাসা  
করিলো । অসম্ভব কথা যোগি কেমনে कहিলো ॥ পাঁজের  
কন্যার মোর আমি ভালো জানি । রাক্ষসী কেমনে পেলে  
অসম্ভব বাণী ॥ মন্ত্রী আদি সকলেতে হেন কথা শুনে । ভাবিত  
হইলো নবে নিজ নিজ মনে ॥ পুনরায় মন্ত্রীপণ कहিলো  
রাজনে । কন্যারে জিজ্ঞাসা করে ধাইয়া সদনে ॥ পাঁজের  
তাহার পায়ে আছে কিনা আছে । তদারক আবশ্যক জানা  
বাবে পাছে ॥ হিদি কি শুনিয়া কথা নিজে দিলো সায় ।  
তদারকে নবপতি নিকেতনে যায় ॥

অমুত্রিপদী । মহল ভিতরে, রাণীর আগারে, মহারাজ  
নিজে গেলো । যোগি মুখে যতো, শুনিলো প্রকৃতো, রাণীর  
সাক্ষাতে কৈলো ॥ রাণী শুনে বাণী, শিহরিল ধনী, বলে  
এক কথা হয় । কন্যার ভবন মিলিয়া ভুজন, অতি ব্যস্ত হয়ে  
যায় ॥ চাদরেতে ঢেকে, রেখেছিলো তাকে, রাণী জেয়ে  
খুলে তারে । রাক্ষসী যেমন, খায় মড়াগণ, মুখেতে আপন  
ধোরে ॥ ভয়তি দেখিলো, জানি হারাইলো, জানিত হইলো  
রাণী । বাবারে বলিয়া, বায় পলাইয়া, মুখে নাহি স্বরে

ভক্তবত ভক্তি করি লৈয়া বসাইলো ॥ দ্বিজাসিলো মহারাজ  
যোগি মহাশয় । পাঁজের কনার মোর পাঠিলে কোথায় ॥  
তবচেলা আনিয়াছে বিক্রী করিবাসে । স্বর্ণকার চিনে ধোরে  
এনেদিল মোরে ॥ কেমনে পাঠিলে তুমি যোগি মহারাজ ।  
সত্যকার বলো মোরে ছেড়ে দেহো লাজ ॥ যোগিজি শুনিল  
কথা উত্তর করিলো । পয়ার প্রবন্ধে ক্রীসমহানি বচিলো ॥

গান হিন্দি । যোগির উত্তর ।

ওজরি রাত মৈনে জোহিঁ ধুনি জালাই । গোহাওয়া  
শাম লিয়ে চেত লাগাই ॥ ছোপহর রাত আইহো-  
চায়া চেলা । তন হার্মেঞ বএটকে ধ্যান লাগাই ॥  
অজব রূপ সচণাই রাতকি বিছে । বান্ধলীনি এক  
ছেবকি উপর মোরদা লেআই ॥ এক বাচা মোরদা  
মতকা হাতমৈঁ বরকে । খাতিরুই ওহকে বাবা হামনে  
আই ॥ চাহতিখি চেলা মেরা ওহকোতি লেআয় ।  
মুজকোতি দেখকে ফের গোব্বেনে আই ॥ চিমটা  
জে হাতমে যা মারা ওহে এহু । ছোড়কর চেলা মেরা  
জাগকে আই ॥ চেলাবে ভাণি জব রাক্ষহনি এয়া-  
রো । পাঁজেরওহিঁ গেরগেই দেখনে আই ॥ উঠা-  
লিয়া রাতমৈঁ রখ দিয়া পাঁজের । এইহিঁ ছুরতমৈঁ  
বাবা হাতমৈঁ আই ॥ এমছা রাক্ষহনি করু মৈঁ মেহি  
দেবা । দোঠ মোরদা খাতিরুই এত্তরফ আই ॥

হিন্দিগানের অর্থ বাজালাতে পয়ার ।

যোগিজি উত্তর কৈলো শুন বিবরণ । গতো নিশি ধুনি  
জালি করি আরাধন ॥ দ্বিতীয় প্রহর নিশি হইলো যখনো ।  
চেলা মোর বুসাইলো মহারাজ শুনো ॥ ইতি মধ্যে রাক্ষসী  
এক ভূটা মড়া লয়ে । খেতে খেতে এক মড়া পৌছিলো আ-  
সিয়ে ॥ ছোট মড়া ভেটা ছিলো বগলে রাখিয়া । বড় মড়া



তেকারণে ডাকিয়াছে আপনি রাজম ॥ বড় রক্তভঙ্গ দেখি  
জোগিজ তোমার । রাজার দরবারে আজি হইবে বিচার ॥  
শুনিয়া উত্তর কৈলো মস্তির নন্দন । পয়ার প্রবন্ধে শ্রীনমছদি  
রচন ॥

গান হিন্দি । তাল খেমটা । যোগির উত্তর ।

বাবা যোগী কি রং, গাঁজা আর ডাং । এক চেল  
ছেণ্ডা মেরা ছাধিনাছক । কাহেকো বোলায় মুখে  
রাজা মহারাজ ॥ মেণ্ডিতে হোঁ দেলকি রাজা রাজ  
মেরা ছক । কিমগরি নাহি জান আরে, পিয়াবে ।  
গোছাঞিয়া নাম মেরা দিনকি হয় বক । চেলো মেরা  
কাহেকো ছব বাঁদকে দাশা । ছচতো কহো বাবা  
মেরা কেছে কিয় জঙ্গ ॥ চলো চলো জাতাহোঁ মঞ  
রাজাকি নজদিক । বাঁদা কাহে চেলো মেরা দেখ হণ্ডা  
দঙ্গ । জোগিকি জোগ উপর নাউ চড়ায় । এছমে  
বড়ি থপগি ছই দেলতো ছণ্ডা তঙ্গ ॥ হিন্দিকি জানে  
মেরা জোগিয়া ছামান । ছারিখেল ওছকো হৈয়া  
দেখ জেস্তা রং ॥

গান । রাগিণী ধামাজ লুন ছপকি ।

চলোজো জোগি মন মন রাগি । রাজা দরশন লাগি ॥  
পিকর ভং চড়ালিয়া রং আতোওরা হোকর তাঁগি ।  
গোজরে জোদম, বোলে হরদম, দমদম না দরিয়া  
জোগি । চলোজো রংমে, দুহগাং মংমে, হিন্দিকিছো  
লিয়া মংগি ॥

পয়ার । হৃৎকণ্ঠে সজে যোগি-নমন করিল । রাজার সম্মুখে  
আসি দরশন দিল ॥ যোগিকণ্ঠে দেখে নৃপ উঠে দাড়াইলো ।

বোলে যদি ভোরে ধরে ॥ যদি কেহো জিজ্ঞাসয় কোথা টহতে  
এলে । পাঁজের এমন ভূমি কোথায় পাইলে ॥ উত্তর তাহার  
দিবে শুনো গুণমণি । গুরু মোর জানে খাৰা আমি নাহি  
জানি ॥ ভয় না করিবে মনে সাহস করিবে । কৌতুক করিয়া  
ভূমি সকলে দেখাবে ॥ আপদ নিপদ যতো হবে উপস্থিত ।  
বুঝেদিবো আমি তাহা কহিলু নিশ্চিত ॥ এমতি বুঝারে সঙ্গী  
পাঁজের লইয়া । নৃপতির হাতে দিলো নিজের লাগিয়া ॥  
চেল্য বেশে যায় নৃপ নগর ভিজরে । পাঁজের দেখাইলো  
সকলে আদরে ॥ একজন স্বর্ণকার দেখিতে পাইলো । পাঁজ-  
ের নিজহস্তে সেই গড়ে ছিলো ॥ দেখিয়া চিনিলো সেই  
গম আপন । চোর জানে নৃপতিবে ধরিলো তখন ॥ কোথায়  
পাইলে চোর পাঁজের রাজার । রাজার কন্যার দেখি গঠন  
আমর । হাতে ধরে বেঙ্গে তারে রাজার ভজুরে । স্বর্ণকার  
জয়ে গেলো নৃপতি কুমারে ॥ স্বর্ণকার পাঁজের রাজারে  
দেখায় । দেখানাত্র চিনে রাজা জিজ্ঞাসিলো তাব ॥ কন্যার  
আমার চোর পাঁজের কেমনে । চুরি করি লয়ে গেলে অ-  
নিয়া ছুবনে ॥ উত্তর করিলো শুনি নৃপতি নন্দন । আমি নাহি  
কিছু জানি শুনো বিবরণ ॥ গুরুজি আমার আছে পাঁজের  
নিদাছে । বেচিবারে তিনি মোরে হেথা পাঠাইছে ॥ জিজ্ঞা-  
সিলে তারে রাজা পাইবে সন্ধান । এই ভিন্ন নাহি জানি  
অন্য বিবরণ ॥ শুনিয়া নৃপতি দ্বুতে আপনি ডাকিয়া । যো-  
গিন্দে ধরিয়া আন কহিলো রাগিয়া ॥ চেলারে লইয়া সঙ্গে  
দ্রুত ভ্রমণ ॥ পঞ্চ হাতিয়ার লয়ে করিলো গমন ॥ কণেক  
বিলম্ব পরে তথায় পৌছিল । চেল্য জেরে গুরুজিকে দেখা-  
ইয়া দিল ॥ দেখানাত্র যোগিজিরে কহে দ্রুতগণে । সুন্দর  
দেখিয়া রূপ ভাবে মনে মনে ॥ যোগিজি বলিয়া ডাকে যত  
দ্রুতগণ । চলো চলো উঠে চলো রাজার গুবন ॥ কত চেল্য  
আছে সঙ্গে ভায়ে লয়ে চেল্য । তোমাগিন্দে লয়ে বেহতা  
নৃপ পাঠাইলো ॥ যোগিজি ভূমি বুঝি কি মাঝাধিরি আর ।

পাঁজের পাইয়া, আছলাদিত হৈয়া, পরে নব্বি নুপে টেকলো ।  
কহিলাম বাহা, করিয়াছ তাহা, ইহার পাইবে কলো ॥  
ওরুজি সাজিব, চেলা বানাইক, নুপতিনন্দন তোরে । আজ্ঞা  
মত হবে, তবে প্রিয়া পাবে, নাতি বুঝ ভিন্ন মোরে ॥ নিশি  
পোহাইল, কোকিল ডাকিল, যোগী হৈতে হয় মন । হিন্দিকী  
রচন, রসেতি বচন, হিন্দি বিরচনে শুন ॥

গান । ভাল আভুখেমটা ।

যোগিকি জোগ দেখো জোগিয়া রে । ছোনেকি  
কামা মেঁ রাখ মলারে ॥ হরদম জোবোলে জোগি  
জৈ জৈ কি বোলি । গোনামিয়া নাম লিয়া মালা  
লিয়া বে ॥ জোগিকি জোগমেঁ জোগ মেঁলায়া । ছের  
পর জঁটা বাদ জঁটাধারী বানারে ॥ রাজা মহা-  
রাজকো চেলা বানায় । খুনি জালানে কি লিয়ে  
লকাড় লিয়ারে ॥ নুহালা জোলিয়া কাদসে ধরকে ।  
বিনা বাজানে কি লিয়ে বিনা লিয়ারে ॥ চিমটা  
লিয়া তাপুলিয়া জোগিয়া ছামান । লোটাণিয়া ছোটা  
লিয়া জোগি বানারে ॥

পন্নার । মস্তুর নন্দন খন প্রভাতে উঠিয়া । মস্তুর ভঙ্গম  
করি অক্ষেতে লেপিয়া ॥ পরচুলা লয়ে তার জটা বানা-  
ইলো । কণ্ঠমালা গলেদিলো জপমালা নিলো ॥ নুপজিরে  
আপ্ননার চেলা বানাইয়া । সন্ধে করি রঞ্জে যায় নগর জ  
মিয়া ॥ সহর তিহর এক বটরুজ ছিল । তাহার তলায় যোগি  
আমন করিল ॥ কুসিয়া তাহার তলে খুনি জালাইয়া । নির-  
ঞ্জন আরাধনে রাহিল বসিয়া ॥ চুরি করে পাঁজের বাহা  
এমেছিলো । আরাধন পরে যোগি বাহির করিলো ॥ চেলারে  
আপন ডাকি কহে বিবরণ । বেচিবারে দিব জোরে পাঁজের  
এখন ॥ বেচিবারে যাহ রাহি সহর কিতরে । কোনজন চোর

মস্তিস্কত শুনিব তখনি ॥ কথার বাহির ভব কথার না হব ।  
কহিবে আমারে বাহা তাহাই করিব ॥ মস্তির ভাবেতে রাজা  
নিজ ভাব দিলো । পয়ার প্রবন্ধে ক্রীসমহুদি রচিলো ॥

অদুঃখিপন্য । মস্তি কহে শুন, রাজার নন্দন, মোর  
কথা কুমি শুন । চতুর নানদ্বী, রাজার কুমারী, কথাক্তে ল-  
ইবে মন ॥ আজি তার ঘরে, যাইয়া আদরে, বলি বাহা  
আমি কর । এক শিশি মোর, আছরে যাছর, নাকে দিবে  
যেহে তার ॥ জ্ঞানেতে নে ধনী, হবে পাগলিনী, তিনদিন নেশা  
রেশ । মড়া মত হবে, নেশাতে থাকিবে, জ্ঞান হত অতি হবে ॥  
কড় মড়া ছেলে, দিব লাগি তুলে, আনি আশানেতে গিয়া ।  
সেই ছেলে জিয়ে, পোপন করিয়ে, প্রথমে রাখিবে নিয়া ॥  
সিঁসি শুগাইবে, বেড়ন করিবে, মড়া তার বুখে দিয়া । চান্দর  
চাকিয়া, পাঁজর লইয়া, যোর হাতে দিবে নিয়া ॥ তার পরে  
মড়, করিব বিকিত, যোগির বেশ ধরিব । নৃপতির বনে,  
নিশি পোহাইলে, তোমারে চেলা করিব ॥ ইহাই বলিয়া  
আশানেতে গিয়া, মড়া এক জয়ে এলো । নৃপতির হাতে,  
দ্বন্দ্বো মস্তিস্কতে, রাক্ষসবাণী যেতে কৈলো ॥ চলিলো রাজন,  
চরিত্র মন, সিংহ মড়া দুই লৈয়া । পৌছিল ভুবনোরাধিলো  
যতনে, মড়া সিংহ লুকাইয়া ॥ রাজার নন্দিনী, সিংহরিজ ধনী,  
বঁধরে লাগন দেখি । জুড়াছড়ি করে, যৌবনেগি ভরে, ম-  
নোতে হইয়া সুখী ॥ রাজা হেনকালে, নাকে সিংহী দিলে,  
শুধে হৈল পাগলিনী । জ্ঞান হত হৈলো, বুদ্ধি হারাইলো,  
বেড়ন হইলো ধনী ॥ রাজার নন্দন, ধনিরে তখন, চিত্ত করে  
শোয়াইলো । মড়ারে লইয়া, বুকে তার দিয়া, বুখেতে লা-  
গিয়ে দিলো ॥ রাক্ষসী যেমন, খায় মড়াগণ, তেমন তাহারে  
করে । মস্তি কথা মড়, করিলো প্রকৃত, ধনীমুখে রক্ত বরে ॥  
চান্দরে চাকিয়া, ধনীরে রাখিয়া, পাঁজর খুলিয়া দিলো ।  
রাজার নন্দনে, মালিনী সদনে, মস্তিরে আনিয়া দিলো ॥

রিবো তারো, যত আছে মনে মোরো, মল্লি শুনি নিশ্চয়  
কহিল । গোপনে তথ্য থাকে আমোদে সদত রবে, চাতু-  
রির মত রিবো কল ॥ চতুর রমণী সেই, মনেতে করেছে এই  
মহারাজ শুন হে সন্ধান । হইলে আমার মৃত্যু, নিশ্চিত হ-  
ইয়া রৈকো, আমোদে থাকিতে ছুই জনে ॥ আমি যদি বেঁচে  
রমো, তোমারে লইয়া যাবো, নিজদেশে রক্ষে নক্ষে করি  
ইহাই বুঝিয়া ধনী, লাড়ু দিলো গুণমণি, জীবনেতে মারিবে  
আমারে ॥ যেমন চাতুরি কৈলো, উচিত তাহার কলো, দিব  
তারে ঘরে যাব ঘরে । ছিন্দিবো রাগিয়া কল, এই যে উচিত  
হয়, মনোমত সাক্ষি দিব তারে ॥

পরার । রাজারনন্দন কৈলো দেখিলে রাজন । রাজার  
নন্দিনী ধনী চতুর যেমন ॥ মেরেছিলো তবে মোরে লাড়ু  
খাওয়াইলে । নিরাজ করিত ধনী তোমারে লইলে ॥ এখা-  
নেতে কদাচন আর মা থাকিব । উচাটন মম হৈলো দেশেতে  
বাইব ॥ রাজারনন্দন শুনে ভাবিতেছে মনে । প্রাণপ্রিয়ে  
চেড়ে দিবে বাইব কেমনে ॥ থাকিতে পরাণ আমি ছাড়িতে  
নাশিব । না হেরিয়া হেন রূপ পরাণে মরিন ॥ মল্লিরে কহিল  
রাজা জাবিয়া চিন্তিয়া । বাইব কেমনে আমি প্রিয়সী ছাড়ি-  
য়া ॥ কলেরবে প্রাণ মোর যতক্ষণ আছে । হেরিব তাহার  
রূপ মনেতে লেগেছে ॥ হেন বাক্য শুনি মল্লি উত্তর করিলো ।  
ছাড়িতে প্রিয়সী কেবা তোমারে কহিলো ॥ যদি মোর কথা  
তুমি রাখহে রাজন । লয়ে যাব প্রিয়া তব করিয়া বতন ॥  
চাতুরি করিছে যেমন চাতুরি করিব । ঘরের বাহির করে নক্ষে  
লয়ে যাব ॥ নৃপতি কহিল মল্লি কি বলিলে শুনি । বাহির ক-  
রিবে তুমি রাজারনন্দিনী ॥ অসম্ভব কথা হেন কেমনে পা-  
রিবে । ঘরের বাহির করে লইয়া বাইবে ॥ প্রাণপ্রিয়া যদি  
মোর লয়ে যেতে পার । আজ্ঞাকারি সদা আমি থাকিব  
তোমারি ॥ তোমার বুদ্ধিতে পাই রাজার নন্দিনী । বাহ্য কবে

মস্তি, সে জন চতুর অতি, কোন দিন রক্ষে ভুল দিয়া ॥ রাজা-  
 রে লইয়া যাবে, মোর দশা কিবা হবে, বুঝিতেছি আমি  
 অল্পমানে । মস্তির কুমার ধনে, বিশাক্ত মিস্ত্রীর এনে, খাণ্ডা-  
 ইয়া গারিব সে জনে ॥ ভুলারে রাখিবো প্রাণে, আপনারি  
 নিকেষ্টনে, আশোদেতে সদন্ত থাকিবো । নূতন নূতন রসে,  
 কৌতুক করিয়া শেষে, যুবরাজে ভুলারে রাখিবো ॥ এই বলি  
 ছলা কৈলো, নৃপতির জ্ঞানাইলো, শুন শুন নৃপ মহারাজ ।  
 আশিয়াছ মস্তি সন্ধে, তুলিয়াছ মাতি রক্ষে, একি করা তব  
 ভালো কাজ ॥ সন্ধান করিয়ে তোরে, এনে দিলো মোর ঘরে,  
 পেতো কৈলো তব কত কর্ম । তাহারে তুলিলে প্রভু, কিছু  
 নাহি দিলে কছু, এত করা কেবল অধর্ম ॥ চারি লাড়ু  
 তার জন, দিতেছি করিয়া মান্য, আজি লয়ে দেখো তারে  
 দিয়া । আপনার সাক্ষাতেতে, খাণ্ডাইবে মস্তিগুতে, খেতে  
 পরে কহিবে আশিয়া ॥ আপনি না খাবে কছু, নিষেধ ক-  
 রিছু প্রভু, খাবে যদি মোর মাথা খায়ব । এই বলি উঠে  
 গেলো, চারি লাড়ু আনি দিলো, মস্তিরে লইয়া প্রাণ দিবে ॥  
 মহারাজ লৈয়া তারে, আশি মামিনীর ঘরে, মস্তি হস্তে সেই  
 লাড়ু দিলো । তুমি মোর হোণ্ড মস্তি, রাজকন্যা রসবতী,  
 শুনে এই লাড়ু খেতে দিলো ॥ সাক্ষাতেতে খেতে মোর,  
 কহিয়াছে প্রিয়া মোর, না খাইলে ছাড়িবা তোরে । হের  
 বাণী মস্তি শুনে, বুঝিলেন মনে মনে, এত দিনে লাড়ু দিলো  
 মোরে ॥ সন্দেহ তাহার হৈলো, নৃপতির জ্ঞানাইলো, রাখ  
 লরে পশ্চাত্ত খাইবো । এত দিনে রাজকন্যা, লাড়ু দিলো  
 মোর জমা, কেন দিলো মনে বিচারিকে ॥ পরে লাড়ু লরে  
 মস্তি, হইয়া চঞ্চল অতি, নৃপতির সাক্ষাতে ভাঙ্গিয়া । কাক  
 আগে খাণ্ডাইলো, খাণ্ডামাত্র মরে গেলো, চমৎকার হইল  
 দেখিয়া ॥ রাজা বলে একি হৈল, ভাল লাড়ু দিয়া  
 ছিলো, এখন মরিতে মস্তি মোর । কহিলো তাহারে শিলা,  
 হেন কর্ম কেন প্রিয়া, রসবতী হবে তুমি কর ॥ ভাব লভা ই-

রাজন । তোমার আশাতে আমি ছাড়ি নিকেতন ॥ জাতি  
কুল মান প্রাণ সকলি লইয়া । সঁপিয়াছি প্রিয়ে তোরে রসিক  
বুঝিয়া ॥ এই মত হৈলো কত কথোপকথন । পরেতে হইলো  
আমি উদয় মদন ॥ উদয় হইলো প্রেম উভর দুজনে । লজ্জা  
পলায়ন কৈলো নিজ নিকেতনে ॥ রাজার নন্দিনী স্থানে রস  
লক্ষ্য ছিলো । রসের পলিতা তায় যুবরাজ দিলো ॥ প্রেমের  
তৈলেতে রাজা পুরাইলো তায় । মদনের অনলেতে পলিতা  
ধরায় ॥ লোভেতে আশার মন যতো হয়ে ছিলো । পিরি-  
তেরি লক্ষ্য জেথো দীপ্তমান কৈলো ॥ পিরিতেরি রীতি ক্রিয়া  
করিলেন সাক্ষ । বিদায় হইলো রাজা ভেঙ্গে গেলো রক্ত ॥  
বিরচিত সমহাদিন পথার প্রবন্ধে । পুন শুন অন্য কথা ত্রিপ-  
দির ছন্দে ॥

দীর্ঘত্রিপদী । সূর্য্য বেয়ে লুকাইলো, নিশি আমি দেখা  
দিলো, উদয় হইলো শশী আমি । কিঞ্চিৎ বিলম্ব পর, আমি-  
বেন প্রিয় মোর, হেন ধ্যান করিছে প্রিয়সী ॥ হেনকালে  
যুবরাজ, করিয়া আপন সাক্ষ, উপস্থিত হইলেন আমি । রস-  
বতী কহে তার, এস এস রসময়, ওহে বঁধু মোর প্রাণশশী ॥  
রাজা শুনি হেন বাণী, কহিতেছে গুণমণি, এত মান মোর  
কেন প্রাণ । সদা মোর এই আশ, থাকিবো হইয়া দাস, এই  
আশে আছে হে জীবন ॥ সেবিবো চরণ জানি, সেবিবো বদন  
ধনি, এ ভরসা সদ্ধা করি মনে । দেখ দেখ প্রিয়গিনী, রসবতী  
কমলিনী, হেন কথা থাকে হে যে মনে ॥ তাবের ভাবিয়া  
কথা উপস্থিত হৈলো তথা, প্রেম আমি সাক্ষ্য করিলো ।  
লজ্জা পলাইয়া গেলো, মদন উদয় হৈলো, দুই জনে রসেতে  
মাতিলো ॥ করিলে রসের খেলা, উঠিলেন রাজবালা, সাক্ষ  
করি রসরস যতো । লোপনে লইয়া পতি, মৃতন রসেতে  
নিতি, সন্তোষ করিলা করে কতো ॥ এমতি বিহার নিতি, সদা  
করি রসবতী, এক নিশি মনে বিচারিয়া । রাজার সঙ্কেতে

গান । তাল রেখতা ।

এসোহে প্রাণনাথ তুমি কোথা ছিলে প্রাণ । না হেরে  
তবরূপ ভাবি আমি রাজ্য দিন ॥ যদবধি প্রাণনাথ,  
চুরি কৈলে মনরথ, তদবধি আশার পথ, করি আমি  
নিরক্ষণ । আসাতে তোমার শশী, সদত হইরে আসি,  
দিবা মোর হয় নিশি, আসি কর দিগুমান ॥

পর্যায় । বিনোদিনী গান শুনি বিনোদ মাতিলো । নিজে  
বাক্য মঞ্চে গানে উত্তর করিলো ॥

গান । রাগিণী আভনা । তাল জং ।

তব বদন হেবি প্রাণ উজ্জল নয়ন । উজ্জল হইল মন  
শুনিয়া বচন ॥ কিবা বেশি কোনল কেশিকুটিম নিশি  
প্রায় । ডাকিয়াছে চিকুর আসি তব শশীবদন ॥ শুন  
প্রাণ গুণমাণ, তব চাঁচের কালমাগিনী, বদন নিরমল  
মণি, লয়ে করে বিরাজন । সমছদ্মি ছিদিকী বাণী,  
বুঝে দেখ গুণমণি সেবিতো নাহিক জানি, কেবল তব  
চরণ ॥

হড়া । বসবতী সতী, বুবতী এমতি, উপপতি লয়ে  
ধর্মকে শাস্তি করিয়ে, আপন পতি করিয়ে, বরণমালা গলে  
দিয়ে, নিতি নিতি এই রীতি, বিহার করিহুত লাগিলো ॥

পর্যায় । রসিকের গান শুনি রসবতী প্রাণ । যৌবন  
আপন বন কৈলো সমর্পণ ॥ যৌবনের রাজা হিলাম শুক  
বুবরাজ । সঁপিরাছি তাহে আমি ছেড়ে দিয়ে গাঁধা ॥ কল-  
বরে আছে মোর কেবল পরাণ । অধিকার তার এই দিহু  
জোরে দান ॥ তোমার গুণেতে প্রাণ বিক্রিত এজন্যে । আ-  
শ্রিত হইল এবে রাখ জে চরণে ॥ উত্তর করিলো শুনি রসিক



চড়া ।

করে করে যুগল করে, ধনি এসে করে ধরে, অপরাধ কমা করে, কার সাধ্য হেন করে, মিলন করে, আপন করে, যে করে, সাধন করে, পায় না বাহিরে । সেই কর কর্তার, ধারে দিলো কর্তার, করের হয়ে অধিকার, কর লয় সবাকার, হেন করের কি বিচার, মুখে করে আপনার, ছিদ্দিকি নারে ॥



## রাজ-নন্দিনীর উক্তি ।

গান । রাগিণী বিভাষ । তাল আড়া ।

একি মানে নিশি গেলো হয়ে অবশান । দম্পতে রজনী গেলো হইয়া বিহান ॥ বুঝিবারে তোমার গুণো, করিলাম অপমানো, শেষে ভেবে মরি আমি শুনো প্রিয় প্রাণ । তোমার জনা প্রাণনাথো, গতো রাত্রি ভাবি বতো, না এলে যখন বন্ধু করিলাম মান ॥

পরার । ভাঙ্গিলো কুম্ভল পরে মিলন হইলো । মদন মদয় হয়ে আসি দেখা দিলো ॥ বতো সাব ছিলো যনে পুরাইলো ভায় । নিশি নাই বলে রাজ্য হইলো বিদায় ॥ নিশি অবমান হইলো দুর্বা প্রকাশিলো । বিনোদিনী উঠে ধনী বাহিরে বসিলো ॥ মনে মনে গোণে রামা রাজার নন্দন । চতুর নাগর বটে রসিক সুজন ॥ আমার মানেতে কল্য অপমান করে । গিয়াছেন রসরাজ চরণে ধরিয়ে ॥ আজি এলে তারে আমি লুভন বচন ॥ শুধাইবো বতো পায়ি ছিদ্দিকি রচন ॥ হেন খাদ্যে দিনমানে কাটিলেম ধনী । প্রাণ খসী এলো তার লইয়া রজনী ॥ যাক্ত টেক্সা শীত গিয়া বহুরে আপন । হাতে ধরি লব্ধে ধনী লম্বার তথন ॥ করিয়ে বিস্তর ভক্তি মিনতি প্রপতি । বহুরে শুনার গান সতী রসবতী ॥

বারে প্রায় উপস্থিত হইলো ॥ পারের ধরাইবো বলে পড়ে  
গেলো মনে । শুমানে রহিলো খলী পুন মছে মানে ॥ রাজার  
নন্দন ধন ভাবিতে লাগিলো । জাজিলনা মান ছড়াগানেতে  
বুকিলো ॥ উত্তম মানের ছড়া ত্রিভিকি রচিত । পুনর্বার প্রত  
করা তোমারে উচিত ॥

ছড়া ।

প্রাণ বুরি মানের মান জ্ঞাননা, কিম্বা মনের গুণ জ্ঞাননা,  
মনের আচার জ্ঞাননা, মানের বিচার জ্ঞাননা, মানের নাম  
কৈওনা, মানের কথাও কৈওনা, হেন মানে হয়না ভারি ।  
ত্রিভিকির কথা মান, তারে বলি মান, দিলে প্রাণ বলিমান,  
না ভাঞ্জে যদি মান, সেইতো ভালমান, তার নাই অপমান,  
শুনৈছি বিপান, করো দরমান ওলো সুন্দরী ॥

গান । তাল বেহতা ।

মানে মান রাখা ভালো ও মানিনী তোরে বলি ।  
অধিক মান অপমান কেবল করা গালে কালি ॥ যদি  
মান করবে প্রাণ, মনের মতো মান করো । যে  
মানে দিবেনা লোকে শুনলে পরে হাতে তালি ॥  
হেন মান ছাড় মান যে মানেতে মান যাবে । অপ-  
মান হলে পরে ভেঞ্জে যাবে মানের ডালি ॥

পর্যায় । মুকাইলো কতো প্রাণে বলে ছড়া গান । তবু  
নাহি ভাঞ্জে মান দেখিলো রাজন ॥ অঙ্গ মান এতো নহে  
বুঝি অনুমানে । কেম অপরাধ বলি ধরিলো চরণে ॥ পঙ্কিয়া  
চরণ তলে গড়াগড়ি যায় । মান ভাঙ্কি করে ধরি বন্ধুরে  
উঠায় ॥ হেন করে কর খনি বন্ধুর ধরিলো । যে করেছে কর  
লয় ত্রিভিকি রচিলো ॥

দিবা নিশি আসি আশি হয়ে হারাইলো মান ॥ শুন  
ওলো রসবতী, ঠাট্টা ছল ছাড় রীতি, এসেছি মধুর  
লোভে দয়া করে কর দান । তোমার আশাতে ধনী,  
আসিয়াছি প্রিয়সিনী, ছিদ্দিকির শুনে বাণি, কিরে  
শুনো ছড়াগান ॥

ওলো সজনী, গজগামিনী, বেশকারিণী, গুণমণি, গুণধনী,  
মধু অধরিণী, নূতন যৌবনী, জলন্ত অনলিনী, বিনোদিনী,  
প্রিয়সিনী, সুহাস্যবদনি, শরলক্ষ্মণিনী, কোমলনয়নি । বৃদ্ধ  
ভুরু, কণ্ঠভুরু, শোভে উরু, অঙ্গে সরু, চরণ গেরু, চলতে  
মেরু, রক্তের গুরু, বিনোদিনী ॥

বোল ছড়া ।

তাহে পুন নয়ন বাঁধ । দেখলে হরে নয় প্রাণ ॥ যুগ দেখি  
লক্ষ্যপায় । লুকাইতে বনে যায় ॥ এমনি লক্ষ্য তাহে  
হলো । লুকাইতে বনে গেলো ॥ বলিব কি প্রাণ আপ-  
নারে । দেখলে নয়ন নয়নকুরে ॥ নয়নেতে জুওঁর এসে ।  
প্রেমের নদী যায় ভেসে ॥ প্রেমতরঙ্গ রস রঙ্গ । ভূবে যায়  
হর ডঙ্গ । এমনি নয়ান তোর ও গুণমণি ॥

গান । ভাল রেখতা ।

কি নয়ন নয়ন হেরে নয়ন শোভা চৈলো মোর ।  
দেখলে পর দেখব বলে দেখবো দেখবো করে যার ॥  
এ নয়ন কার নয়নে লেগেছে হে রসবতী । আপন  
নয়নে কাটি দিলে দেখো নয়ন তার ॥ - ছিদ্দিকি  
কহিতেছে এই নয়নের বলিহারি । না দেখলে যে  
নয়নে হরে যার মোরঙ্গ আদার ॥

পয়ার । ধনী ছড়াগান শুনি মোহিত হইলো । মান কাঙ্ক্ষি-

ভাহার কারণ ॥ প্রাণপ্রিয় মোর সুখি করিরাছ মান ॥ শারী  
রিক হয়ে ছিলো আমার পীড়িত ॥ আসিতে না পারি তাহে  
তোমার সাক্ষাত ॥ ইহাতে বহুতক দোষ পাটয়াছো প্রাণ ॥  
কুণ্ঠাতে মোরে মেতে কর পান খান ॥ অধরে অধর ধরি  
বান ধীরি ধীরি ॥ আঁটিয়ে কুব্ধন ধরে করছে প্রহারি ॥  
মোহের নৌকায় পুরে পেয়েমর আগরে ॥ ভুলাইয়া দেহো প্রাণ  
ধরিয়া আমারে ॥ নয়নের বাণে বাণে হানে এই জনে ॥  
কথার গুণ্ডরে ধনী বধ মোর প্রাণে ॥ শুনে ধনী গুণমণি মনে  
মনে গণে ॥ সুরাজ ঠাট জলা বিকলিত জানে ॥ চতুর  
নাগর মোর সৈকেছেন দার ॥ কথা কবো কিন্তু আনি ধরা-  
ইবো পায় ॥ কথাত্তে বধন মান নাহিক ভাজিল ॥ পশ্চা-  
ততে ছড়া গান আরম্ভ করিল ॥ বিরাচিত সমুদ্রদিন পয়ার  
পদকে ॥ ছড়া গান শুন ধনী আমদে আনন্দে ॥

ছড়া ।

বলি তোরে শুন, রসবতী প্রাণ, তবরূপ নিরীক্ষণ, করি  
দামি বধন, হারাইয়া জ্ঞান, মুচ্ছাগত হয়ে থাকি ॥ শয়নে  
দপনে, তব আলাপনে, প্রীতি আলিঙ্গনে, আশন জীবনে,  
আনন্দিত মনে, কেবল করায় সুক দেখি ॥ তদভিন্ন, বচন  
চুম্বন, প্রেম আলিঙ্গন, রূপাল বিগুণ, আমার এখন, হলো-  
নাক প্রাণ ॥ দেখ ধার, এমন করা, কঠিন ধার, করে তাবা  
প্রাণে মারা, কেবল করা, অপমান ॥ বলি এখন, শুনো মণি,  
সিকের নহে কর্ম, যে করে অধর্ম, থাকে নাক তার ধর্ম,  
ধর্ম ভিন্ন অন্যকর্ম, একি করা ভালো ॥ অতিশয় কাতরে,  
মহারাজ আদরে, হিন্দিকী বচন সাধে, কহিতেছে বারে  
বারে, জাননাক আর কারে, মধুদানে কর আলো ॥

গান । ভাল আড়খেয়ালি ॥

মধুর লোভে নার হারিয়ে মত্ত খলি হয়ে প্রাণ ॥

রাজারনন্দন । রাজারকুমারী লয়ে করে বিরাজন ॥ পুণি  
 নিশি শশীমত উদয় হইয়া । সদা আসা যাওয়া করি মদনে  
 মতিরা ॥ উভয়ে মিলিয়া কবে পুণ্য আলাপন ॥ নৃতন  
 কুতন রসে রজনী বহন ॥ নরপতি একরাতি নাহি আটল  
 তাহাতে যুবতী অতি চাঞ্চল্য হইল ॥ মনে মনে গগে রান্না ন  
 এলো নাগর । বুকিয়া আপন মন দিলো অন্যস্তর ॥ না হই  
 আনিত পুণ্য সে বিধুবদন । তার লাগি গন ধন হলো উঠ  
 টন ॥ নিশি কাটা হলো দায় শশী কোথা গেল । এই খেদে  
 বসে ধনী গান আরম্ভিল ॥

গান । রাগিণী বিভাস । তাল আড়া ।

বনগো মধি এ নিশি পোহায় কেমনে । না হেরে  
 তাহারে আমি হাঁড়ি কেমনে ॥ উড়ু উড়ু করে মন,  
 না ধরে ধৈর্য্য ধারণ, করে গেলো পুণ্য শশী উদয়  
 পুণ্যে ॥ যারে না দেখিলে পুণ্য, উজাটন চর মন,  
 সে ধন মোর কোথা গেল বধে জীবনে ॥

সঙ্গার । এমতি বেদের গান বসে বসে গায় । শশী নিশি  
 আরোহণে নিকেতনে যায় ॥ তপন যতন করি দেখায় বদন  
 রাজার কুমারী ধনী উঠিলো তখন ॥ মুখে পানি দিয়ে ধন  
 তারিবেহে মনে । অদ্য নিশি যদি আইসে রাজাব নন্দনে  
 স্তম্ভিত তাহার কল বুকে তারে দিবো । মানে গন মজাইবে  
 পায়ে ধরাইবো ॥ যেমন কঁদালে মোরে তেমন কঁদাঝো  
 মানভরে ভর করি কথা না কহিবো ॥ এই ধ্যানে দিনমা  
 কাটিলেন ধনি । হেনকালে উপস্থিত হইলো রজনী ॥ রাজা  
 কুমার ধন সময়ে আপন । ধনির মন্দিরে গিয়ে দিলো মন  
 নন ॥ বহুরে আপন বেনী কোরে নিরীক্ষণ । মানেতে মগ  
 হরে কুমার বদন ॥ কাজ বিস্তর হৈছে কহিছে রাজন । বদ  
 নকাজ কেহো রজনী আসি ॥ রাজা নিশি নাহি আ

মর্ত্যের হইয়া দৌহে জলপান কৈলো ॥ সুস্থির হইয়া দৌহে  
পালঙ্কেতে গিয়া ॥ শয়ন করিলো পুনঃ মুখে মুখ দিয়া ॥  
এমন সময় তথা কোকিল ডাকিলো ॥ রাজার নন্দন শুনে উঠে  
দাঁড়াইলো ॥ এখন আমারে প্রাণ করহে বিদায় ॥ নিশি নাই  
হুতবে কোকিল জানার ॥ কেমনে রাখিব ধনী রাখিতে  
পারিলো ॥ অতিশয় কাতরেতে বিনায় করিলো ॥ নিঃস্ব  
হরিলো ধনী শুন প্রাণবন্ধু ॥ দেখ যেন ভুলনাক ঘেরে হেনগধু ॥  
এতি নিশি আসি শশী উদয় হইবে ॥ আঁদার আমার মন  
জুড়ুল করিবে ॥ রাজার নন্দন শুনে কহিছে তাহার ॥ কি  
কহিলে প্রাণপ্রিয় ভুলিব তোমার ॥ আমি কলবর প্রাণ  
চুমিত জীবন ॥ না হেরিলে কবরূপ হইবে মরণ ॥ উত্তর  
হরিয়া রাজা গমন করিলো ॥ ধনীর মন্দির হইতে বাহির  
হইলো ॥ বাহিরে দাঁড়াইলো মন্দির নন্দন ॥ সকল সংবাদ  
সহে কহিলো বাকন ॥ শুনিয়া মস্তিষ্কুত আনন্দিত মনে ॥  
মন করিলো দৌহে মালিনী সমনে ॥ হেতাকার শুন আর  
রাজার নন্দন ॥ নাগরে বিদায় দিয়া কান্দিতেছে ধনী ॥  
কাকিলের প্রতি রাগি গান আরম্ভিল ॥ পরার পূর্বক্রে শ্রীম-  
দ্বি রচিল ॥

গান ॥ রাগিণী বিভাস ॥ তাল আড়া ॥

কোকিল তোরে কি হলো ॥ এতরাজে ডাকলি কেন  
বন্ধু পালালো ॥ তোরে ডাকের শুনি ধনি, শিহরিয়া  
উঠে ধনী, নিশিনাই বলে পুণ্য কলে পালালো ॥  
করলি যেমন বিশ্বাস, আমি তোরে পাই বচি,  
দিব বেঁধে পেমভোরে উচিত কলো ॥

পরার ॥ দিনমান গন্ত হৈল রজনী আইল ॥ ধনীর মন্দিরে  
গসি নৃপ দেখা দিল ॥ সাক করি রস রস নিশি অবধানে ॥  
নন্দার গেলো নৃপ মালিনী সমনে ॥ এই রীতে এই ভাবে

আমার দেশেতে গিরে, এলে প্রাণ দেখা দিয়ে, এখন  
লাজে কিকাষ করে মিছে লাজ করে। ধনি । হিন্দিকী  
কহিছে মজে, ছাড় ধনি হেন লাজে, পাইলে যদি  
যুবরাজে, মজ রাজনন্দিনী ॥

ধূয়া । যৎ ॥ দেখোঃ খুলিরা ময়ন । রসবতী  
রাজবারা ॥ তব আঁজামত আমি ছাড় ধনী ঠাট  
হলা ॥

পর্যায় । একি অগরুপ দেখি রাজার নন্দিনী । মনচোরা  
প্রাণধন মধু অধরিণী ॥ আপন দাসের মধ্যে এজনে গণিলে ।  
আনিবার জন্য পুনঃ অনুমতি দিলে ॥ তব আশে আশা করে  
ছাড়ি নিজ দেশে । আসিয়াছি আশি হয়ে মাদিনীর বাসে ॥  
নৈরাশ আশায় ধনী পাইয়া বিশ্বাস । বহিতা আজর মোর  
নাশিকা নিখাস ॥ তব অনুমতি মত এসেছি এখানে । ॥ ছেড়ে  
লাজ কথা কহ উঠায়ে বদনে ॥ রাজার নন্দিনী ধনী করিয়া  
অবণ । বন্ধুর হাতেতে ধরি বসার তখন ॥ কহিতেছে গুণমণি  
আদর করিয়া । বৈসো বৈসো প্রাণনাথ শয্যাতে আসিয়া ॥  
তোমার রূপেতে আমি মজেছি নাগর । বিদ্যা যেমন মজে-  
ছিলো পাইরা সুন্দর ॥ আপন আপন ত্রুণ বিবরণ করে ।  
শয়ন করিল দৌহে পালকে যাইয়ে ॥ মদন মদেতে দৌহে  
পাণল হইল । স্নেহ দরশন দিল লজ্জা পানাইল ॥ অধরে  
অধর মেলে বদনে বদন । বুকে বুক লাগাইয়ে করিল চুম্বন ॥  
লোভেতে আইল লোভে লোভেতে মাতিলো । মধুপান আশে  
অলি কমলে বসিলো ॥ প্রেমমধু বন্ধ করে রেখেছিল দ্বারে ।  
লাজের কপাট দিয়া পিরিতেরি ঘরে ॥ রসের চাবিতে অলি  
খুলিয়া তাহার । সেকা করে ইচ্ছামতো বসে মধু খায় ॥  
রূপের বিলম্ব পড়ে অধিক কাতরে । উঠিলেন উভয়েতে  
ক্রীড়া লাভ করে ॥ পিরিতেরি আলাপনে দুই হলে ছিলো ।

বোল খাখাজ ।

চলো চলো বুবরাজ মহারাজ বরবেশ ধরি ।  
যৌবন করিবে দান রাজ-কুমারী ॥

লধু-ত্ৰিপদী । মস্তুর নন্দনে, কহিলো রাজনে, শুন শুন  
মহারাজ । প্রহর নির্শিতে, আহার পরেতে, বস্ত্র লয়ে করো  
সাজ ॥ সুসাজ করিয়া, দুজনে মিলিয়া, রাজার আগার  
দাবো । দরওয়ানি গণে, দিয়ে কিছু ধনে, শেষেতে জাদিগে  
কবো ॥ রাজার ভুবন, সুন্দর কেমন, দেখি নাই কদাচন ।  
উক্। ওই করি, শুনহে প্রহরি, দেখি যোরা দুইজন ॥ কথাতে  
ভুলাবো, তোমারে পাঠাবো, বাহিরেতে আনি রবো । শুন  
মহারাজ, লইলেন সাজ, করিয়া বিস্তর ভাবো ॥ পরি যোড়া  
জামা, চক্ষুর উপমা, রাজরূপ প্রকাশিলো । মস্তি মজ্জ  
করি, বরবেশ ধরি, জানিত হৈয়ে চলিলো ॥ চলে ধর ধর,  
কাঁপে বর বর প্রেমমদেতে মাতিয়ে । সেকাই শান্তরি, ছয়ারি  
প্রহরি, তাহাদিগে ধন দিয়ে ॥ কথোপকথনে, মস্তুর নন্দনে,  
নকলেরি মন নিলে । উপরোক্ত মন্ত, কহিলো প্রকৃত, সব  
অবস্থা দিলো । হরষিত মনে, চলিলো রাজনে, নিশি দুই  
প্রহরেতে । রাজার আগার, প্রেবেশে কুমার, মস্তি থাকে  
বাহিরেতে ॥ তথায় কানিনী, নুরখাঁহা ধনি, তারিক্তেছে মনে  
যশে । সে বিধুবদন, রসিক সুকুম, আনিবে প্রাণ কেমনে ॥  
ওমন সময়ে, উপস্থিত গিরে, দুইদ আহুদ হৈলো ॥ নুর-  
খাঁহা ধনি, হেরিয়ে অমনি, লাজেতে ব্রোমটা দিলো ॥ সর-  
মতে আর, কথা নাহি তার, রাজার নন্দন ভাবে । ছিদ্দিকীর  
গণী, শুন প্রিয়সিনী, মধু দান দিতে হবে ॥

গান ॥ রাগিণী ঝিকিটে । তাল আড়া ।

কেনো লাজে, টৈলে মজে ওহে প্রাণ প্রিয়সিনী,  
লাজের মাঝায় পড়ুক বাজ মিলি এগো প্রিয়সিনী ॥



কালি দিলো। একডালি চালুদিয়ে বিদায় করিলো॥ ঘরেতে  
 যাইয়া আজি মস্তুরসন্দনে। তৎসন্য করিব তার নিষ্ঠুরবচনে॥  
 ক্রোধেতে অনল হয়ে মালিনী চলিলো। নিজ নিকেতনে  
 আসি উপনীত হৈলো॥ মস্তুর কুমার ধনে মালিনী যাইয়া।  
 বিলসিত নিস্তারিত করিলো রাগিরা॥ তব মালা রাজবালা  
 পাইয়া রহিলো। চুন কালি পালে দিয়া বিদায় করিলো॥  
 সন্ধ্যা ঘোরে এক টাকা দিতে রাজবালা। না দিয়া তাহার  
 চালু দিলো এক ডালি॥ নিকটে মস্তুর গিয়ে চালু ডালি  
 লয়ে। ক্রোধেতে অনল হয়ে আইলো রাগিয়ে॥ মস্তুর  
 কুমার ধন বুঝিলো কারণ। ইহার ভিতরে কিছু থাকিবে  
 সন্ধান॥ উপড় করিয়া চালু ডালি কেলাইলো॥ মুক্তা আদি  
 পত্র সহ দেখিতে পাইলো॥ উত্তর পত্র লয়ে মস্তুর গোপন  
 করিলো। মুক্তা আদি মালিনীয়ে ডেকে দেখাইলো॥ মুক্তা  
 আদি পেয়ে মালি ইরমিত মম। ভক্তি করিয়া ধরে  
 মস্তুর চরণ॥ তব শুণে এত ধন পেলেম বাছাধন। হেন মালা  
 গাঁথি বারি সন্দত যেমন॥ মাথা হুড়াইরে যদি করিতো  
 বিচার। এত ধন মিরোক্ষিলে জুলিতাম তার॥ মালিনীয়ে  
 ভুক্ত করি মস্তুর নন্দন। রাজার শুনার লয়ে পত্র বিবরণ॥  
 সমিধেছে সমাচার শুনে নরপতি। পত্র খুলে পড়ে হৌহে  
 আশঙ্কিত মতি॥ আশার আশেতে আসি আশিহরে ছিলো।  
 সে আশে বিশ্বাস আসি দেখা দিলো॥ মালিনীর গানে  
 চুন কালি দিলে ছিলো। হেতু তার মস্তুর নামে নৃপ জিজ্ঞা  
 সিলো॥ পালে কালী নিশি মস্তুর নামে নন্দী আসি। দিয়া  
 সন্ধান তার রাজার মন্দিরী॥ অর্ধেক নিশি পরে নন্দী  
 লুকাইবে। তার পরে অর্ধেক নিশি আশার আশিহরে  
 তোমারে মধ্যম কালে বাইতে কয়েছে। মালি গালে চু  
 কালি সন্ধান দিরাছে॥ নৃপতি জিজ্ঞা আঁত হরষিত হৈলো  
 সন্ধান করিলো মস্তুর দিলো॥

তোমারিতো তত্ত্ব আমি রমণী হইয়া । তবরূপ দেখে আমি  
পুরুষ সাজিয়া ॥ কেমনে এমন কথা মিথ্যা কৈলে ধনী ।  
কিরিত কুরীত হৈলো রাজার নন্দিনী ॥ চিরকাল শোক যার  
জদরে রাখিয়া । ভ্রমণ করিয়ে এলে দেশে দেশে গিয়া ॥  
তাহার ভাবের ভাব সদা ভেবেছিলে । এ ভাব কেমন ভাব  
সে ভাব ভুলিলে ॥ ভাবের হইয়া ভাবি তোমারি অভাবে ।  
আশাতে বিশ্বাস করি মস্ত্রীমুত ভাবে ॥ এখন এ ভাব শুনি  
মরিবে ভাবিয়া । ভেবে দেখো প্রিয়সিনী মনে বিচারিয়া ॥  
স্নাত্তিচারি মত রীত দেখি যে রমণী । একি রীত বিপরীত  
রাজার নন্দিনী ॥ একি রীত বিপরীত কুরীত করিলে । সুরীত  
পিরিতী রীত তাহার ভুলিলে ॥ মস্ত্রির কুমার বড় সে জন  
চতুর । পশ্চাতে উচিত দণ্ড করিবে তোমার ॥ যেমন অধর্ম  
কর্ম করিয়াছ ধনী । তাহার উচিত কল পাবে প্রিয়সিনী ॥  
ধীক তোর জীবনেতে অধিক অধিক । পমার প্রবন্ধে দিল  
সমছদি ছিদ্দিক ॥

ধূয়া যৎ । যারে যারে লাগে ছে মনে । রসরাজ  
রাজনে ॥ থাকেছে সদত সেই আপন সজ্জানে ॥

পয়ার । প্রত্যস্তর পত্র ধনী লিখে নিজহাতে । একডালি  
ভালে । আমি রাখিল তাহাতে ॥ পত্রের উপরে কত যুক্তা  
বিছাইলো । তাহার উপরে চালুদিয়ে লুকাইলো ॥ মালি-  
নীকে কহিলেন বাহিরে আসিয়া । তব মালা গাঁথা দেখি মনে  
বিচারিয়া ॥ অর্জ ডালিপুরা চালু আছে মোর ঘরে । লয়ে  
যা মালিনী মাগী দিলাম তোমারে ॥ কিন্তু মাগী তোর গালে  
চুমকালি দিবে ॥ বাসনা হয়েছে মোর নং সাজাইব ॥ গালে  
চুণ কালি দিমে চালু ডালি দিল ॥ অঙ্গরময় পথে বাহির  
করিল ॥ মালিনী বুঝিলো একি হিতে বিপরীত । রাজমালা  
মালা পেয়ে হইলো ক্রোধিত ॥ তেকারণ মোর গালে চুণ

মন । তে কারণ গিয়াছিলার করিতে সন্ধান ॥ রমণীর বেশ  
ছাড়ি পুরুষ কাড়িয়া ॥ তোমার আগার প্রাণ আস্যাছি দে-  
খিয়া ॥ তব রূপ দেখে মোর ভুলে গেল মন । অতএব রাখিয়া  
আনি কারিতে সন্ধান ॥ আশাতে তোমার প্রাণ বড় আশি  
হৈয়া ॥ নিশ্চয় বহিতেছিল বিশ্বাস করিয়া ॥ হেনকালে পুষ্প  
লয়ে মারিলি আইল ॥ পুষ্পমালা বাজ লয়ে মোর হাতে  
দিলো ॥ পত্রপাঠ করি আনি পাইলু সন্ধান । আহলাদিত  
হৈল মোর উচাটন মন ॥ একগেতে নিবেদন চরণে তোমার ।  
যে প্রকারে পার এসো আমার আগার ॥ আপন যৌবনধন  
তোমায়ে সোপিব । অলস অনল প্রেম তারে নিভাইব ॥

## ছিদিকির তরফ রাজনন্দিনীকে ভৎসনা ।

গীত । রাগিণী । তাল আড়া ।

সবে এসে দেখ প্রাণ কুরিত মেরেরি গুণ । রাজার  
নন্দিনী হয়ে কিছু নাহি ধর্ম জ্ঞান ॥ রসবতী রাজবালা,  
হেতা কতো কৈলো ছলা, সন্ধানে কাহার গেলো,  
কারে সমর্পিলো মন ॥ তত্ত্বতে মস্তির গেলো, রাজারে  
দেখিলে এলো, মস্ত্রী হইতে রাজরূপ, ভাল দেখে  
দিলো প্রাণ । ছিদিকি কহিছে সবে, সজোনা হে  
ভব ভাবে, এইরূপ ভরমেরে কারু মহে কদাচন ॥

ধুরা ॥ যৎ + নলো নলো একি রূপ ধনী । ওহে  
প্রাণ প্রিয়নন্দিনী ॥

পয়ার । মস্ত্রীর কথাকে গেলো ওহে রসবতী ॥ তাহারে  
ভুলিলে কেন দেখে করপাতি ॥ ছুপতির রূপ যদি মস্ত্রী হৈতে  
ভাল । মস্ত্রীর বুদ্ধিতে কিছু নূপতি আইল ॥ কেমনে লিখিলে  
পাতি নূপতিনন্দনে । তব রূপ দেখি আনি নিজাতে সপানে ॥

ধূয়া । যৎ । উড়ু উড়ু করে আমার প্রাণপতি  
দরশনে । কি যাহু করিলে ধন রাজারনন্দনে ॥

পরার । গোপনে যাইয়া প্রাণ রাজারনন্দিনী । পত্রখুলে  
পাঠ করে হৈলা উদাসিনী ॥ মনেতে জানিল রামা বড়ই  
চতুর । রাজারনন্দন ধন রসিক নাগর ॥ সন্ধান করিয়া মোর  
মালিনী সদনে । আসিয়াছে প্রাণ কত ভ্রমিয়ে কাননে ॥  
কাগজ কলম ধনী উঠাইয়ে নিল । রাজারে উত্তর পত্র লি-  
খিতে লাগিল ॥ অতিভক্তি করে লিখে বঁধুরে আনন্দে ।  
বিরচিত সমুদ্দিন পরার প্রবন্ধে ॥

দান । রাগিণী বিরিট । তাল আড়া ।

তোমারি লাগিয়ে বঁধু পুরুষ আকাব ধোরে । রমণী  
হইয়ে কত বেড়াইলাম ভ্রমণকরে ॥ স্বপনে তোমারে  
দেখে, ভুলিলাম নিজ সুখে, মত্ত হয়ে শেষে ছুখে,  
আসি প্রাণ খুজে তোরে । দেখা দিলে এলেম তোরে,  
চিনিতে নারিলে মোরে, আবার কেন আনিলা  
কিরে, ছিদ্দিকিবে সঙ্গে করে ॥

ধূয়া । যৎ । দেখ দেখ এসো হে বঁধু । যৌবন  
কটিল দান । আসিয়া রুদয় মাঝে বসে পান  
কর মধু ॥

পরার । রাজারনন্দন ধন চরণে তোমার । অতি মিনতি  
পরে প্রণতি আমার ॥ তোমারে লইয়া প্রাণ মত্তির নন্দন ।  
আমিহাতে লজ্জা করি বুকিছু কারণ ॥ সবিশেষ সমাচার  
শুন রসরাজ । প্রকাশ করিতে বড় মনে পাই লাজ ॥ নিদ্রা  
গত দেখি আমি আশ্চর্য স্বপন । তব রূপ প্রাণনাথ করিছু  
দর্শন ॥ এক নিশি যেন আসি আলাপন কৈলে । নিশি মধ্যে  
আলাপিয়া পুন লুকাইলে ॥ তববধি উচাটন হৈলো মোর

প্রাণ হারাইলাম জানি। উদ্বিগ্ন আছি মন হয়ে উচাটন ॥  
 আমার সহরে ধনী গনন করিয়া। পুরুষের বেশ করি আ-  
 ইলে দেখিয়া ॥ আমার সহিতে কতো আমোদ করিলে।  
 কি দোষ পাইলে প্রাণ লুকায়ে আইলে ॥ রমণী বলিয়া যদি  
 জামিতাম ধনী। তবে কেন যুগাইতাম ও বিধুবদনী ॥ নিত্যা  
 মোর কাল হৈলো শুনলো সুন্দরী। এই মোর অপরাধ উঠে  
 ভেবে মরি ॥ কারি গলে মালা দেখে পাইলু সন্ধান।  
 রমণী বলিয়া মোরা জানিলাম তখন ॥ পরেতে লইয়া সঙ্গে  
 মস্তুর নন্দন। কতো তুখ পাই মোরা ভ্রমিয়া কানন ॥ সন্ধান  
 করিয়া কতো পাইলু নগর। খুজে নাহি পাই প্রাণ মালিনীর  
 ঘর ॥ যাহারে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে আমি। ভাল খেলা  
 খেলিয়াছো রসবতী তুমি ॥ বিদেশী লোকের প্রতি কেনবা  
 রাগিলে। নগরে থাকিতে প্রাণ নিষেধ করিলে ॥ ভাগ্যে  
 ছিলো সঙ্গে মোর মস্তুর নন্দন। তাহার গুণেতে পাই মা-  
 লিনী সদন ॥ মালিনীর মন কতো ছলেতে লইয়া। দুই জনা  
 মোরা আছি এখানে আসিয়া ॥ কাতর দেখিয়া যদি দয়াদান  
 কোরে। সমবাহু পূর্ণ করে হরিষ অন্তরে ॥ এই আশে  
 আশা করি এসেছে এখানে। দয়া করি জেনো প্রাণ রেখহে  
 চরণে ॥ আমার জুইয়ের কথা খুলিয়া নয়ন। পড়িয়া বুঝিবে  
 খনি হিনিকির গান ॥

গান রাগিণী কিকিট। তাল আড়া।

তব রূপ দরশনে হৈল মন উচাটন। উখলিল প্রেম  
 আগুন না মানে বারণ ॥ আকাশের তারা মত, নয়ন  
 তার অক্ষয়, কালো মেঘে প্রকাশিত, হয়ে কর  
 নিরক্ষণ। তব নয়ন দরশনে, যুগ লজ্জা পেয়ে মনে,  
 দেশভাগী গেলো বনে, কিবা নয়ন নয়নবান ॥  
 যেমন কণি মণিহারী, তেমনি ময়নভারা, চক্ৰনাভে  
 হলো তারা, বার বটে কুময়ন ॥

আমার খেলা বুঝিতে নাশিলো । জাহার কারণ প্রায় মারিছক  
আইলো ॥ বট দেখে এলেন আমি সেই দুই জনে । গন্ধরে  
আসিয়া বুঝি আহর্য গোপনে ॥ হেনকালে মালিনী জাহার  
উপস্থিত । মলিন বদন হেরি হইলো আশ্রিত ॥ মালিনী  
কিঙ্কাসা কৈলো কেনগো এমন । দেখিতেছি তব কেন মলিন  
বদন ॥ উত্তর করিলো ধনি স্থানী গেলো মরে । উদাসা  
সদত মন যৌবনেরি ভরে ॥ পরেতে লইয়া বাস ধনি হাতে  
দিলো । নিজ হস্তে লয়ে ধনী তাহার খুলিলো ॥ ভিতরেতে  
পত্র ছিলো কাহারে লইয়া । মালিনীরে লুকাইয়া পড়েন  
খুলিয়া ॥ করিলো মালিনী মামি একি দেখি রক্ত । পুষ্প বাস  
কেনা কৈলো করিয়া দ্বিজ ॥ হার গাঁথিয়াছে কেনা কোথায়  
পাইলে । রক্ত কালে হেন বিদ্যা কোথায় শিখিলে ॥ যেমন  
এনেছে খালা পাটবে তেমনি । অহুমতি দিলো ধনী রাজার  
নন্দিনী ॥ গোপনেতে পত্র খুলে পড়িবারে যায় । সমহৃদ্বিন  
বিরচিয়ে সকলে জানায় ॥

গান । রাগিণী ধামজ । তাল আড়া ।

ভব বদনে নয়নে কি গুণ জানে । চন্দ্র লুকাইলো  
মেঘে মৃগ যায় বনে ॥ ললাটে অধর কর্ণ হেন মাহি  
হেরি ! যুগ্মভুর দন্তপুঞ্জি কেশ কাননে ॥ নাশিকা  
নাশনী নায় কেনো হেন ছড়ি । হংসী অভিমানী  
হৈলো দেখি চলনে ॥ বড় আশে আশি হয়ে এসেছি  
দেখিতে । সমহৃদ্বিন কহিতেছে রেখো চরণে ॥  
ধুরা । বৎ । ইকি ইকি অপকণ ধনিরাজার নন্দিনী ।  
দেখাইরে বদন কেন লুকাইলো প্রিয়সিনী ॥

পরায় । আগন্তে প্রথম অতি পরে নিবেদন । রাজার  
নন্দিনী ধনী করুণ আরাগ ॥ তোমার নয়ন বাশে মরে এই  
জন । সদত চক্ৰা হয়ে জাহিছে কানন ॥ একশ বেল হেরি

রীতি নিতি নিতি আসা যাওয়া করে । টাকা দিয়ে সকলের  
 নিলো মনহোরে ॥ সরদার সেকাই আদি ছয়ারি গ্রহরি ।  
 ঢাকরের মতো হৈলো সরে আত্মাকারী ॥ ভাবের উপরে  
 ভাব উতরে করিল । পয়ার প্রবন্ধে শ্রীমহাদি রচিল ॥

ধুরা ॥ যৎ । জানা যাবে এবার তোরে রসবতী প্রাণ  
 ধন । সকল দ্রব্য ছাড়ি বড়ো চুরি করি লহ মন ॥

পয়ার । একদিন মন্ত্রীকৃত প্রভাতে উঠিলো ॥ মালিনীরে  
 ডাকি কতো আদর করিলো ॥ মালিনী মাসিগো শুন বলি  
 বিবরণ । ফুল লগ্নে এসো মাসি গাঁথি ছুই জন ॥ গাঁথিতে  
 চিকনমালা আমি ভালো জানি । তাহাতে হইল ইচ্ছা শুনগো  
 মালিনী ॥ রাজার কুমারী শুনি ভাল মালা পরে । মোর  
 গাঁথা মালা লগ্নে যদি দেও তারে ॥ সন্তুর্ক হইবে বড় পেয়ে  
 পুষ্প মালা । ইনাম বখসিস দিবে তোরে রাজবালা ॥

গান । আভধেমটা ।

মালা গাঁথিতে চিকন । আমি ভালো জানি মাসী  
 মালার সন্ধান ॥ আমার ছাত্তের মালা, পেয়ে পরে  
 রাজবালা, সন্তুর্ক হইবে অতি দিবে তোরে ধন ।  
 মালায়ে পুষ্পের ডালি, দেওয়া মাসি তোরে বলি,  
 গাঁথিব চিকন মালা শোভিত লোচন ॥

পয়ার । লোভ এত বেধাইলো মালিনী ভুলিলো । পুষ্প  
 ডালি সকলইরে লগ্নুখে আনিলো ॥ প্রার্থিলো চিকন হার  
 মন্ত্রির নন্দন । পুষ্পের বানার এক বাজ মিতকন ॥ কাগজেতে  
 পরিচয় সকলি লিখিলো । বাজর ভিতরে মালা সহিত  
 পুরিলো ॥ এসতি করিয়া বাজ দিলো মালিনীয়ে । মালিনী  
 লইয়া বাজ রাজার নন্দিনে ॥ রাজার নন্দিনী তাহে বসিয়া  
 তম্বর । প্রাণমাণ দেহভরেত, আসিবে হেতর ॥ বুঝিবা

বুঝি অনুভবে । না হইলে এত ধন কোথায় পাইবে ॥  
 মালিনী কহিলো বাছা তোমরা কোন জন । আইলে নগরে  
 কেন কিসেরি কারণ ॥ মন্ত্রির নন্দন শুনি কহিল তাহারে ।  
 নিবাস মোদের শুন কাশ্মীর সহরে ॥ হইদ আহাঙ্গদ নাম  
 নৃপতি নন্দন । পরিচয় এই মাত্র শুন বিবরণ ॥ শুনিয়া  
 মালিনী ধনী প্রণাম করিলো । অতি ভক্তি করি সত্য সেবিতে  
 লাগিলো ॥ মন্ত্রির কুশার পরে রক্ষন করিয়া । গ্রহণ করিলো  
 দৌহে একত্রে মিলিয়া ॥ শয্যা কেলাইয়া দৌহে শয়ন করিল ।  
 নিদ্রাতে রজনী পুন অবসান হৈলো ॥ মালিনীরে ডাকিলেন  
 উঠিয়া প্রভাতে । জিজ্ঞাসা করিলো মন্ত্রী রাজার ঘরেতে ॥  
 সেকাই সম্ভরি দ্বারি কতো আছে তার । কোথা কোথা আছে  
 বলো রাজার আগার ॥ কোথায় থাকেন রাজা কোথা পাঠ  
 রাণী । কোন ঘরে রাত্রি থাকে রাজার নন্দিনী ॥ পুষ্প মালা  
 গাঁথি তুমি কোথা লয়ে যাও । কোন ধনী পরে মালা কা-  
 হারে জোগাও ॥ বিবরণ সুবিস্তার নিস্তার হইয়া । বলো  
 দেখি মাসি ওগো যথার্থ করিয়া ॥ আমরা বিদেশী লোক  
 কিছু নাহি জানি । অতএব জিজ্ঞাসা করি শুনগো মালিনী ॥  
 ইহাতে অন্যথা ভাব কিছু না ভাবিবে । বরঞ্চ পুত্রের মত  
 মোদিগে আনিবে ॥ যাছুরা কথা শুনি মালিনী ভুলিলো ।  
 বিবরণ বিস্তারিত সকলি কহিলো ॥ সে দিন মন্ত্রির কুশ  
 দিলো কিছু ধন । মালিনী পাইয়া ধন হরষিত মন ॥ একদিন  
 মন্ত্রিরুত উঠিয়া বিহানে । অতি ব্যস্ত হয়ে গেলো নৃপতি  
 সমনে ॥ সেকাই সম্ভরি দ্বারী যত লোক ছিলো । সবাকি  
 সঙ্গেতে গিয়া দরশন কৈলো ॥ পরে তার সখাকার সম্মান  
 রাখিয়ে । অধিক ধন দ্বার কৈলো ভাবের লাগিয়ে ॥ ঠাকুর  
 পেয়ে সঙ্গে মিলে আনন্দিত হৈলো ॥ সে দিন মন্ত্রিরুত  
 বাসাতে আইলো ॥ পরদিন দুই জনে অর্থ আরো কৈলো  
 গোপনে দরশন কৈলো নৃপতি সমনে ॥ সবাকি সঙ্গেতে  
 বাসায় করিয়া ॥ পুনরায় দিনে ধন আইলো করিয়া ॥



গান রাগিণী-স্থিতিট। : ভাল আড়া। :

সজান করেছি ধনী কোথা আর লুকাইবে । চাতুরি  
করেছে যেমন চতুর নাগের পায়ে ॥ রচিরা হিদি কী  
বলে, শঠের সঙ্গে শঠে মিলে, শঠেতে সরল হলে,  
মজেনা প্রাণ একি তাইবে ॥

ধূয়া যৎ । দেখে দেখে । রেখে মনে জুলনা আমা-  
রে । তোমা বিনা-কারে পাবে সেবিবো তাহারে ॥

পরার । কারিমালিনীয়ে কৈলো রাজার নন্দনে ।  
গোপনে থাকিবো মোরা ভোমারি সহনে ॥ তবে নাম শুনে  
মোরা এসেছি নগরে । বাসা বাড়ি নাহি পাই ভ্রমিয়ে  
সহরে ॥ তুমি যদি নাহি দিবে কলো কোথা বাব । নিশি  
উৎক্লিষ্ট হইল কোথার থাকিব ॥ পঞ্চশত টাকা লয়ে  
রাজার নন্দন । তার পারে মালিনীয়ে কৈল সমর্পণ ॥ আপন  
ভবনে যদি বাসা মোরে দিবে । ইহার চৌগুণ ধন মোর  
হাসে পাবে ॥ বাজ ভরা টাকার পেয়ে মালিনী জুলিলো ।  
বড় লোক হবে বলি আশ্বাসে আনিলো ॥ লোভেতে জাইল  
লোভেতেতে জুলিতে ॥ দুই হইল নিজ ঘরে বাসা ঘর  
দিলো ॥ বাসা লয়ে বৈলে বাজা গোপনে থাকিলে । কদাচিত  
ঘরের বাহির নাহি যাবে ॥ বাজার করিতে কত কহিবে  
আমারে । দানীমত গিরে আমি আনিবো তাহারে ॥ রাজার  
বন্দর আর মন্দির নন্দন । মালিনীয়ে করে বাসা করিলো  
তখন ॥ দশ টাকা দিলো রাজা রাজার করিতে । আশ্বাসে  
আনন্দে কতি আশিকীর হাতে ॥ মালিনী লইয়া টাকা বা-  
জারে চলিলো । খায়া কত লয়ে শীত যকে কিরি এলো ॥  
দশের মনোরম লীচ কেগার করিয়া । রাজার নন্দন দিলো  
সাবির আনিয়া ॥ সুপতি নন্দন পেলে লুটী হইলো । মা-  
লিনী বুঝিলো মোরে কি হইলো ॥ রাজার নন্দন হকে

উপস্থিত হবে, অন্যলোকে যে আসিবে, না পাইবে সহরে থাকিতে ॥ কেহ লুকাইয়ে রাখে, প্রকাশ পাইলে তাকে, তার নাক কান কাটাইবো। পরিচয় এই মোর, সহ করিষো পার, তারে ধরে মাথা মুড়াইবো ॥ শুনিয়া মস্তুর স্তুতে, অতি আনন্দিত মতে, পুন তারে জিজ্ঞাসা করিলো। কারি নাম আছে কার, কোথা আছে ঘর তার, সত্যকারে আমাদিগে বলো ॥ সেজন শুনিয়া কথা, করিলেক হেঁটমাথা, মোর নাম বলে নিবেদিল। সহরে ঘাহারে পুছে, কারি নাম কার আছে, মোর নাম সে জনে কহিল ॥ মস্তুর স্তুত শুনি তায়, টের কিছু নাহি পায়, একি দায় বলে ভাবে মনে। হেন খেল সেই ধনী, খেলিয়াছে গুণমণি, কেমনেতে পাইব সন্ধান ॥ সহরেতে আসিয়াছি, টের আমি করিয়াছি, দেখিব তাহার কুঞ্জ কত। যেমন সে ধনী শঠ, পাবেনাকো মোরে খাট, উপযুক্ত করিব বিহিত ॥ মস্তুর কুমার পরে, জিজ্ঞাসিলো অন্যকরে, কারি মালিনীর ঘর কোথা। পুষ্প লয়ে প্রতি দিন, যোগাইছে যেই জন রাজবালার নিকটে সর্বথা ॥ চকের মধ্যেতে ঘর, আছে সেই মালিনীর, সেই জনে দিলেক বলিয়া। রাজার নিকটে আসি, মস্তুর হাঙ্গি হাঙ্গি, কহিলেক সব বিবরিয়া ॥ সন্ধান করিয়া মস্তুর, হয়ে আনন্দিত অতি, চক্রে যায় বইয়া রাজনে। তজ্জান করিয়া পায়, মালিনীর ঘরে যায়, মালিনীরে কহে বিবরণে ॥ বিদেশী অতীথ মোরা, পথেতে হইয়া সারা, আসিয়াছি আজ সহরেতে। খুজেনাহি পাই ঘর, করিবারে বাসা ঘর, তবে ঘরে এসেছি থাকিতে ॥ মালিনী শুনিয়া কহ, এক্ষণ আমার নন্দ, কার মুখে মাথা বসা দিবে। রাজার নন্দিনী ধনী, শুনে যদি হেনকণীতবে মোর মাথা মুড়াইবো ॥ সবারে নিবেদন আছে, বিদেশী অতীথ কাছে, বাসা দিবে আরিতে না পাবে। হিন্দুকী তথার গেল, মালিনীরে বুঝাইল, বাসারিতে তোমাতে হইবে ॥

রাজারনন্দন হবে লক্ষণে জানায় । তাহাদের রূপ শশী দেখিলে লুকায় ॥ সহরের নারীগণ তথায় যাইয়া । প্রেমেষ্টে মজেছে সবে বদন দেখিয়া ॥ জ্ঞানহারা হয়ে সবে সরোবর তটে । জাত লাগিয়েছে সবে দেখে দুই শটে ॥ আসিতে না চায় কিরে যত নারীগণ । ভাল দায় হলো বলে করি কি এখন ॥ এমন সময় তথা রাজার নন্দন । মস্তির কুমারে লয়ে হয়ে উচাটন ॥ নগরের ভিতরেতে যায় দুই জনে । দেখিতে কৌতুক দৌড়ে অশ্ব আরোহণে ॥ কুলের কামিনী যত শুনিতে পাইলো । গনাক ধুলিয়া তারা দেখিতে লাগিলো ॥ কুলেতে আপন কালি বিরহিণী দিয়া । কত নারী সজে যায় নিকর হইয়া ॥ পশ্চাতে আপন নারী সকলেতে ধরে । নিজ নিজ ঘরে রাখে দারবান করে ॥ সহরের নাম পরে নৃপ জিজ্ঞাসিল পয়ার প্রবন্ধে শ্রীমমছদি রচিল ॥

দীর্ঘত্রিপদী । রাজস্থূত মন্ত্রী লয়ে, সহরে পৌঁছিলো গিয়ে, তথাকার এক লোকে ডেকে । সহরের নাম কিবা, নৃপতি আছয় কেবা, জিজ্ঞাসিল নরপতি তাকে ॥ উত্তর করিল সেই, ফেরদৌছনগর এই, ধোছরো নামে নৃপ আছে থেখা । এক কন্যা ভিন্ন আর, নাহি রাখে পরিবার, বেটা বেটি আর নাভী পোতা ॥ কপের তুলনা তার, দিতে পারে সাধ্যকার, নুর-যাঁহা বলে ডাকে তারে । বিবাহ হইয়া ছিল, অল্পকালে স্বামী মৈল, রাঙা হয়ে এবে আছে ঘরে ॥ বয়েস হয়েছে ঘোল, বৌবন হয়েছে কাল, অলস অলস প্রায় তার । পোতা-ইচ্ছ কলেবর, ভাব দেখি নৃপবর, এই খেদে নাহি যায় ঘর ॥ ঘর মধ্যে ছুইরাণী, তার মাতা পাটরাণী, রাজস্থ করয়ে কন্যা লয়ে । রাজা বড় ধর্মজানী, উপযুক্ত পাটরাণী, সদা সশস্ত্রিত ধর্মজ্ঞয়ে ॥ তিনমাস গত হলো, রাজকাল গিয়া-ছিলো, সহচরীগণ সকলিয়া । দেশ ভ্রমণ করিলারে, পুর-বের বেশ ধরে, সকলেতে তুরঙ্গে চড়িয়া ॥ কিছু দিন পরে কিরে, আসিয়া আপনাবরে, ঢেঁড়রা দিয়াছে সহরেতে । নিশি

বদন । এ উহায় বলে দিদি এরা কোনজন ॥ কিবা নাক কি  
বা বুক কিবা রূপশোভা । অধর মধুর মত যেন রতিলোভা ॥  
নানিকা বাঁশরী মত বেলওয়ারি কলি । নয়ন খঞ্জন প্রায়  
নরগছি কলি ॥ লল্লাটেরি শোভা কিবা হেমেরি সমান ।  
তাহাতে যুগল ভুরুধনুর প্রমাণ ॥ আঁখির পলক নহে বলা  
বায় বাণ । জীবনে বাঁইয়া বধে পাইবে সন্ধান ॥ নিরীক্ষণ  
করে দেখে খঞ্জন প্রকার । দৃষ্টিমাত্র বধে প্রাণ করিয়া সংহার  
ছুইজন । একি মত দেখিতে সমান । সুকি বিধি নিজ হাতে  
করেছে নির্মাণ ॥ কেহ বলে আমি যদি পাই ছুইজন । রুদ-  
য়ের মাঝে রাখি করিয়া যতন ॥ সুন্দরী কামিনী এক কহিল  
তাহারে । ছুজনার মন যোগাইবে কেমনে রে ॥ আমার  
মনেতে সাধ হয়েছে এমন । লয়ে এক জনে সেবি দিবস  
রজনী ॥ আর এক নারী কহে ঘরে যেতে নারি । মনেতে  
বাশনা করি ঘেয়ে হাতে ধরি ॥ আপন রুদয়ে রাখি হরিদ্রা  
জানিয়া । স্নেহেতে সদত মাখি অঙ্গেতে লেপিয়া ॥ আর এক  
নারী অতি দেখিতে সুন্দরী । প্রথম বয়েস তার যেন বিদ্যা-  
ধরী ॥ সহচরী সঙ্গে লয়ে সিনান করিতে । অহঙ্কারে নিজরূপ  
এলো দেখাইতে ॥ একুপ দেখিয়া ধনী হারাইল জ্ঞান ।  
ভেকামত রৈল চেয়ে চিত্তেরি নির্মাণ ॥ সহচরী দেখে রূপ  
কত বুঝাইল । পাগলিনী মতো কেনো তবরূপ হৈল ॥ তো-  
মার রূপের যোগ্য ইহারাজো নয় । কিরূপ হেরিয়া তুমি  
মজিলে তাহার ॥ এমতি তৎসনা অতি সহচরী কৈলো । প্রেমের  
অনলে ধনী পুড়িতে লাগিলো ॥ শেষে সহচরী নিজে মজিলো  
আপনি । উলক হইয়া নাচে হয়ে পাগলিনী ॥ হার হার  
বলে ধনী গড়াগড়ি খায় । সহচরী নেচে নেচে তাল রাখে  
তায় ॥ যত নারী এসেছিলো সিকান করিতে । হেনরূপ হেরে  
কিরে নারে ঘরে যেতে ॥ সরোবর তটে প্রায় খাত লেখে  
গেল । কুলবধুগণ কতো দেখিতে আইল ॥ সহরে হইলো  
ধুম পুন বিবরণ । কোথা হতে সরোবরে এলো ছুজন

পয়ার । মন্দিরকুমার আর রাজারনন্দন । উভয়েতে  
 যুক্তি কৈলো মিলি ছুই জন ॥ গোপন হইয়া মোরা যাবো  
 ছুইজনে । অদ্বৈত করিবারে মনোচোর প্রাণে ॥ পরাণ সু-  
 স্থির করি সুলাভ করিলো । গোপনেতে অশ্রু আনি আরো-  
 হণ হৈলো ॥ চলিল সুন্দর প্রায় সুন্দর বদন । যার রূপ দর-  
 শনে আসিত তপন ॥ চড়িয়া ভুবন্ধে দৌহে গমন করিলো ।  
 সদেশ ছাড়িয়া পরে বনে প্রবেশিলো ॥ সপ্তদ্বিবা সপ্তরাত্রি  
 বনে বনে যায় । দেশ অদ্বৈত কিছু দেখিতে না পায় ॥ ব-  
 নের কাঁটার কায়া ছেদন হইলো । বদনে চরণে কতো রক্ত-  
 খারা দিলো ॥ দেখিয়া রাজার পুত্র ভাবিতেছে মনে । হারা-  
 ইলাম প্রাণ বুঝি আসি এই বনে ॥ মন্দিরকুমারধনে দেখিয়া  
 বদন । রাজার নন্দন ধনে কহিছে তখন ॥ বল দেখি এতকেন  
 হইলে আসিতো । কিসের ভাবনা কর প্রথমেতে এতো ॥  
 নদী লাল এবে কতো পার হতে হবে । সাহসেতে ভর করি  
 কেবল চলিবে ॥ বিধাতা সদয় যদি থাকেন আপনি । আপ-  
 দে বিপদে রক্ষা করিবেন তিনি ॥ মনের বাসনা সেই পুরা-  
 ইয়ে দিবে । নতুবা তাহারে ভূমি কেমনেতে পাবে ॥ শুনিয়া  
 মন্দির কথা রাজার নন্দন । সাহসেতে ভর কার চলিলো  
 তখন ॥ অষ্টাদশ দিবা পরে কানন ছাড়িলো । আবাদি যু-  
 জ্ঞক এক দেখিতে পাইলো ॥ আমনে প্রমদ করি চলিলো  
 সহরে । পথমধ্যে দেখি এক ভালো সরোবরে ॥ তথায় যা-  
 ইয়া দৌহে স্নান করিয়া । জলপান করিলেন মর্কট  
 খাইয়া ॥

ধূয়া । কিবা রূপ অপকূপ সই বলিবো কাহারে ।

শপিতে বাসনা হয় যৌবন উহারে ॥

পয়ার । নগরের রাসাগর স্নান করিতে । দাসীগণ  
 নক্রে করি আইল পুঙ্খপাতে ॥ কুন্ত রাধি সারি সারি দেখে

মাস পরে, পৌঁছিলো আগারে, পুন শুন অমা বাণী ॥ আ-  
পন আগারে, পৌঁছিল আদরে, মহারেতে চোঁড়ি দিলো ।  
বিদেশি লোকেতে সহরে থাকিতে, পাইবেনা রাত্রিকালো ॥  
যদি কেহ এসে, সহরে জিজ্ঞাসে, জারি মালিনীর ঘর । শু-  
নিবে যে জন, কহিবে সে জন, মাথা তার মুড়াইব । কহিলু  
মিশ্রয়, সহরে তাহার, কদাচ নাহি রাখিব ॥ শুন তার পরে,  
জারি মালিনীরে, নিরুপবে ডাকাইলো । হৃদ্য নারিকেল,  
বাড়ি তার ছিল, তাহে ধনী কড়াইলো ॥ সে হৃদ্য উপরে,  
চিলে বাসা করে, আঁহিলে; বিস্তর কাল । সে বাসা ভাঙিলো,  
চিল উড়ে গেলো, পরে মালিনীরে কৈলো ॥ ঘরেতে তোমার  
যদি মহাকের, উত্তরিতে এসে চাছে । বাসা নাহি দিবে, বি-  
দায় করিবে, মধুর বচন কহে ॥ মালিনীরে কয়ে, বিদায়  
করিলে, চিন্তাত্যাগী ধনী হয় । হেথা রাজকুন্তে, লয়ে মস্ত্রপুতে,  
ছিকিকীর গান গায় ॥

রাজপুত্রের বিরহ গান । ভাল রেখত ;

মনচোরা মনোহুরি করে মোর কোথা গেলো ।

না করে তাহার রূপ প্রাণে বাঁচা তার হলো ॥

গত নিশি প্রাণশশী, দেখাদিলো মোরে আসি, হাসি  
খুসি করে শশী, পুন কোথা লুকাইলো । হায় হায় মরি মরি,  
হেন রূপ নাহি হেরি, মনে এই সাধ করি, লয়ে মাগি চরণ  
ধুলো ॥ বদনে তপন ত্রাণি, তাহে মুখে মধুর হাসি, দন্তযুক্ত  
পেয়ে মিসি, শশী নিশি প্রকাণিলো । অশ্রুধারা তার কোবে,  
চলো গিয়া আনি ধরে, ছিদ্দিকীরে সজেকরে, রাজকুন্ত লয়ে  
চলো ॥

ধূয়া জৎ । তারো তারো এ দিনহীনে নিরঞ্জন মিয়া-

কারো । আমার এই বড় ভরসা মনে ॥ নিরঞ্জন

নিরাকারো । সদা সঙ্গিত মন প্রতাপে তোমার ॥

রির গলায়, দিয়াছে মালায়, চিলপয় কেন ছিলো ॥ কিসের  
 কারণ, করিলো এমন, রাজারনন্দন হয়ে । মোরে নাহি বলে,  
 কোথা গেলো চলে, হেন খেল খেলাইয়ে । মন্ত্রিরনন্দন,  
 কহ বিবরণ, ইহাব কারণ কিবা । সে কেন আইল, ঐত আ-  
 লাপিল; চোর বুদ্ধি ছিলো সেবা ॥ কতক্ষণ পরে, মন্ত্রির  
 কুমারে, স্মৃতি হৈলো তার মনে । পুরুষ সেজন, নহে কদা-  
 চন, বুদ্ধিতেই অনুমানে ॥ ছিলো সেই ধনী, রাজারনন্দিনী,  
 আলাপন যার সঙ্গে । নিশিতে প্রমোদে, আশ্লাদে  
 আমোদে, করেছিলাম কত রঙ্গে ॥ তল্লাসে আসিয়া,  
 হেতা দেখাদিয়া, বুদ্ধিবার জন্য মোরে । সেই রাজবালা,  
 করেগেছে ছলা, এমতি আমদ করে ॥ হায় হায় মরি, এখন  
 কি করি, কোথা গেলে তারে পাবো । চিনিতে না পেরে,  
 ছেড়ে দিয়ে তারে, তেড়ে কেমনে ধরিবো ॥ আদি বিবরণ;  
 মন্ত্রির নন্দন, রাজার নন্দনে কৈল । শূনি মহারাজে, প্রেমে  
 তার মজে, বুদ্ধি হত অতি হৈল ॥ আহা একি হলো, সে যে  
 মেয়ে ছিলো । পূর্বে যদি জানিতাম । হয়ে অধগানি, সেবি-  
 তেম আমি, চরণ ধরে থাকিতাম ॥ এক্ষণে উপায়, বল হে  
 আমার, কোথা গেলে তারে পাব । না হেরিলে তায়, বাঁচা  
 হবে দায়, বুদ্ধি বা প্রাণে মরিব ॥ মন্ত্রির নন্দনে, দেখিয়া  
 রাজনে, কৌতুকেতে বুঝাইলো । ভেবনা রাজন, পেয়েছি  
 সন্ধান, সে যে ঝারি রেখে গেলো ॥ ইহাতে কারণ, বুদ্ধি এই  
 শুন, ঝারি নামে মালি আছে । তাহার কারণ, ফুলেরি স-  
 ন্ধান, ঝারি গলে দিবে গেছে ॥ মনে হয় চুঃখ, নারিকেল  
 বৃক্ষ, তাহার ঘরে থাকিবে । চিলে বাসা তায়, করেছে জা-  
 নায়, অবশ্য ইহা হইবে ॥ সে বিধুবদন, দিয়াছে সন্ধান, বুদ্ধি  
 বুদ্ধিবার জন্মো । বড় বুদ্ধিমান, রসবতী প্রাণ, দেখি সে রা-  
 জার কন্যা ॥ তুমি আমি যাবো, সন্ধান করিব, বখায় পাইব  
 তারে । কৌতুক করিব, ভুলায়ে আনিব, এনে দিব তব ঘরে ॥  
 যাইব সন্ধান, বুদ্ধি কৈলো মনে, হেথা নুরঝাঁহা ধনী । তিন

নানা মত খাদ্য দ্রব্য আনিয়া খাওয়া । সে সকল লিখিবাত্তে  
 পুথি বেড়ে যায় ॥ আহারের পরে সবে শয়ন করিলো ।  
 কিঞ্চিৎ বিলম্ব পরে সবে ঘুমাইলো ॥ রাজার কুমারী ধনী  
 তখন উঠিয়া । ঝারি এক লয়ে তার ছাবেরে রাখিয়া ॥  
 নারিকেল এক ঝারি উপরে রাখিলো । তাহার উপর এক  
 চিলপর দিলো ॥ ঝারির গলার এক দিয়ে পুষ্পমালা । রাজ  
 বালা ছলা করি করে এই খেলা ॥ নিশি ছুই প্রহরেক  
 অতপন ডেরায় । দাসীগণে আসি ধনী সকলে জাগায় ॥ চল  
 চল দ্বন্দ্ব মিলে দেশেতে যাইবো । এখানেতে কদাচিত্ত আর  
 না রহিব ॥ বলমাাত্র দাসীগণ কোমর বান্ধিলো । পয়ার  
 প্রবন্ধে ক্রীসমছন্দ রচিলো ॥

গান । তাল খেমটা ।

রজরসে ভক্তিদরে দাসীগণে সঞ্চে করে । তব্ব আরো  
 ইণে ধনী চলো কিরে নিজাগারে ॥ ঠাট্টা ছলা করে  
 ধনী, চলিলেন বিনোদিনী, রাতারাতি সহর ছেড়ে  
 প্রবেশিলো বনমাঝারে । রাজকুমার রসরাজে,  
 হেতা উঠে নিদ্রা তাজে, বাহরামের তত্ত্ব করে, উঠে  
 বসে ঘুমের ঘোরে ॥ ছিদ্দিকীর কথা শুন, তারে তুমি  
 নাহি চিন, প্রাণ যদি চিনবি প্রাণ, বসুণে একবার  
 জন্মমাঝারে ॥

ত্রিপদী । কোকিল কুহরে, ময়ূর বঙ্কারে, শশী নিশি  
 লয়ে গেলো । রজনী প্রভাত, হৈলো আকস্মাৎ, তপন তা-  
 পিত হৈলো ॥ হেথা শুন আর, রাজার কুমার, উঠিয়া ঘুমের  
 ঘোরে । কোথায় বাহরাম, করেন বিশ্রাম, শয়্যায় না দেখি  
 তারে ॥ মস্তুরনন্দনে, উঠায় রাজনে, বিবরণ জিজ্ঞাসিল ।  
 এসেছিলো যিনি, কোথা গেলো তিনি, ভাবিয়া না পাই স্বপ্ন ॥  
 হইলো বিকল, দেখে নারীকল, বলে একি কল হলো । কা-



করিলো । বিবরণ বিস্তারিত সকলি করিলো ॥ ভকতি মিন-  
তি অতি আদর করিয়া । জোড়করি ছুটি কর সম্মুখে আ-  
দিত ॥ কাহিতে লাগিলো মন্ত্রী চলো মহাশয় । উজ্জ্বল করুন  
গিয়া রাজার আলয় ॥ দেখিতে তোমারে রাজা সচিস্তিত  
হইল । সঙ্গে লয়ে যেতে মোরে দিল পাঠাইয়ে ॥ সে বিধুব-  
দনী ধনী করে নিরীক্ষণ । মন্ত্রিরনন্দন ধনে চিনিলো তখন ॥  
মনে মনে বলে রামা পেয়েছি সন্ধান । সেই বটে এই চোরে  
মন্ত্রিরনন্দন ॥ মনুষ্য হইয়ে তথা । কেমনে হে গেল । নিশিমাধে  
আলাপিয়ে কিরে কেন এলো ॥ বিদ্যার পাণ্ডিত শুনি জাপ্ত  
বুঝি জানে । শট্ বটে এই লোক দেখিঅনুমান ॥ এক্ষণে  
পরিচয় করা ভালো নয় । দেখিব ইহার বুদ্ধি পশ্চাৎ বা হয়  
আশাক্রোধ যতো ছিলো তাহা নিবারিয়া । দ্বারায় উঠিলো  
ধনী মন্ত্রিরে দেখিয়া ॥ করে ধরি পরে ধনী মন্ত্রিরনন্দনে ।  
আদর ভকতি করি বসায় যতনে । পরে তারা দুই জনে অশ্র  
আরোহণে । গমন করিলো মিলে নৃপতি সদনে ॥ নৃপতি  
নন্দন ধন আগামি আসিয়া । হাতে ধরে লয়ে গেলো যতন  
করিয়া ॥ আপনার গর্দি ছাড়ি দিয়া বসাইলো । আদর ভ-  
কতি পরে জিজ্ঞাসা করিলো ॥ কোন দেশে বাড়ি ঘর কো-  
থায় বাইবে । কি নাম আপন মোরে যথার্থ কহিবে ॥ উত্তর  
করিলো ধনী বাড়ি পুরাংশেতে । বাহরাম আমার নাম এ  
দেশ দেখিতে ॥ ইচ্ছা বড় মনে ছিলো দেখিতে আইনু ।  
আপনার সঙ্গে পুন সাক্ষাত করিনু ॥ যত সাধ ছিলো মনে  
তব দরশনে । পূরিলো সকল এবে যাবো নিকেতনে । নৃপতি  
নন্দন ধনে দেখিয়া বদনে । রূপ দেখে মজ্জাছিলো ভুলিলো  
বচনে ॥ মন্ত্রির কুমার রূপ নিরীক্ষণ করে । চিনি চিনি করে  
কিন্তু চিনিয়া না পারে ॥ দিমমান গতো হইলো নিশি উপ-  
স্থিত । সে নিশি তথায় ধনী করিলেন স্থিত ॥ তিনজন মিলে  
ভাব অধিক হইল । আহারের আয়োজন পরেতে করিল ॥

রসিক নাগর রসের সাগর, রসের মানব রসের অধর,  
কতো রসবতি কান্তর, হলে কমল খুলে রঙ্গা ॥ তবু  
নাগর চক্ষে হেরি, নাহি দেখে প্রেমনাগরি, রসবতি  
কত নারি, চরণে পড়িয়া রয়। নাগরের রূপ হেরি,  
নাগরিগণ জ্ঞানহরি, কুম্ব রাখি সারি সারি, ধরণী  
লুটায় রয়। পড়িয়া ধরণীতলে, নাগরেরি চরণ  
তলে, বসিক সমছদ্দি বলে, কদম মাঝারে নয় ॥

পদ্যসং । গারে শুন তথাকার নৃপতি নন্দন । পরস্পর  
লোভে রক্ত কবিল প্রভণ ॥ অন্য দিনমানে এক রাজার নন্দন ।  
আশ্রয়িত্য নগরেতে করিতে ভ্রমণ ॥ তার রূপ অপকূপ  
দেখে রানাগণ ॥ উচাটন হয়ে সবে করে নিরীক্ষণ ॥ গতির  
মুখেতে পড়ে ছুন কালি দিরা । দেখিতেছে রানাগণ উলঙ্গ  
হইয়া ॥ অশ্ব আরোহণ হয়ে ভ্রমিতে নগরে ॥ চাঁকর সঙ্গেতে  
কবি এসেছে সহরে ॥ কদম তলায় সেই অশ্বেরে ব্যক্তিয়া ।  
আশ্রয়িত্য নগরোবরে আশ্রয়ে বসিয়া ॥ জল আনিবাবে যতো  
নাগরি গিয়েছে । তার রূপ দেখে সবে প্রেমোত্তে মজেছে ॥  
কুম্ব রাখি সারি সারি ধরণী লুটায় । দেখিতেছে রানাগণ  
চরণে পড়িয়ে ॥ এমন নিদয় সেই নৃপতি নন্দন । নাহি দেখে  
কোথা নগর উঠায় বদন ॥ আপনার রূপ হেরি আপনি  
মজিয়া । অচক্কাবে অন্য লোকে না দেখে ফিরিয়া ॥ কিন্তু  
সেই কার চরণে আপনি মজেছে । তে কারণ উচাটন উদাস  
হয়েছে ॥ নৃপতিনন্দন ঘখন করিলো ভ্রমণ । আপন বন্ধুরে  
ডাকি কহে বিবরণ ॥ অশ্ব আরোহণ হয়ে তুমি তথা গিয়ে ।  
তাহারে লইয়া আইল ভক্তি করিয়ে ॥ বল গিরে হেথাকার  
নৃপতিনন্দন । তোমার আশার কথা করিয়ে ভ্রমণ ॥ সিতান্ত  
হয়েছে ইচ্ছা । দেখিতে তোমারে । সঙ্গে করে বয়ে যেতে  
পাঠাইল মোরে ॥ ইহাই বলিয়া নৃপ বিদায় করিলো । অশ্ব  
আরোহণ হয়ে মস্তকুত গেলো ॥ রাজারনন্দনে দেখি প্রণাম

হেরি, পাশরিতে নারি, চরণ হলো ভারি, ঘরে যেতে নারি  
 চোলে ॥ আর এক ধনী, হেরিয়ে অমনি, হয়ে উদাসিনি,  
 পাগলিনী মতো হলো ॥ ছেড়ে দিলো লাজে, প্রেমের তার  
 মজে, অলঙ্কার তেজে, উলঙ্গ নিতান্ত হৈলো ॥ আর একজন,  
 নবীন বদন, প্রথম যৌবন, বাহার করেছে তার । সে ধনী  
 আইলো, দেখিতে পাইলো, মদনে মাতিলো, করে তারে  
 নমস্কার ॥ আসি এক প্রাণ, রসিক শুজন, দেখিয়া বদন,  
 গাইতে লাগিলো গান । ছিদ্দিকি রচন, রসেরি বচন, করয়  
 প্রবণ, বসবতী যতো প্রাণ ॥

গান । তাল খেমটা ।

হেতা দেখ্‌সেলো বিনোদিনী বিনোদ এসেছে । কদর  
 বুন্দাবন হেরি উজ্জল হয়েছে ॥ বিনোদ মুখে বিনোদ  
 হাসি, হেরি বিনোদিনী দাসি, হবার জনা হয়ে আসি,  
 দাঁড়িয়ে রয়েছে । ছিদ্দিকি রচন, ওহে রসতরা বচন,  
 তাহার ছুটি চরণ ধরে নেবন কর বলুতেছে ॥

পাঁচালি ।

পরে এক নারি, পরম সুন্দরি, যেন বিদ্যাধরি, সহচরি  
 সঙ্গে লয়ে । আইলো দেখিতে, ভৎসনা করিতে, সভারি  
 পশ্চাতে, গুরুজনা জেনো হয়ে ॥ সে লেকপ হেরি, মজিলো  
 সুন্দরি, ভাবে কিবা করি, কেমনে ঘরে যাইবো । ছাড়িলে  
 এখানে, পাব কেমন কোরে, যৌবনেরি ভরে, চলিতে আর  
 নারিবো ॥ মদনে মাতিয়া, আকুল হইয়া, তথায় বসিয়া  
 ভাবিতে লাগিলো প্রাণ । আইলাম কেন, হেরিতে এজন,  
 হারাইলোম জান, শেষে মজে গায় গান ॥

তাল আড়খেমটা ।

হায়পো হায় রসিকনাগর নাগর কদম্বতলে । হায় ।

সরোবর । শানবাক্স আটঘাট দেখিতে সুন্দর ॥ আটঘাটে  
আট বৃক্ষ কমল আছিল। তথায় যাইয়া রামা আলোনে  
বসিল । বিরচিত সমছদ্দিন পন্নীর প্রবন্ধে । সুতন বচন শুন  
পাঁচালির হৃদে ॥

নাগরীদের খেদের গীত । খেমটা ।

কে যাবেগো সঙ্গে এসো শুক সরোবরে । আসিয়াছে  
নবীন বিনোদ নীড়ায় ঐদেখ আলো কোরে ॥ রূপ  
কারো চেহারাওগো না চাবি কিরে, আসিতে না চাবি  
নন্দন কামনার ঘরে । এমন বিনোদ নীড়ায় আছে  
বিনোদ নন্দী লয় হরে ॥ সরোবর শোভন, ওগো যায়  
পড়ে বন, আমি জানি সে চরণ অমূল্যরতন । বিনো-  
দিনী চরণ পেলে রম্যাবনে বাসকোরে ॥ কহে সম-  
ছদ্দিন, ওগো প্রেম বড় নন্দী, এনন্দীর থা নাই থা খোজ  
যদি । ডুবাকুর চরণ ধরে উদ্দেশ পাবি ডুবলে  
পরে ॥

পাঁচালি হড়া ।

নগরের রমণী, কুলের কামিনী, যত প্রিয়শিনী, জন আমি  
বারে বার । কদম্ব তলায়, দেখিয়া রামায়, ভুলিলো সভায়,  
বলে হলে, একদিনার ॥ কাহার নন্দন, এবা কোনজন, কিসের  
কারণ, নিজ ভ্রম হাড়িলো । ইচ্ছা এই করি, হেন রূপ হেরি,  
দিবস শরীরে যুগাই মনের শুলো ॥ আপন আগারে, এ যদি  
আমারে, লয়ে যেতে পারে, তবে সঙ্গে চলে যাবো । করিবো  
চুম্বন, দিবো আলিঙ্গন, দেখিবো বদন, মনসাধ পুরাইবো ॥  
হেনরূপ হেরে, ঘরে যেতে মোরে, ইচ্ছা নাহি করে, বল কি  
করি সজনী । একেতো অবলা, মদন প্রবলা, নাহি আমি  
ছলা, কেমনে বাঁচিবো পাপিনী ॥ ওলো সহচরি, তোদের  
পায়ে ধরি, আমি কি করি, এক ধনী কেন্দ্রে বলে । কিবা রূপ

গোপনে চলিলো ধনি লগ্নে সহচরী । সহর নগর যত অশ্বে-  
 ষণ করি ॥ এমতি সাবধান হৈয়া চলিলেন ধনী । চিনিতে  
 না পারে কেহ বলিয়া কামিনী ॥ ছাড়িয়া আপন দেশ কত-  
 দেশে যায় । বন্ধুর সন্ধান ধনি খুজিয়া না পায় ॥ কাননে  
 কাননে কতো ভ্রমণ করিলো । শয়নে সপনে প্রাণে তবু না  
 দেখিলো ॥ ভাবিয়ে অস্থির অতি বৈল কিবা করি । কোথা  
 যেয়ে সে চোরের অশ্বেষণ করি ॥ চোর মোর মন লয়ে  
 বুঝিবা আমার । দেখা দিবেনাক মোরে সন্ধে জ্ঞানায় ॥  
 চোরের সন্ধান আমি কোথায় পাইলো । পাইলে তাহার  
 মন কেমনে হরিবো ॥ নিদ্রায় এমন কেন সে বিধুবদন । ছাড়িয়া  
 সকল দ্রব্য চুরি করে মন ॥ বিধাতা আমারে তুমি সদয়  
 হইরা । বোলে দেহ প্রাণ কোথা আছে লুকাইয়া ॥ না  
 হেরি তাহার কপ বাঁচিবো কেমনে । আশাতে নৈরাশ হৈলে  
 ভেজিব জীবনে ॥ হেন ধ্যান করি ধনি ভাবিলো বিস্তর ।  
 ছাড়িয়া কানন পথ চলিলো সহর ॥ সম্মুখে সহর এক সুন্দর  
 দেখিলো । দাসীগণ লয়ে ধনী তথা উত্তরিলো ॥ বৃদ্ধ এক  
 লোকে ধনী জিজ্ঞাসা করিলো । সহরের নাম কিবা নূপতি  
 কে বলো ॥ উত্তর করিলো বৃদ্ধ গুন বিবরণ । কাশ্মীর যুল্লুক  
 নাম করন শ্রবণ ॥ নূপতির নাম পুন করহে শ্রুতি । আহা-  
 কাদ সাহা নামে আছে রাজন ॥ ছইদ আহাকাদ নাম সন্তান  
 তাহার । মুর মহাকাদ নামে পাত্রের কুমার ॥ বিদ্যায় পণ্ডিত  
 বড় উত্তরে ছুজনে । কপ গুণ হেন আর না দেখি নয়নে ॥  
 মস্তীকুত রাজপুত্র মিলে ছইজন । সদত কোতুকে থাকে  
 আপন ভবন ॥ বিদেশী লোকের তারা খবর পাইলে ।  
 কাদর ভক্তি করে দৌহে কুতুহলে । তোমার নববাদ যদি  
 শুনিত পাইবে । আপনি আসিয়া তারা লইয়া যাইবে ॥  
 বিবরণ সুবিস্তার করিয়া শ্রবণ । মনেতে করিলো রামা দে-  
 খিবো রাজন ॥ ভ্রমিতে সহরে রামা চড়িয়া ছুরকে । দা-  
 সীরে ছইয়া সঙ্গে চলিলেন রকে ॥ সহরের মধ্যে এক ছিদ

গান । রাগিণী ঝাঙ্কা । তাল রেখতা ॥  
 বাবেহে' কেবা চলো আছে কোথা বিনোদ কাল ।  
 সেতো চোর মনচোরা হরে নিল রাজবালা ॥  
 দেখিতে নাপেলে শঠে, ওলো নই প্রাণ কাটে,  
 বিচ্ছেদ তার আমি সহিতে নাপারি আলা ॥ বন্ধ  
 কি গুণ জানে, চুরিকোরে লয় মনে, আর গুণ তার  
 এত এসে কতো কলা ছলা ॥ সমছদ্মি ছিদ্মিক ভনে  
 খোজ প্রাণ নিজ প্রাণে, হৃদয় মাঝেতে এসে, সেতো  
 করে লীলাখেলা ॥

৭৪৪ : রাজার নন্দিনী ধনি উঠিয়া প্রভাতে । অতি ব্যস্ত  
 হরে গেলে, পিতার সাক্ষাতে ॥ শুনো মাগো মাতা পিতা  
 করিনিবেদন । স্থানান্তরে যাবো আমি করিতে ভ্রমণ ॥ চুই  
 হাজার পাঁচশত দাসী দেখো মোরে । যাইবো সকলে মোরা  
 পুরুষ প্রকারে ॥ সকলেতে অখোপর আরোহণ হৈয়া । কিছু  
 কাল ভ্রমি মোরা দেশে দেশে গিয়া ॥ পিতা মাতা শুনি  
 কথা বুঝিলো কারণ । অশ্ব দাসী কন্যারে করিলো সমর্পণ ।  
 দুঃখী দাসীগণে ডাকিয়া আপনি । সাজ করিবারে সব  
 কটিকো করি ॥ আপনি আপন সাজ সুসাজ করিলো ।  
 কুমার প্রজ্ঞা প্রায় যুবরাজ হৈলো ॥ অলঙ্কার তেজিলেন  
 গাএকিংশে ৩৩ । কাঁচলিতে কসিলেন কুঁচ হেমিরত ॥ মা-  
 ধার নিম্নে ঝুঁকি অঁহর জড়িত । যাহা দরশনে হয় নরম  
 শোভিত ॥ পাঠকের পায়জানা কিমবা বিকাবা । তাহার  
 উপরে পরে অঁহর জামি আবা ॥ বানারছি দোপাড়ার  
 কোমর বাক্সিলো । একাই ভাল চাদর রঙ্গি অঁহে দিলো ॥  
 অশ্ব এক ভাল আনি আরোহণ হৈলো । বন্ধুর তন্মানে ধনি  
 গমন করিলো ॥ পশ্চাতে তাহার দাসী সকল সাজিয়া  
 সকলে চলিলো অশ্ব আরোহণ হৈয়া ॥ একেতে সুন্দরী সবে  
 তাহাতে রমণী । পুরুষের বেশ দেখি ভুলিলো কান্দিনী ॥

নজ্জ লয়ে পরী ॥ কলোতে নাখিরে সবে শিনান করিয়ে ।  
 হাফ্ফুখে হাঁসিখেলি করণ বসিয়ে ॥ এমতি দেখিয়া মাতা  
 হারায়েরি জ্ঞান । তদবধি আছে মন হয়ে উচাটন ॥ কুজা  
 মনে কৈলো এই মোরে কুজা দেখে । ধনী বুঝি হারাইল  
 আপনার সুখে ॥ যেন প্রাণ আপনার আর না রাখিবো ।  
 গরল করিয়া পান পরাণ ভেজিবো ॥ এই বলি গরল আনি  
 গ্রহণ করিলো । গ্রহণ মাঝেতে কুজা লোকান্তর হৈলো ॥  
 কাতর আতর পুন মিগুন বাড়িলো । স্বামী মৈলো বলে ধনী  
 কান্দিতে লাগিলো ॥ জামতা মরিলো শুনি কান্দে রাজ-  
 রানি । সেই উপলক্ষে কান্দে যত বিরহিনী ॥ রাজবালা প্রিয়  
 শিনীর কন্দন হেরিয়া ॥ সহচরী গণ কান্দে মাথার মারিয়া ॥  
 কেহ মাথে শীল মারে কেহ বলে হার । গালেতে চড়ায় কেহ  
 কেহ দেখায় দশায় ॥ কেহো চিঁড়েকেলে ধোরে কেশ আপ-  
 নার । বুকে শীল মারে কেহ ভেজি অলঙ্কার ॥ ভূপতি আ-  
 পনি কান্দে বাহির দেওনে । মন্ত্রী আদি যতলোক কান্দে  
 সেইখানে ॥ তদপরে সহরে হইলো হুলস্থূল । প্রজাগণ শুনি  
 সবে কান্দিয়া আকুল ॥ রাজার কুমারী ধনী মনে মনে  
 বলে । স্বামী মৈলো ভাল হৈলো বন্ধুরে পাইলে ॥ আপন  
 আলয়ে আনি রাখিবো গোপনে । প্রত্যাহ রজনী সুখ করিব  
 হুজনে ॥ সন্ধ্যানে তাহার আমি নিজেতে যাইবো । যাইয়া  
 তাহার মন হরিয়া লইবো ॥ স্বামী মৈল চান্সিয়ার ক্রিয়া  
 আদি করে । পিতারে ডাকিয়া ধনী কহে মধুস্বরে ॥ মন উ-  
 চাটন মোর পূর্বে হৈয়া ছিলো । কপালের দোষে পুন স্বামি  
 হেরে মৈলো ॥ অদৃষ্ট আপন ভূপ যদি দৃষ্ট করি । উদা-  
 সিনী যত বনে কেন্দে কেন্দে মরি ॥ দেশে দেশে কিছুকাল  
 ভ্রমণ করিব । কুসুম কানন বন সকল দেখিব ॥ এমতি আ-  
 মার মন হয়েছে ভূপতি । গোপনে যাইব আমি দেহ অনু-  
 সতি ॥ বিরচিত সমহাদিন পয়ার প্রবন্ধে । অসুখতি হইলে  
 কান্দি যাইবো আমাকে ॥

আকুল হৈলো। কুলের কামিনী ॥ কুজা হেনরূপ দেখি জি-  
জ্ঞাসা করিলো। কহ ধনি হেন কেন তব রূপ হৈলো ॥ বিরস  
বদন কেন হাঁসি নাই মুখে। কিহুখে ছুখিত এতো হারা-  
ইলো মুখে ॥ পিতা মাতা পরে তার সকলে আইলো।  
বিরস বদন দেখি দ্বিষ্ট হইলো ॥ জিজ্ঞাসিলো কেনো মাতা  
হলিগো এমন। কি ছুখে হইলো তব মলিন বদন ॥ মলিন  
বদন হেরি প্রাণ কেঁদে উঠে। বিনাশ হইয়া সুখ দুখ এসে  
ঘটে ॥ রাজবালা ছলাকরি সকলে কহিলো। উদাত্ত আমার  
মন আচম্বিতে হইলো ॥ শুতিয়া ছিলাম আমি পালকে আ-  
পন। নিজা ধরা মাত্র দেখি আশ্চর্য্য সপন ॥ কুমুম কানন  
এক দেখিতে শোভিত। যাহার তৃতীয় ক্রোশ দীর্ঘ প্রকা-  
শিত ॥ দুই ক্রোশ প্রস্তু তাব প্রাচীরেতে ঘেরা। আকিকের  
ইটে গাঁথা রূপার দিবে গারা ॥ ভিতরেতে চাঁদনী এক অতি  
মনোহর। পাঁচশত দ্বার তার দেখিতে সুন্দর ॥ জমররুদি  
ইটাতে হেমের গারা কোরে। গড়িয়াছে কোনজন তারি  
কারীগরে ॥ কড়ি করিয়াছে তার সোণা গলাইয়া। হিরার  
পাথর কতো দিয়াছে পুরিয়া ॥ চৌকি পালক তার কে করে  
গমন। আছে যত মুক্তাকাটা শোভিত লোচন ॥ তাহার নি-  
চেতে দেখি এক সরোবর। সানবান্ধা আটঘাটে দেখিতে শু-  
ন্দর ॥ মন্দবায় জল তার কিবা শোভা পায়। রাজতংলী যায়  
শত খেলিয়া বেড়ায় ॥ খঞ্জন খেলার ধারে দেখায় নয়ন।  
ডালুক তাহার নাচে করিয়া যতন ॥ পুষ্পবন বিবরণ শুন  
দিয়ামন। বাদ্যজ্ঞান কটিকায় পাটি বিচক্ষণ ॥ বিকশিত পুষ্প  
তাহে গোলাব চেমেলি। বেলা জুহি কত শত কাঞ্চনের  
কলি ॥ সত্ত্বর্ষগ দাওদি ভাল সজ্জামুনি। নছরিন নস্তবন  
আর দাতিয় কামিনি ॥ পূর্ব্যমুখী গন্ধরাজ ও মধু টগর।  
কাঁটি চাঁপা বনজুহি আর নাগেশ্বর ॥ পুষ্পবনে নিরবধি  
কোঁকিল ছুকারে। অলিগণ মধুপিপে মাতিয়া ওড়রে ॥ পুষ্প-  
গীতে গিনানেতে যত বিদ্যাধরী। প্রত্যহ আইবেন তারি



চোরাবন্ধু, এসে পান করে মধু, প্রেমমদে মোরে মাতাইলে ॥  
 মাতিলে আপন কাজে, দেখিলে আমার লাজে, মজালে  
 আমাকে নিজে মোজে । বুঝিলু তোমারে আমি, নটগিরি  
 জামো তুমি, একি করা তোরে ভালো লাজে ॥ তোরে না  
 দেখিলে পরে, বাঁচিবো কেমন কোরে, উপায় এহার বলো  
 মোরে । আছে বতো অলঙ্কার, হইরাছে সে আঁকার, পো-  
 ডাইছে আমার শরীরে ॥ কাপড়ে কামড় মারে, কেশেতে  
 উনাম করে, চিকুর সাপিনী মোর হলো । বদন হইল খিণ,  
 কুচ হইল মলিন, যৌবনেতে আগুন লাগিল ॥ বসিলে উঠিতে  
 ভার, চক্ষে দেখি অঙ্গকার, প্রাণে বাঁচা তার মোর হলো ॥  
 কাহার নন্দন ধন, কোনদেশে নিকেতন, সব বিবরণ মোরে  
 বলো ॥ আমি সেই টেরে ফিরি, অন্বেষণ তোমার করি,  
 দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া । হারান্নে যেমন মগি, উদাসিনী  
 হয় কণি, প্রিয়শিনী সেইমত হহরা ॥ চঞ্চলাতে হলো সারা,  
 নয়নেতে বহে ধারা, নিদ্রা তার চক্ষে নাহি ধরে । আশাতে  
 হুয়ে আশাসি, গান আরভিলো আমি, বন্ধুরে আপন মনে  
 করো ॥ নিরঞ্জন নিরাকারে, সদা ধ্যাম করে তাঁরে, অতি  
 স্তুতি মিনতি করিয়া । হিন্দিকি রচিয়া কর, এই যে উচিত  
 কর্তব্য ভজে কাতরিয়া ॥

গান । রাগিণী ধামজ । তাল আড়া ॥

বলো সহচরি । আমি কি করি ॥ মনচোরা প্রাণ  
 ধম, কোথা গেলো সে রতন, পৈলেননা তার অন্বে-  
 ষণ, এই বেদে মরি । যৌবন হইলো অনল মোর,  
 সৈতে নারি জলন তার, বুঝি আর যৌবনের তার,  
 রাখিতে নারি । হিন্দিকি শুনো বাণী, কাতর কেনে  
 হলে ধনি, আশিবেন গুণমণি প্রিয়ভোমারি ॥

২৫ পক্ষার রং রাজার নন্দিনী ধনি দিবস রজনী ভাবিয়া

কালে এক, আসি বৃদ্ধলোক, রজ্জু মোর খুলে দিল । বাজ  
অশ্বেষণ, তাহার সন্ধান, সেইলোকে বোলোদিল ॥ সন্ধানেরি  
মত, গেলেম স্বরিত, দেখিতে পাইনু বাজ । বাজেরে ডা-  
কিতে, আইলো হাতেতে, আনিয়াছি মহারাজ ॥ রাজার  
নন্দন, শূনি বিবরণ, মস্তুর কুমারে কৈলো । যত ছুখ পেলে,  
তাহে বাহ ভুলে, অপরাধ মোর হৈলো ॥ এই কথা বোলে,  
মিলে গলে গলে, আদ্যভাব পরে হলো । আনন্দ হইয়া,  
মিলাইয়া দিয়া, সমহৃদি বিরচিল ॥

দীর্ঘ ত্রিপদী । হেতাকার শুনো বাণী, নিদ্রাতপ্ত উঠে  
ধনী চারিদিকে দেখে নিরক্ষিয়া ॥ বলে একি দশা হৈলো,  
প্রাণনাথ কোথা গেলো, রাত্ৰিকালে মোরে দেখাদিয়া ॥ স্বামী  
সেই কুজা আছে, আছে শুয়ে মোর কাছে, তবে কে সে  
ছিল মনচোরা । গতনিশি কোন শশি, দেখা দিলো মোরে  
আসি, দিগুমান কৈলো চক্ষু তারা ॥ হেনরূপ নাহি হেরি,  
অন্যানন যদি করি, পৃথীনিতে করিয়া ভ্রমণ ॥ সে কে এলো  
মোর ঘরে, চুষ আলিঙ্গন করে, পরে কোথা গেলো সেইধন ॥  
আহা আহা মরি মরি, বলো বলো সচচরি, উপায় ইহার  
কিবা করি ॥ তত্ত্ব যদি কেহ তার, আনি দেয় একবার, দাসী  
হয়ে থাকি আমি তারি ॥ পবন তোমারে বলি, বলে  
দেরে মোর অলি, এসে গেলো কোথা মধু খেয়ে ॥ যাও  
তুমি সর্বঠাঞি, তোমাকেত ছাপানাই, মোরে এসে বলো  
তত্ত্বলয়ে ॥ শিরে করাঘাত হানি, গালে হাত দিয়া ধনি,  
ভাবে দিবা নিশি নিকেতনে । মনচোরা চোর হেনো, নাহি  
দেখি কদাচনো, চুরি কোরে লইল মোর মনে ॥ কোনদেশে  
বাস করো, কিনাম আপন ধরো, থাক কোথা সদা বলো  
মোরে । জদি না কহিবে তুমি, কাতি গলে দিব আমি, পর-  
কালে বুকে লিবো তোরে ॥ এখানে কেমনে এলে, মোরসঙ্গে  
আলাপিলে, কিদোষ পাইলে ফেলোগেলে । শুনে ওহে

আহা মরি মরি, কিবা কণ হেরি, তাহারে ভুলি কেমনে ।  
 কণ দেখাইলো, নদে মাতাইলো, হরেনিলো মোর প্রাণে ॥  
 সেকি বিদ্যাধরি, কিয়া ছিলো পরি, আকাশ বিমানে এসে ।  
 আলিঙ্গন দিলো, কোতুক করিলো, লৈয়া মোরে নিজ-  
 নেশে ॥ না হলে এমন, কপের কিরণ, মানবে হবে কেমনে ।  
 দেখা তার সান্তে, হয় যদি পথে, ধরিব ছুটিচরণে ॥ বলিবো  
 তাহারে, লয়ে চলো মোরে, দাস হবো তবস্থানে । সেবিবো  
 চরণ, দেখিবো বদন, এই সাধ মোর মনে ॥ আপনার ঘরে,  
 লয়ে গেলে মোরে, মধুদান পুন দিলে । মাতাইলে মদে,  
 করিলে আসাদে, লজ্জাখুলে দেখাইলে ॥ কিহলো তোমারে,  
 আনিরে আমারে, পুন রেখে গেলে বনে । পাইবো তোমার,  
 যাইবো কোথায়, বল মোরে সে সন্ধানে ॥ সন্ধান না পেলো,  
 মড়িদিবো গলে, গরল করিব পাণ । নিশ্চিন্ত হইবো, আর  
 না ভাবিবো, ভেজিবো আপন প্রাণ ॥ মস্তুর নন্দন, হয়ে  
 উচাটন, অস্থির হয় অন্তরে । বাজেরে ডাকিলো, ডাকামাত্র  
 এলো, পিঞ্জরে রাখিল ধোরে ॥ অশ্বোপরে জিন, বাজিয়া  
 সেদিন, লাগাম মুখেতে দিয়া । হয়ে আরোহণ, চলিল কুবন,  
 বাজপক্ষি হাতে লিয়া ॥ ভাবনার ছুখে, হারাইলো সুখে,  
 চেষ্টাতে সেই ধনী । সদত চঞ্চল, নাহি ধায় জল, চক্ষে  
 সদা বহে নীর ॥ এমতি প্রকারে, অধিক কাতরে, চলিলো  
 মস্তুর নন্দন । হইলো যখন, গতো তিনদিন, গেল আপন  
 ভবন ॥ বাজপক্ষি লয়ে, মহাবাজে দিবে, প্রথম করিলো  
 এসে । রাজার নন্দন, হয়ে উচাটন, হাতে ধোরে এসে শেষে ॥  
 বাজ কোথা পেলো, কেমনে ধরিলে, বুভাক্ত তাহার বলো ।  
 তোমারে পঠায়ে, ভাবিয়ে ভাবিয়ে, হইরাহিত্ত বিকল ॥  
 মস্তুর নন্দন, ছুখ কহে বিবরণ, তাহা শুন মনদিয়া । শুন  
 রাজহুত, যক্ষু পাই কহো, কাননেতে আমি গিয়া ॥ ভূমি যে  
 আমারে, দিলে বারিকোরে, আমি সেই বিতকারে । বনে  
 অবশিষ্ট, রক্ষু গলে দিয়া, হাই প্রাণ ভেজিবারে ॥ হেন-

হইতে আইলে ধঁধু কাহার সন্তান ॥ দেখি তব রূপ,  
হলো অপকূপ, কি অন্যে আইলে বন্ধু হান্তে নয়ান  
বান । এসেছ বন্ধু, বুঝি খেতেহে মধু, প্রেমের মদে  
মাতাইব দিয়া মধুদান ॥

পরার । মনে মনে ছড়াগান বলিয়া ছুজনে । মিলন হইল  
দৌহে মাতিল মদনে ॥ উখলিল কাগজাগ উদয় হইয়া ।  
চুষ আলিঙ্গন হয় বদন চুম্বিয়া ॥ অলি কোমলকলি পেয়ে  
বসিয়া তাহার । নিভয়েতে ভর করি বোসে মধু খায় ॥  
লাজের কপাট খুলে শৃঙ্গারের পথে । রস গিরে দবশন  
করিলো তাহাতে ॥ তার প্রতি মদনেতে সহায় হইয়া । রসের  
নোকায় রস দিলো পুরাইয়া ॥ মধুপান করে অলি উঠে  
দাঁড়াইল । কামিনি লজ্জিত হয়ে ঘোমটা টানিল ॥ পরমাম  
মিষ্টান্ন সতিচুর আনি । পশ্চাতে মস্তিরে লয়ে দিলো সেই  
ধনি ॥ উভয়ে গ্রহণ করি জল পান করে । শয়ন করিল পুন  
পালঙ্ক উপরে ॥ সুখেতে শয়ন মাত্র নিদ্রা ধরে এসে । পরি-  
গণ বিবরণ দেখে সবে হাঁসে ॥ পুনর্বার আপনার রথের  
উপরে । মস্তির নন্দনে লৈল হরিষ অন্তরে ॥ কাননেতে যথা  
ছিল মস্তির নন্দন । তথায় লইয়া রাখে করিয়া বসন ॥ ধনির  
কোলেতে কুজা সমর্পিয়া দিয়া । পরিগণ গেলো সবে  
কৌতুক করিয়া ॥ বাহার যেমত দশা ভাহাই ঘটিলো । পরার  
প্রবন্ধে ক্রীসমছন্দি রচিলো ॥

লঘু ত্রিপদী । মস্তির নন্দন, পাইয়ে চেতন, উঠে দেখে  
সেই বনে । ভাবে নিরন্তর, বসিয়ে বিস্তর, দেখিছু বুঝি  
স্বপন ॥ জাগ্রতে স্বপন, না দেখি কখন, একেমম স্বপন  
হলো । দেখিছু তাহারে, করিতে বিহারে, সেধনি কোথারে  
গেলো ॥ দেখি কোটীধর, সেধর কাহার, পালঙ্কে সেধনি  
কেবা । লয়ে সেইধনি, বন্ধিছু রজনি, করিবার কতো সেবা ॥

ভাবে মনৈ, হিলাম বনৈ, অশ্ব জিনৈ, সেথা শয়নৈ, মোরে  
এনৈ, হেতা কে দিলো । বুঝি এই ধনি, গুণমণি, প্রিয়মণি,  
মধু অধরিনী, গজগামিনী, মোরে আনাইলো ॥ আহা মরি,  
হেন সুন্দরী, কখন নারি, আমি না হেরি, বল কি করি, ওলো  
সজনী । হিঙ্গিকি কর, যদি বিধাতায়, হইয়া সদয়, দিলেক  
তোমার, জুড়াও রুদয়, নইয়া কাগিনী ॥

গান । রাগিণী কয়ালি ।

কি নাম তোমার বল ও বিনোদিনী । কানন হোতে  
আনিলে মোরে কেবলো শুনি ॥ মোরে এনেছে,  
দয়া করেছে, রেখো তবে চরণেতে রাজনন্দিনী ।  
মনে এই করি, হেন রূপ হেরি, রুদয় মাঝে রাখি  
দিবা রজনী ॥

ছড়া । অর্থঃ রাজকুমারির মনের কথা ।

রাজার নন্দিনী, বিনোদিনী, কমলিনী, মৃগনয়নী, হেরিয়ে  
অমনি, কহিছে ধনি, একি অপরূপ হলো । এমন সুন্দর, ছিল  
না ক বর, এবর অপর, কারবর, রূপ মনোহর, আমার ঘর,  
কেমন প্রকারে ওলো ॥ কিবা নয়ন, যেমন খঞ্জন, ওহার  
বদন, প্রায় তপন, লয়ে কিরণ, করে বিরাজন, আহা একি  
রূপ হেরি । এ জন যেমন, আমিহে ভুবন, না দেখি তেমন  
মদনমোহন, যারে দেখে মদন, লয়েছে শরণ, যাহার চরণ  
ধরি ॥ টেঁড়াচ নয়নে, মারিতেছে বাণে, হরে লয় মনে,  
মাতায় মদনে, সেকি জানে, রাখিতে প্রাণে, সর্মহদি কহিল ।  
আহাতে কুল বোকে, সে যুবরাজে, ছেড়ে লাজে, রুদয়মাঝে,  
রাখিলে লাজে, প্রেমে মজে, কাকে কাজে, রাখিতে হলো ॥

গান । রেবতী ।

তুমি কেহে ও নবীন বিনোদ কাহারি পরাণ । কোথা

কি ক্ষণে বিবাহ হৈল কেমন হইল । স্বামী তার বাসরেতে  
কুজা হয়ে গেলো ॥ কুজারে লইয়া ধনী সে বিধুবদনী । ভা-  
বিত অন্তর সদা দিবস রজনী ॥ কখন বা কপাল আপন করে  
নিরীক্ষণ । কখন বা দেখে ধনি আপন যৌবন ॥ যখন যৌবন  
দেখে গালে দিয়া কর । উদাসিনী মত বসে ভাবে নিরন্তর ॥  
শিরে করাঘাত হানি করে হায় হায় । কখন বা দুঃখ হেরি  
বিধিরে ধেরায় ॥ চল চল সব মিলে কৌতুক করিব । এহারে  
লইয়া মোরা তার কোলে দিব ॥ কুজারে কাননে এনে শুরা-  
ঠব জিনে । সুরখাঁহা কোলে দিব লয়ে এই জনে ॥ পরামর্শ  
ম্ভির করি মস্তির নন্দনে । আপনাদের রথ মধ্যে লইয়া  
যতনে ॥ সুরখাঁহা নিকেতনে সকল পরিগণ । মস্তির কুমারে  
লয়ে করিল গমন ॥ দ্বিতীয় প্রহর নিশি হইল যখন । মস্তির  
কুমারে লয়ে পৌছিলো তখন ॥ কুজারে কাননে এনে শুণা-  
ইল জিনে । সুরখাঁহা কোলে দিল মস্তির নন্দনে ॥ প্রথমেতে  
মস্তিরুত চেতন পাইলো । সুরখাঁহার নিজাত্ম পরেতে  
হইলো ॥ উভয়েতে দুইজন পাইয়া চেতন । এ ওহায় দেখে  
দোহে করে নিরক্ষণ ॥ বিধাতা সদয় বুঝি আমারে হইলো ।  
কুজাবর মোর বুঝি ভাল করি দিলো ॥ বুঝিলো মস্তিরুত  
আমি হিলাম বনে । সদয় হইয়া বিধি আনিলো এখানে ॥  
পরে উভয়েতে ছড়া মনে মনে গায় । গোপনে রহিলো কথা  
প্রকাশ না পায় ॥ মনে যত আঁচা আঁচি উভয়ে করিল ।  
ছড়াতে হৃদান্ত তার ছিদ্দিকি রটিল ॥

মস্তির ছড়া অর্থাৎ মনের কথা ।

মস্তির নন্দন, পাইয়ে চেতন, হয়ে উচাটন, ভাবিছে তখন,  
যেমন মপন, সে খন দেখিতেছে । হইল কেমন, না বুঝি  
কারণ, কাহার ভবন, করি নিরীক্ষণ, জানি কোনজন, সম-  
র্পণ করেছে ॥

যেই করি এই নই হাতে ধরি ॥ পরে তার শুন আর মূতন  
 বচন । বিদ্যাধরি যত পরী করিয়া মিলন ॥ কেরদোহ নগরে  
 মোরা এহারে নইয়া । রাজকন্যা কোলে দিবো কোড়ুক  
 করিয়া ॥ রাজকন্যা রূপে ধন্য পরম সুন্দরী । তার রূপ  
 অপৰূপ যেন বিদ্যাধরী ॥ রূপের গুণের কথা কহিব কি  
 তার । প্রথম যৌবন যার করেছে বাহার ॥ বদনে তপন  
 ত্রাসি হয়ে নিকেতন । মলিন বদন হয়ে করে পলায়ন ॥  
 বদনে চিকুর শোভা যেন কালকণি । বিবাজ করিছে লয়ে  
 নিরমল মণি ॥ কেশ বেশ কিবা কব যারে দেখি নিশি ।  
 আশ্রয় চাহিল তার কেশবেশে আসি ॥ নাশিকা মুকুতা যেন  
 আকার আকার । ললাট তাহার প্রায় বেলগারি তক্তার ॥  
 কর্ণেতে কুণ্ডল শোভা মুক্তার কিরণ । শুকতারি আকাশেতে  
 প্রকাশ যেমন ॥ মুগ আদি দেখি তার খঞ্জন নয়ন । অভি-  
 যানে মানি হয়ে প্রবেশে কানন ॥ দন্ত তার মুক্তাহার তাহে  
 পুন মিশি । তাহাতে প্রকাশ পায় যেন শশি নিশি ॥ এক  
 নিশি এক শশি জগতে অভাষ । বদনেতে শশি নিশি বজ্রিশ  
 প্রকাশ ॥ গলা সেবিরার জন্য গজমতি হার । আশ্রিত হইল  
 গিয়া গলেতে তাহার ॥ হেম পঞ্চলার আর সাতলার  
 মুক্তার । কণ্ঠগলে কাঁসি লয়ে কুলিছে তাহার ॥ অলঙ্কারে  
 শোভে চিত্র সর্বলোকে বলে । অলঙ্কার শোভা পায় সেচিত্র  
 পাইলে ॥ কলেবর বেলগারি তক্তার প্রকার । তাহে ছুই কুচ  
 তার হেম অলঙ্কার ॥ ভুবিলো কমলকলি কুচ দরশনে ।  
 কদম্ব দাড়িম্ব কাটে দেখিলে মদনে ॥ কুচকলি তারে বলি  
 যারে দেখে অলি । গুণ গুণ রবে গান গায় অলি গলি ॥  
 আমরা যে পবিত্রারী হই দাসি তার । হেন রূপ অপৰূপ  
 নাই দেখি আর ॥ তাহার কপাল বড় হইয়াছে মন্দ । দিবা  
 রাত্রি নিরামন্দ না হয় আনন্দ ॥ সুরযাহা নাম তার আনন্দ  
 অপার । পিতা তার রাধিয়াছে করিয়া আদর ॥ বিবাহ  
 দিলেক তার দেখিয়া সুজন । সুন্দর সুন্দর বর নৃপতিনন্দন ॥

শেষে, বনে এসে পড়ি দোষে । যশ নাহি মোর, দোষ নাহি  
ভোর, মজিছু নৃপতি দোষে ॥ নৃপতি নন্দন যখন, ধরি-  
বারে বকারণ । ছেড়ে দিলো মোরে, না ধরিলু তারে, সময়  
ছিলনা তখন ॥ চল চল সঙ্গে জাবো, নৃপতিয়ে বুঝাইবো ।  
রাগিয়াছে কেনো, বুঝিব কারণো, তব হুঃখ শেষে কবো ॥  
পরে তারে বাজ কৈলো, রাজ অধিক হৈলো । ঘোড়ারে  
বান্ধিয়া, গুরে থাকো গিয়া, সঙ্গে আমি যাব কল্যো ॥ হেন  
বাক্য শুনি মস্তি, হয়ে আশ্লাদিত মতি । ঘোড়ারে বান্ধিয়া,  
জিনপোস লিয়া, শয্যা কৈলো সেই রাতি ॥ বড় পথশ্রম  
ছিলো সোবা মাত্র সুমাইল । হেনকালে শুন, এসে পরি-  
গণ, মস্তিরে শয়নে দেখিল ॥ পরিগণ বলে একি, কখন না  
মোরা দেখি । এই পথে যাই, আমরা সদাই, মানব দানব  
পাপি ॥ এজন কোনজন, হয়ে অশ্ব আরোহণ । বাজপক্ষী  
লয়ে, সেকার লাগিয়ে, বুঝি আসিয়াছে বন ॥ এবলে উহাবে  
দেখ, কিবা রূপ মনোমুখ । আমরা যে পরি, হই যদি নারি,  
ঘোচে তবে মনোহুখ ॥

গান । রাগিনী খায়াজ । তাল কওয়ালি ।

কি খেল খেলায় খেলি খেলা দেখরে । অপকূপ কূপ  
সেই স্বরূপে ধরে ॥ আপনি নাগর বর আপনি  
প্রিয়সি । কত নিলে খেলা জানে কে চেনে তারে ॥  
অপকূপ ইছক কূপ সেইকূপ ছিলো । জেলেখার অপ-  
কূপ তবকূপ হেরে ॥ শিরিতে ক্রিষ্ণ কূপ প্রকাশ  
করিল । মজিল করহাদ খোহরো নিরীকণ কোরে ॥  
লৈলি হইয়া সেই মজনুরে মজায় । শেষে লৈলি  
মজাইল মজনু কূপ ধোরে ॥

পয়ার । পরিগণ উচাটন হইয়া তখন । যতনে পতন করি  
দেখরে বদন ॥ হেনকূপ অপকূপ কূপ নাহি হেরি । মনে





ছেলামত নকিব জানায় ॥ নগর ভ্রমিয়া যায় দেখিরা কৌ-  
তুক । চাবুক সওয়ার মারে ঘোড়ায় চাবুক ॥ ডাক্ষশ হাতির  
মাথে মাছত মারিল । ধরিয়া বাগির ডোর কোচগাম বসিল ॥  
উঠের নাত সওয়ার ধরিয়া দৌড়ায় । তুরুকসওয়ার আসি  
অশ্বেরে ছুটায় ॥ এমতি প্রকারে অতি বতন করিয়া । নৃপতি  
কুমার যায় সকলে লইয়া ॥ সহর ছাড়িয়া রাজা প্রবেশে  
কাননে । ছুইজনে পাঠাইল শীকার অন্তেষণে ॥ ভূপতির  
সাজ দেখি পশু পক্ষীগণ । উচাটনহরে সবে কৈল পলায়ন ॥  
বনে বনে ছুইজনে তল্লাস করিয়া । পশু পক্ষী না দেখিয়া  
কহিল আসিয়া ॥ নৃপতি নন্দনে জানি কহে বিবরণ ।  
বনেতে শীকার নাই শুনহে রাজন ॥ ভাবিত হইল শুনি  
রাজারকুমার । বিধাতা আগারে বুঝি না দিল শীকার ॥  
পশ্চাতে আপন বাজ আপনার হাতে । লইলেন চলিলেন  
মন্ত্রীসুত সাতে ॥ ছুইজনে অশ্বোপরে আরোহণ হয়ে ।  
শীকার সন্ধান করে বনে প্রবেশিয়ে ॥ শেষে এক বকারণ  
উড়ে যায় বনে । তাহাকে ধরিতে বাজ ছাড়িল রাজনে ॥  
বাজ উড়ে গেল বনে না ধরিল ভায় । ভূপতিনন্দন কসি  
করে হায় হায় ॥ কোথেকে অনল হয়ে রাজার নন্দনে ।  
মন্ত্রির নন্দনে কহে বর্ণিত লোচনে ॥ বাজের শীকার ভাল  
কেমনে কহিলে । মিথ্যা কথা বলে কেন দুঃখ মোরে দিলে ॥  
শীকার না ধরে বাজ কৈল পলায়ন । ধরিয়া আনিয়া দেহ  
মন্ত্রির নন্দন ॥ ধরিয়া আনিয়া বাজ না দিবে আমার । জান  
বাচ্চা একথাদে গাড়িব তোমার ॥ কদাচিত মিথ্যাবাদী  
মোরে না জানিবে । মিথ্যার উচিত কল এখনি পাইবে ॥  
ভাবিয়া অস্থির হৈল মন্ত্রির নন্দনে । ধরিয়া আনিয়া বাজ  
দিবহে কেমনে ॥ কোথা যাব কেমনেতে অন্তেষণ পাব । চল  
যাই যদি পাই ধরিয়া আনিব । না পাই তাহারে যদি বনে  
প্রবেশিয়া । বিধি নাম স্মরণ করিব বসিয়া ॥ এই কথা শ্রব  
করি মন্ত্রীর নন্দনে । অরণ্যের মধ্যে গেল অশ্ব আরোহণে ॥

মহাশয়, অতিশয় তাগিদ করিল ॥ আজি দিবা দুপ্রহরে,  
 ডেকে আন সকলেরে, শীকারে যাইব সবে বনে । এই বাজ  
 সঙ্গে যাবে, ধরিয়া নারিদসবে, বত পক্ষী দেখিব কাননে ॥  
 এইমত আজ্ঞা দিয়া, অন্দরে প্রবেশে গিয়া, সাজে সবে সশ-  
 স্কিত মনে । নকীব করাস আর, এসওল চোপদান, দাণ্ডা-  
 ইল নিজ নিজ স্থানে ॥ উজির নাজির কত, আইলেন শত  
 শত, মন্ত্রী আদি আসাবরদার । সেকাই সান্তুরী যারা, বন্দুক  
 লইয়া তাহা, দাণ্ডাইল বান্ধিয়া কাতার ॥ জরকসিচিরাপরি  
 চপরাশি সারি সারি, পেয়াদার কাতার হাজার । চাবুক  
 সওয়ার বত, উঠেরি কাতার তত, ডঙ্কা মারি হইল তৈয়ার ॥  
 হাজার হাজার বাণ, হেমছড়ির নিশান, সকলে আনিয়া  
 জুটাইল । শত শত সুপালকি, শত চেরেটে পালকি, শত শত  
 গাড়ি ভাল ভাল ॥ কেবাচিরে কেবা গণে, বগী দেখি পণে  
 পণে, নয়ান জুড়ায় যারে দেখে । আনন্দে অপার হয়ে,  
 সেনাগণ সঙ্গে লয়ে, গমন করিল নৃপ সুখে ॥ সমছদ্দি বসিয়া  
 কয়, চল চল মহাশয়, আমিহে যাইব আজি সঙ্গে । শীকা-  
 রেতে বিপরীত, হইবেক উপস্থিত, শেষেতে মজিবে বড়  
 রঙ্গে ॥

পর্যায় । দিবা দুই প্রহরেতে নৃপতি নন্দন । বাহিরেতে  
 আইলেন আনন্দিত মন ॥ জরকসিচিরাপরি মুক্তামালা  
 গলে । জমরাদি চৌপা মাথে দিল কুতূহলে ॥ কর্ণেতে কুণ্ডল  
 পরে মুক্তার কিরণ । যাহাতে উজ্জ্বল হয় অন্ধক নয়ন ॥  
 নখমলি কাবা পরে চাপকান সাটন । কিমখাবি পায়জামা  
 পরিল রাজন ॥ ঢাকাই রুমাল হাতে জহর জড়িত । বানা-  
 রসি দোপাটায় নয়ান শোভিত ॥ জহর জড়িতজুতা চরণেতে  
 দিরা । অখ আরোহণে যায় আনন্দিত হৈয়া ॥ মন্ত্রীর তনয়  
 হেন সুসাজকরিল । শেষে আসি অখোপরে আরোহণ হৈল ॥  
 দুইবন্ধ একত্রে চড়িয়া তুরঙ্গে । ধীরি ধীরি চলিলেন সেনা-  
 গণ সঙ্গে ॥ উঠের পূর্তেতে ডঙ্কা গুড়গুড় বাজায় । মহারাজ

ভাবিয়া চিন্তিয়া, বন্দুক পুরিয়া, শেষেতে সাহস করি । বন্দুক লইয়া, নিশান করিয়া, ছাতির উপরে ধরি ॥ কলটিপে দিল, রঞ্জক উড়িল, বাঘেরে লাগিল গুলি । শীকার পড়িল, আনন্দিত হৈল, সব করে হাসি খেলি ॥ তার পরে কত, মারে শত শত, মুগ্ধ আদি যত পায় । নৃপতি নন্দন, আহলাদিতমন, সে দিন নিবাসে যায় ॥ এমতি প্রকার, সদত শীকার, নৃপতি নন্দন করে । তার পরে আর, শুন সমাচার, ছিদ্দিকী রচন সারে ॥

দীর্ঘত্রিপদী । কোকিলেতে উঠেঃস্বরে, কুহ কুহ রব করে, নিরবধি ডাকিতে লাগিল । শশী নিশি অশ্রুপর, মৌনভাবে নিরন্তর, নিকেতনে আরোহণে গেল ॥ তপন তাপিত হৈল, আপন কিরণ লয়ে, যতনে বদন দেখাইল । রাজার নন্দন ধন, উঠে বসিল তখন, দিবা দেখি নাহিরে আইল ॥ দেখিয়া মস্তুর স্রুতে, কহিলেন আদরেতে, আজি চল শীকারে যাইব । কিন্তু ভাই তুমি বল, কাহার শীকার ভাল, বল মোরে তাহা লয়ে যাব ॥ শুনি কহে মন্ত্রী স্রুত, শুনেহ রাজার পুত, বাজের শীকার ভাল জানি । তুমি যেমন প্রজার, আহ হরে অধিকার, পক্ষী অধিকার বাজ শুনি ॥ বাজ লয়ে চল যাব, মনমত যত পাব, শীকার করিব বনে গিয়া । রাজস্রুত কথা শুনে, আনন্দিত হয়ে মনে, বাজের চাকরে ডাকাইয়া ॥ জিজ্ঞাসিল মহারাজ, আছে মোর কত রাজ, কেবা শীকারেতে আছে ভাল । শুনিয়া রাজার কথা, ভয়ে করি ছেঁটমাথা, নয় আছে বলে নিবেদিল ॥ তাহার শীকারি ভাল, না পারে করিতে ভাল, নৃপতি হে শুন নিবেদন । বাজ এক এ সহরে, আনিয়াছে চিড়িমারে, বিক্রয় হইবে কল্য দিন ॥ বাজের শীকার যদি, করিবে হে নরপতি, কিনিয়া তাহার লয়ে পাল । শীকারের আয়োজন, যদি করিবে রাজন, আনন্দে তাহার লয়ে চল ॥ শুনিয়া সকল কথা, চিড়িমারে ডাকি তথা, হাজার টাকার বাজ নিল । যতনে পালিতে তার, কিনে লয়ে

গান হিন্দি । রাগিণী ঝিকট তাল রেখতা ।

হেরিরে আরে বনেরা । মালিন জোলাইওহাঁ ফুলো-  
কি সেহরা ॥ গবরুজো সাজে, চাঁদ বিরাজে, কানো-  
মে মতি দমকে জেসসি সেতারা । হিরা লাল জহর  
রতন, শোভেহে জেসমে নয়ন, হার বনা করকে  
ওসে জবকে পহনায় ॥

লঘু-ত্রিপদী । গেল কিছু দিন, হইল সুদিন, কঠিন দিন  
মুচে গেল । দ্বাদশ বৎসর, নন্দন রাজার, মন্ত্রির কুমার হৈল ॥  
কারসি আরবি, নাগরি ঠৈরবী, বত বিদ্যা সব ছিল । উক্ত  
নিয়মেতে, বুদ্ধির বিদ্যাতে, সকলেরে শিখে নিল ॥ শিখিয়া  
আমদে, নর মহান্দে, রাজার নন্দনে কৈল । কহিলেত শুন,  
মন্ত্রীর নন্দন, শীকার করিতে চল ॥ মনে এই করি, দিবস  
শরীরী, কানন ভ্রমণ করে । যুগ পশু পক্ষী, সমুখে যা দেখি,  
আনি সব মেরে ধরে ॥ মন্ত্রীর নন্দন, শুনিয়া বচন, আছা-  
দিত্ত হসে কয় । রাজা ভূমি মোর, আমি যে চাকর, যে  
আজ্ঞা তোমার হয় ॥ মন্তকে রাখিব, তাহাই করিব, চেষ্টা  
পাব প্রাণপণে । তব সুখে সুখ, মম হয় সুখ, তব দুখে দুখী  
প্রাণে ॥ তব জন্মদিনে, জন্মিল এজনে, উভয়ে দুজনে থাকি ।  
এহণ পরণ, আসন শয়ন, একস্থানে পূন দেখি ॥ তাহাতে  
সেঁগাওতা, শুন রাজসুত, ভূপতি করিয়া দেয় । চল কোথা  
যাবে, শীকার পাইবে, সজ্জিছাড়া আমি নর ॥ এই কথা স্থির  
করিয়া সুস্থির, শীকারে উভয়ে যায় । তার পরে শুন, অর-  
ণোরি বন, উপনীত দৌহে হয় ॥ বনে প্রবেশিল, ব্যস্ত দেখা  
দিল, ঘেরিয়া ভাবিত হৈল । মন্ত্রির নন্দন, হেরিয়ে বদন,  
ভূপতি নন্দনে কৈল ॥ কেন রাজসুত, হইলে ভ্রাসিত, অসিত  
হইবে মন । বন্দুক ধরিয়া, নিশান করিয়া, মারহ কাষের  
প্রাণে ॥ হেন মার তার, যেন মরে যায়, রতুবা দৌরাগ্য  
হবে ॥ কেমন করিব, কেমনে মারিব, ভূপতি নন্দন ভাবে ॥

সকলে আমি করিছু প্রচার । আমার সন্তান আর মন্ত্রী  
কুমার । অভেদ জানিবে ইথে অতি সুবিস্তার ॥ এই বাক্য  
শুনি সবে আনন্দিত হৈল । পরার প্রবন্ধে শ্রীমহাদি  
রচিল ॥

রাগিণী ভৈরবী । গান ভজন ।

ভব পারাবারে আসি বেপার হলোনারে মন । রুদ-  
য়েরি রাজ্য কেবা, চিন্‌লি না মন হয়ে হাবা, করিতে  
নারিল সেবা, করিলে যতন ॥ সেধন মোর সাথে  
সাথে, আমি আমি পথে পথে, রুদয়েরি রথে রথে,  
করিতেছে আরোহণ ॥ রুদয়ে বেখেছ যারে,  
আদয়ে কাতরে তারে, ডাকরে মন উচ্চেঃস্বরে, যদি  
করাব দরশন । ছিন্‌দিকি কান্দনি গায়, মিছোদন  
বয়ে যায়, এখন না সাধিলি তার, সাধিবি কখন ॥

অম্বু-ত্রিপদী । ভূগতি নন্দনে, মন্ত্রীর সন্তানে, দাইয়ে সম-  
পিতা দিল । দাই পেয়ে ধন, করয়ে পালন, অতিশয় যতন  
কৈল । গত চারি মাহা, হৈল পঞ্চমাহা, নন্দনেরি বয়ঃক্রম ।  
অম্বেরী প্রশংসা, করিবার জন্য, নৃপতি করিল ভ্রম ॥

ধূয়া । নানা দিব্য মেণ্ডা জাতি । নানা দিব্য মেণ্ডা  
জাতি ॥ আনাইল নরপতী । আনাইল নরপতি ॥

থরে থরে সাজাইয়া ডালা ।

মালিনী তাহার পুরে । মালিনী তাহার পরে ॥

পুষ্পডালি কঁাকে করে । পুষ্পডালি কঁাকে করে ॥

এনে দিন কতশত মালা ॥

মালা লয়ে দেখ মালা এক । রাজবালা গলে দিল ॥

পরার । ভাল শয্যা বিছাইয়া করিল আসন । পরাইল  
জোড়া জামা নন্দনে রাজন ॥ পূজয়বে অন্ন লয়ে মহারাজ  
দিল । বিরহিণী যত নারী গাইতে লাগিল ॥

গান হিন্দী । তাল খেমটা ।

সেইয়া মেরে জাহুগর জাহু কিরায়ে । জাহুকিরা  
জাহুকিরা লোভালিয়ারে ॥ আর্থমে খমার ভরি,  
আবরুমে তেউয়ি চড়ি, পাপনিকি তির খরি, জ্ঞান  
লিয়ারে । উঠাকে আপনি নোকাব, চলিজে হাসকে  
সেতাঁব, গোল সনমে গোলাব জৈসি বিগস  
গেইরে ॥

দ্বিতীয় গান । তাল খেমটা ।

রোনিয়া তোমনে সজন দেলতো মেরা চুর কিয়া ।  
কামা আবরুমে তেরি পাপনিকি জবতির দিয়া ॥  
জোলকে তেরি রাত হের, মুখড়া তেরি চাঁদ হের,  
হেরকি মুকুর বাল তেরি জরজি হবহ সামকিয়া ॥

পর্যায় । এইমত শত শত নৃত্যকারী এসে । আরম্ভ  
করিল গান নিজ নিজ ভাষে ॥ মোহিত হইল রাজা শ্রবণ  
করিয়া । বিদায় করিল পরে টাকা কড়ি দিয়া ॥ এমত  
করিয়া দান ভূপতি করিল । মুষ্টিক ভিকারী দানে ভাগ্যবান  
হৈল ॥ সে দিন দানের পণ করেছি শ্রবণ । পঞ্চকোটি মুদ্রা  
দান করিল রাজন ॥ আমদে আনন্দ হয়ে পরম আনন্দে ।  
বিদায় হইল তবে আহ্লাদে আনন্দে ॥ এখানে রহিল কথা  
একান পর্বাস্ত । সন্তানের পালনের শুনহ তদন্ত ॥ ছাওলের  
পালনের কারণে ভূপতি । ছাদশ রাখিল দাই সুন্দরি  
বুবতী ॥ সন্তানের নাম অন্য কেতাব খুলিল । সেইদ আহাঙ্গদ  
নাম ভূপতি রাখিল । মজ্জীর সন্তান নাম তত্ত্ব করি অতি ।  
মুরমহাঙ্গদ বলে রাখে নরপতি ॥ ছজন্যার নাম নৃপ আপনি  
রাখিয়া । কহিলেন মজ্জীগণে বাহিরে জানিয়া ॥ আছিল  
আমার বাজা এবে সিদ্ধি হৈল । এই দুই কুমারেতে বন্ধুতা  
রহিল ॥ আছিল প্রতিক্রা মোর পূর্বোক্তে ইহার । একগণে

কছু ভয় দেখায় তার ॥ মুচকি হাসিরা কছু করে আলাতন ।  
 ঘমটামুখ হইয়া কছু করে উদাসন ॥ সে বদন কি রতন চন্দ্রের  
 কিরণ । অধর মধুর মত হিঙ্গুল বরণ ॥ দন্ত হেন পুঁক্তি যেন  
 মুক্তার সমান । তারি চারিপাশে নিশি মেঘের প্রমাণ ॥ কখন  
 উঠায় বাছ কুচ কমল কলি । দেখায় লুকায় তার করে জলা-  
 জলি ॥ নাচিতে নাচিতে কছু খুলে দেখায় কেশ । করতালি  
 কছু দিয়া বলে আহা বেশ ॥ খেমটার নাচন যখন নাচে সেই  
 ধনী । মন ধন রতন হোর হয় উদাশিনী ॥ সভাসদ নাচন  
 হেরি বলে হাস হাস । আহা হেই বলে ধনী ভাল রাখে  
 ভাষ ॥

গান হিন্দি । রাগিণী খায়াজ লুম তাল আড়া ।  
 দেখোঁরে লোণে। ধনমোঁ বনমোঁ মনমোঁ মহারাজ  
 ব রাজে । নয়াননে আঞ্জন, ওঁহি নিরাজ্জন, গোপন  
 দরশন মাজে ॥ লজকা ধন, বাড়ি রতন, হৈরতনছে  
 পালন করলে । তারণ কারণ, ওঁহি নিরাজ্জন, তপন  
 জপন ভুজিকো মাজে । হিন্দি কি বোলত হারি,  
 জগতমে ওঁহি কি ভকতি হৈয় জিয়ারা । রহেণা  
 রাজত, ওঁহি কি ছদত, ভজলে চেতলাগা মন মাজে ॥

গান বাঙ্গালা । রাগিণী বিষ্ণিট । তাল আড়া ।  
 কিবা শোভা সভা পেয়েছে মন । উদর হয়েছে  
 শশী নৃপতি নন্দন ॥ ঘোর অন্ধকার ঘরে, তাহার  
 কিরণ ঘেরে, আইল দ্বিগুমান কৈল ভূপ নিকেতন ॥  
 সদা মাতা পিতার কোলে, কোতুকে কুশলে খেলে,  
 হিন্দি কি রচিয়া কৈল বেঁচে থাকুক সেইধন ॥

পয়ার । এই গান গেয়ে বাই বিদায় হইল । কালো-  
 রাত গারুক যত পশ্চাৎ আইল ॥ রাজ সভাধিরা কিছু  
 বর্ণনা করিয়া । গান আরস্তিল তত্ৰ যত্ৰ আদি লিয়া ॥



একান্ত । খেমটাওলী নৃত্যকারী বুঝুর পর্য্যন্ত ॥ সেতার  
 ঢোলক বাজে বাজয়ে মন্দিরা । বীণা বাজে বেলা বাজে  
 আর বাজে তাম্বুরা ॥ তবলা তাম্বুরা সহিত বাজিছে মৃদমি ।  
 আকাশে প্রকাশ পায় বাজায় গুমগুমি ॥ বীণা বাজে নাদর  
 দানি তানা দারা তম । তম তানা নাদর দানি তানাদারা  
 তম ॥ বেলা বাজে কুছ কুছ কোকিল কুহরে । পিয় পিয় টিয়  
 টিয় মুচক গুঞ্জরে ॥ ঝলমল চঞ্চল ঝাঁজের বাধুনা । মন্দি-  
 রাতে টুনটুন বাজিছে বাজনা ॥ এমতি যখন বাদ্য বাজিতে  
 লাগিল । স্বর্গবিদ্যাধরী শুনি নাচিতে লাগিল ॥ নৃত্যকী  
 নাচিতে উঠে লাঞ্জে দেয় ভঙ্গ । আরম্ভ হইল গান মেতে গেল  
 রঙ্গ ॥ প্রথমে নকিব আসি কহে ফুকারিয়া । মহারাজকি  
 জয়হর কহিল আসিয়া ॥

হিন্দি নকিবের ফুকার ।

মহারাজকি জাত ছলামত রহে । বা কেরামত রহে ॥  
 ভাকরামত রহে ॥ লড়কা সাহি পার, দৌলত বড়তা  
 যায়, এক ঝাল হোতা যায়, ছুনিয়া যবতক রহে লড়কা  
 মবারক করে, সাহিতাজ ছেরপর ধরে, মা বাপকি  
 নরম হরে, রোজ বরোজ হোতা রহে ॥ ভাই সব  
 চোপা রহে চোপ রহ ॥

পরায় । নকিব ফুকারি রব বিদায় হইল । গাইতে  
 নাচিতে বাই উঠি দাণ্ডাইল ॥ পশ্চিমের বাই যত পরম  
 সুন্দরী । তার মধ্যে হোছনানুরি যেন বিদ্যাধরী ॥ তবলার  
 টক্কর খাতি যখন তায় দিল । জয় জয় বলিয়া বাদ্য বাজিতে  
 লাগিল ॥ তবলা বম গুমগুম করিয়া বাজায় । সারঙ্গেতে  
 নাদের দানি তাল রাখে তায় ॥ নৃত্যকী কামিনীগণ চির  
 বিরহিনী । অলস্ত আনল আর প্রথমযোবনী ॥ নাচিবার গুণ  
 তার কিবা করি ছন্দ । সত্য মধ্যে সভাসনে লেগে গেল ধন্দ ॥  
 বদনে আঁচল দিয়া কখন জুকায় । কখন বা ঝুলে মুখ সকলে  
 দেখায় ॥ কখন বা নরমঠারে আপ কেড়ে লয় । সুগীত লোচনে

করাস অলির গান ।

অলি বলে কে ডাকিল এমন কাঁচা ঘুমের বেলা ।

শুতে নাই পাই প্রাণ নিদ্রাচক্ষে ঘটিল জালা ॥

ভাল শয্যা বিছাইয়ে, শুয়ে আছি পত্নী লয়ে, বদনে  
বদন মিলাইয়ে, কমলিনীর ধরে গলা ॥

পরে জমাদার, কহিল বিস্তার, শুনহে করাস অলি ।  
রাজার তবন, হয়েছে নন্দন, শিরপা পাইবি কালি ॥ নিশি  
অধসামে, বাহির দেওরানে, আসিবেন মহারাজ । করিবে  
নিবাজ, ভূপ মহারাজ, সকলেতে কর সাজ ॥ শুনিয়া বিস্তার  
কহিলা নিস্তার, অলিরাজ বাটী গেল ॥ পরে কমলিনী, করাস  
মেগী, তাহারে সংবাদ দিল ॥

গান । কমলিনীর খেদ । খেমটা ।

আহা ডাকলে কে আমারে । যেতে পারিনাক বাবু  
আছিগো কাতরে ॥ পতি মোর ছিল কোলে, ডাকিল  
কে করাস বলে, ডাকা নাত্র গেল পতি রাজার  
আগারে ॥ দুজনাতে করে বুজি, শুয়েছিলাম এই  
রাত্রি, সুখেতে ভুঞ্জিব রতি, হরিষ অন্তরে ॥ সে  
রঙ্গেতে ভঙ্গ হলো, পতি রাজবাটী গেল, পড়িয়াছি  
প্রেমের ঘোরে কাঁদব কাহাবে ॥ যৌবন অনল মোর,  
জ্বলাইছে ক্রলেবর, ওষ্ঠাগত হৈল প্রাণ, না দেখে  
নাগরে ॥ এবার ঘরে আইলে অলি, কোমলেতে  
দিব বলি, পিরিতেকি রীতি নীতি শিখাব বন্ধুরে ॥

পরার । শশী লুকাইল নিশি পোহাইয়ে গেল । তখন  
তাপিত হয়ে একাশ পাইল ॥ মহারাজ করি সাজ আছা-  
দিত মনে । বারদিয়ে বসিলেন বাহির দেওরানে ॥ উজির  
নাজির আর ভৃত্য সেনাগণ । পাঠক ভিকারি আর ভিকারি  
ব্রাহ্মণ ॥ ভাট ভাড়া ভাণ্ডারি ও মুক্তি ভিকারি । চেলা চোপ  
দার আর ছয়ারি প্রহরি ॥ যাত্রাকারী কবিদল ঘাটনাট

গান । রাগিণী ঝিকিট । তাল আড়াঠেকা ।

আশার আশে সদা আসি বিশ্বাস করিয়ে । সে  
আশে নৈরাশ হলে বনবাসি হব প্রিয়ে ॥ আশাতে  
বিশ্বাস করি, নিশ্বাস বহে ধীরি ধীরি, তাহে সর্ব-  
নাশ হলে, মরিব অভরস। হয়ে ॥

লঘুজিপদী । কিছু দিন পরে, তপস্যার ভরে, অস্ত্রাপত্তি  
রাগী হৈল । নৈরাশ আশায়, আশা পেয়ে তায়, মহারাজার  
শুনাইল ॥ শুনিয়া ভূপতি, আনন্দিত মতি, আহাঙ্কদ মস্তিষ্কে  
কর । সুসংবাদ শুন, গন্তেরি লক্ষণ, রাজরাণী দেখ হয় ॥  
বুঝি বিবাতার, আমারে দেখায়, পুঞ্জের বদন শশি ।  
একণে এআশে, বাঁদিয়া বিশ্বাসে, আহ্লাদে হয়েছি আসি ॥  
শুনি তার পরে, মস্তির আগারে, মস্তিনারী গর্তুবতী । আ-  
হ্লাদে আহ্লাদ, পরম আহ্লাদ, উভয়ে আহ্লাদ অতি ॥  
রাজার নিবাস, মস্তির আসান, পুঞ্জ হীনে শূন্য ছিল । রাজার  
রমণী, মস্তির কামিনী, দৌড়ে পুঞ্জ প্রসবিল ॥ মস্তির ভুবন,  
না ছিল নন্দন, তাহার নন্দন শশী । পূর্ণ হলো সাধ, বাড়িল  
আহ্লাদ, আশা পূর্ণ হলো আসি ॥ নৃপতি মস্তিরে, ডাকিয়া  
আদরে, উভয়ে ভবনে গেল । পুঞ্জের বদন, উভয়ে চুজন,  
আহ্লাদেতে নিরক্ষিল ॥ পড়িল নামাজ, ভূপ মহারাজ,  
সুসাজ করিয়া শেবে । ফকির ভিক্ষারি, গায়ক প্রহরি, ভূপে  
ঘেরে মনে এসে ॥ সবারি সম্মান, রাখি কিছু দান, সে দিন  
নৃপতি দিয়া । হইলে বিহানে, বিলাইব ধনে, মনোনাথ পুরা  
ইয়া ॥ ভবনে শয়নে, চলিল রাজনে, সকলেরে আজ্ঞা দিয়া ।  
ওজীর নাজীর, সকল চাকর, ভুক্তি হইল শুনিয়া ॥ হেতা  
শুন আর, করান রাজার, অলি নাম তার ছিল । নিশি অক-  
স্মাতে, প্রহর থাকিতে, ডাকিতে তাহারে গেল ॥ জমাদার  
ডাকে, চমকিয়া উঠে, কেন কেবা ডাকে ঘোরে । হিদি কি  
তাহার, অলি গীত গায়, উচিত যুগেরি ঘোরে ॥

মন্ত্রী ছয়জন । তাহাদিগে লয়ে রাজ্য করে বিরাজন ॥ লোহ মোহ যারে বলে একজন আছে । রসিক লোকের কুলে সে কালি দিয়াছে ॥ আর এক সুত্র আছে স্নেহ নাম তার । নাসার মধ্যেতে সেই আহার বিহার ॥ ক্রোধ অহঙ্কার ভয় বিবাদ চারি জন । গ্রহরি আছয় তারা করিতে রক্ষণ ॥ এই চারিজন চারি স্থানে করে স্থিতি । চক্ষু কর্ণ নাসিকায় জিহ্বা অন্তমতি ॥ করিবে সাধন ভূপ আরোজন যদি । কাতরে কান্দিয়া সদা চক্ষে বহাও নদী ॥ দামুদর আবুদর দুটি নাসিকায় । দুটি নদী চক্ষুজলে যেন ভেসে যায় ॥ এমতি প্রকারে অতি কান্দিয়ে কান্দনা । পাপ বিমোচন হবে পুরাবে কামনা ॥ বিবরণ বিস্তারিত রচিতৈছি গানে । বুঝিবে তাহাতে ভূপ দেখিব নয়নে ॥

গান । রাগিণী খাম্বাজ । তাল আড়াঠেকা ।

প্রেমে মজে প্রাণ কাতর কেন । প্রিয় পাবি কিঞ্চিৎ পরে করিলে সাধন ॥ আরাধন সাধন সেবন নিরাজন । কাতরে কররে পাগল মন ॥ জীবন মধুরন মিষ্টাঞ্জন আসন । রুদয়ে গোপনে করে বিরাজন ॥ তাইতো বলি চেননারে, চেন প্রথম আপনারে, তবে পারি কর তারে, যে করে জ্ঞান ॥

পর্যায় । সুপতি শুনিয়া গান হৈল ভুট মতি । মস্তিষ্ক সঞ্চেতে শুন করিল যুক্তি ॥ অদ্য হইতে প্রতিজ্ঞা স্থির করি মনে । তব মম পুত্র যদি পাই ছই জনে ॥ কন্যা যদি হয় তবে সই করে দিব । পুত্র হইলে তার শেঁগাত করাইবো ॥ কারু ঘরে কন্যা কারু পুত্র যদি হয় ॥ বিবাহ তাহার দিবো কহিছু নিশ্চয় । প্রতিজ্ঞা স্থির করি করিয়া মিলন ॥ নিরাজন আরাধনে বসিল ছজন । সেজনে আরাধন যেন করিবে । মন বাঞ্ছা পূর্ণ তার অবশ্য হইবে ॥

ভাব লাভ ।

রাগিণী ধামাজ । তাল আড়াঠেকা ।

মন তোরে বলি শুন । মহারাজ বিরাজিছে রুদ্রে  
এখন ॥ সেই ধন সেই জীবন সেই নয়ন সেই বদন ।  
তাহার অশ্বেষণ নন কররে এখন ॥ ভব পারাবার  
ঘরে, আসিয়া তুলিলী তারে, পরকালে ঘেরে তোরে,  
করিবে তারণ । কাতরেতে সমছদ্দিন, পুণ্য পাপে  
হয়ে ক্ষীণ, কহে দীনহীনের দিন, গেল অকারণ ॥

পরায় । একদিন নরপতি উঠিয়া বেহানে । পুত্র ছুয়ে  
খেদান্বিত হয়ে নিজমনে ॥ কান্দিয়া আকুল হয়ে মলিন  
বদনে । উপস্থিত হৈল আসি বাহির দেওনে ॥ মস্তিগ  
জিজ্ঞাসিল মধুর বচনে । একি অপরূপ রূপ ভূপ রূপ কেনে ।  
মহীপাল হাল দেখি কাল হৈল কালি । হয়ে গেল হলে  
কেন করে বলাবলি ॥ কতক্ষণ পরে রাজা নিশ্বাস ছাড়িয়া  
আহা ক্ষম নামে মন্ত্রী তাহারে ডাকিয়া ॥ কহিতে লাগিল  
রাজা শুন বিষয়ণ । রাজত্বের প্রয়োজন না রাখি এখন ।  
ধন ধন পূজবন যার মাই ঘরে । রাজত্বের প্রয়োজন বি  
আছে তাহারে ॥ বনে বনে কাননেতে ভ্রমণ করিব । বিধি  
নার সম্বরণে আমন্দে রহিব ॥ যোগীগণের যোগে যোগ  
সজোগ করিব । পর পুত্র কয়ে তারে চেলা বানাইব ॥ পুত্র  
মত লয়ে তারে করিব পালন । যুড়াব নয়ন তারে করে দর  
শন ॥ রাজত্ব তোমারে আমি করে সমর্পণ । নিস্তার হইয়  
মাই অমিত্তে কামন ॥ একথা শুনিয়া মন্ত্রী নৃপতির কয় ।  
কিস্ত কেন কেন হও শুন মহাশয় ॥ কি কারণে কাননেতে  
ভ্রমণ করিবে । কেননে কাননে তুমি পুজগাভ হবে ॥ কানন  
অরণ্যবন বিরা পশুগণ । অমুখ্য নাহিক রর করুন প্রবণ ॥  
তপস্যার লাগি যদি কাননে আইবে । কলেবর কানন তবে  
পতিত হইবে ॥ কলেবর কাননেতে নিরাজন আসি । কদর  
সমায় থাকে দিয়া বিশি বসি ॥ দেখ মনে আছে কাছে

## পুস্তক আরম্ভঃ ।

দীঘত্ৰিপদী । কাশ্মীর যুজ্জুকতে, নৃপ এক ছিল তাহে,  
 ত রাজা প্রজা কর হয়ে । এই ছিল তার ভালে, কর দিত  
 বে মিলে, সুখে ছিল আনন্দ হইয়ে ॥ ধন সীমা কিবা করি,  
 রাজাগণ অপকারী, হয়ে কর লৈত যেইজন । তার সম্মা  
 কবা করে, গুণিলে গুণিতে পারে, ভাঙারে তার আছিল  
 য ধন ॥ পুণ্যদান হেন রাজা, সুখে ছিল যত প্রজা, দিবা  
 নিশি আনন্দ হইয়া । প্রজার প্রার্থনা শুন, সদা হেন রাজা  
 যন, বিরাজ করে আমাদিগে লিয়া ॥ লোকের সুখেতে  
 গুনি, রাজা হিয়া হেন দানি, যতো ছিল কঙ্কির ভিকারি ।  
 গাঠিয়া তাহার দান, হয়ে মরে ভাপাবান, সুখে ছিল দিবস  
 করি ॥ বিচার তালাব শুন, মিলিত হুকের পানি, ভিন্ন  
 ভিন্ন তাহারে করিত । যাছ ছাগ একোত্তরে, এক স্থানে এক  
 করে, বিচারেতে করিয়া গণিত ॥ বিচারের হেন গুণ, তার  
 ববধা শুন, পাইত আপন দোষ যদি । কাতরেতে আরা-  
 নেন, বিধিনাম সম্বরণে, কেন্দে চক্ষে বহাইত নদী ॥ প্রভা-  
 পতে মহীপাল, ছিল হেন কালেরকাল, যারে কাল দেখে  
 হত কালি । রাগিলে বদনে ভূত, উপস্থিত যমদূত, চক  
 হইত রক্ত কমলি ॥ যেনমান যেন বাণ, যাথ শ্রীতি অধি-  
 গান, রাগান্বিত হইয়ে হইত । না থাকিলে মন্ত তার, থাকিলে  
 দ্রাবুত আর, দুর্কসাত্ত পরাগতেজিত ॥ মহাক্সদ সাহানাম,  
 তাতাগিরী তার কাম, তার মত দাতা নাহি দেখি । যার  
 রাজ্যে প্রজাগণ, সদাকরে বিরাজন, কত দুঃখী গিয়া হইল  
 সুখী ॥ যমহুদি হিন্দীকি কর, এত ধন যার হস্ত, সম্ভান না  
 থাকে যদি ঘরে । উজ্জলেতে অন্ধকার, দিবসেতে নিশি  
 গরি, সদাই সেজন ভেবে মরে ॥

## ভাব লাভ ।

আপনার দোস্ত বোল ভাহারে বলিল ॥ দোস্ত বোলে হবি  
বুঝা খেতাব তাঁর দিয়া । পৃথিবীতে পাঠাইল পেয়গম্ব  
করিয়া ॥ লৌকিক যাহার সিনে কহিয়াছে বারী । ক্ষেমত  
আমার কিবা নাথ লিখি তারি ॥ একথা কহিয়া কলম ছুকা  
হইল । নাথ লিখিবার হেতু মিনতি করিল ॥ আমি এ  
ষোনোখান জঙ্গলের হৈয়া । নাথক রছুলুঝা লিখি কিবিদ্য  
রাখিয়া ॥ এই বলে কলম যখন ক্ষত হয়ে গেল । সমছদ্দি  
ভাব লাভ লিখিতে কহিল ॥

## রাগিণী সুর কিরীট । তাল রেখতা ।

প্রেমের ভাবে ভবান্ধবে ভেবে প্রাণ গেল । ভব ভাবে  
ভুলে যাই ভুলা ভয় হলো ॥ প্রথম ভাবের ভাব  
শুন, ভাবে ভুলে ভোলামন, পরে ভেবে অঙ্গহীন,  
ভাব রাখা ভার হলো । ভেবে ভণে সমছদ্দি, পার  
‘হবগো ভবনদী, ভিতরের ভিত যদি,’ গুরু ভাব ভার  
হলো ॥

## আড়খেমটার গান ।

ভবনদী পার হতে ভাবের ভাবি নৈলে নারে ।  
ভরিতে তরাইতে তারক বিনা কেবা পারে ॥ ভাবের  
ভাবি তারে বলি, কুটলে পরে কমলকলি, [প্রেম-  
কমল হইবে অনি, যেজন বলে গ্রহণ করে । কমলকলি  
কোবার আছে, দেখনা যে মন আপনার কাছে,  
করিয়া ভিতর করয় আছে, প্রেমের কমল বলি  
‘ভারে ॥ সমছদ্দি হিঙ্গুকী ভণে, গুরুর চরণ ধারণ  
বিনে, একথা কে বুঝিতে জানে, হেন শক্তি কাহারে ॥

হিত মনস্ক । অথবা পৃথিবী বারী সৃজন করিল । সহ-  
জ্ঞে মোক্ষ নাই নিম্নে লাইয়া ॥ চৌকাগরি মত কব  
নামিত লাবণ । ভ্রমণ করি করে দ্বির না বদলী কাহার  
নরনারী বাণাইয়ে পক্কত । পারিষিগে পৃথিবীর কলি  
মালিত । দ্বিধা এমনি ভাষা করিয়া মতন ॥ পক্কতের কল  
কলম খারব ॥ মোক্ষ সৃজন কোন নকল মানব । ভাষা  
ইতে হইল কত মানব দামন ॥ ভাষার বিনা আর নাই  
কহা হইল । কাহার কাহার বিনা কাহি কার গতি ॥ তাহার  
কলিমা আপ কাহার ধরনী । তাহা চাহে ভাষা করোনিজ  
গমণ ॥ তাহার গুণ লিখি আমি কেবল গুণ করিম । কেবল  
মামি নিঃস্রব দ্বিধা বাধ্যনি ॥ সাম্যতার লিখিবার  
কি নাই ॥ বিধি লিখিবার নাই বহিঃস্রবাবে ॥  
কিন্তু কলম যাহা লিখিবার নাই ॥

কলিমা লিখি । নাত মধ্যক্ষদ । ভাল মধ্যমান ।  
বাখানিব কিবা আমি সে গুণ তাহার । মহাক্ষদ  
মস্তকা জিনি রতুল আলার ॥ এমন কিবা বিদ্যা  
জিনি । ইবিবুল্লা নাত ছুনি, সবে মাত্র এই কলি  
পেরনধব আমার । শুনেছি আলমে স্থানে, মো  
মত পাপী জনে, মুক্ত করবে সেই জনে, । করিয়া  
বিচার ॥ পাপে পূর্ণ হয়ে দেখি, কাঁপিতেছি ত্রাহি  
ত্রাহি, বিবর নকট দীনে করিবে উদ্ধার । এই ভাব  
ভেবে মনে, সমহসি হিন্দুকীভণে, ভরসা তোমার  
বিনে, নাহিক আমার ॥

পয়ার । মহাক্ষদ মস্তকা জিনি রতুল আলার । নাক লিখি-  
বারে শক্তি আহয় কাহার ॥ কেতাবে দেখেছি আর শুনি  
লোক মুখে । আল্লা আপন মুর পরদা করিল তাহাকে ॥  
তাহার কারণ আল্লা আকাশ ধরনী । সৃজন করিল আমি  
কৌরাণেতে শুনি ॥ কবী বটে মূরে বাখা সৃজন করিল ।



শ্রীশ্রীহবিব ।

স্বহায় ।

## ভাব লাভ পুস্তক ।



গীত ভজন । রাগিণী বাঁদ্যজ । তাল মধ্যমান ।  
কে করিতে পারে মন বর্ধিত তাহার । যেজন করিল  
সৃষ্টি জগত সংসার ॥ দেহ শক্তি কেবা পারে, বর্ণমা  
তাহার করে, যদি পারে কিংবা পারে, আত্মা অনু-  
সার । ~~কেন~~ তাহার মত, কে করিবে প্রকাশিত,  
জগত সংসার তার, সেতো নৈরাকার । সমহৃদি  
হিঙ্গিক ভণে, জানিনাক তোমা বিনে, পাপী বলে  
কোষ মনে কর না বিচার ॥

পর্যায় । প্রথমে তাহার নাম স্মরণ করিয়া । কণ্ঠমেতে  
লিপি করি মনে বিচারিয়া ॥ একেলা সেজন তার নান  
নিরাঞ্জন । নৈরাকার বলে তাহাে সকল মুজন ॥ আত্মার  
একার নাই নাই তাঁর মাতা । ভাই নাই ভগিনী নাই পুত্র  
নাই পিতা ॥ মন্ত্রিণী তাহার কেহ পৃথিবীতে নাই । আপনে  
যে মন্ত্রিণী আপনে গোমাই ॥ তাঁহার আত্মাতে দেখ  
উপরে আকাশ । বিনাস্তম্ভে রহিয়াছে সকলে প্রকাশ ॥  
জারা হৈতে আকাশের শোভিত করিল । সূর্য্য উদয় করি  
শুনঃ রোজ্জ আত্মাইল ॥ কুটিল নিশির জন্য শশী প্রকাশিয়া  
সৌন্দর্য্যমান করে তাহাে মিল বসাইয়া ॥ এই হেতু দিবা নিশি  
কালেতে জাম । যাবিশী না থাকিলে হইত কেমন ॥  
দিময়ান না জানিত রাত্র না হইত । মনুষ্যেরা স্থির চিত্তে





